কিশোর ক্লাসিক

আলেকজান্দার দ্যুমার

ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ

রূপান্তর: শেখ আপালা হাকিম

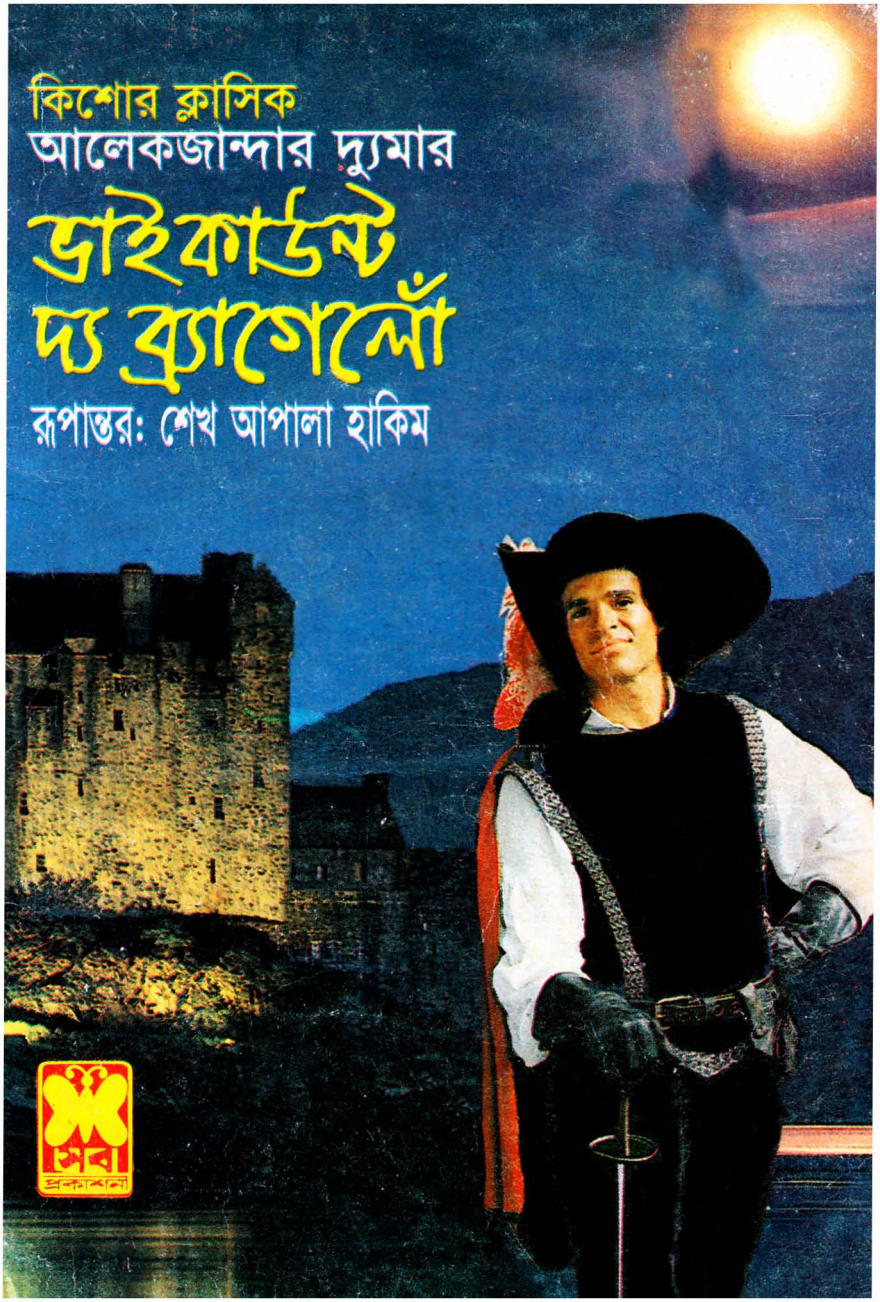

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ক্লাসিক

আলেকজান্দার দ্যুমা-র

ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ

শেখ আপালা হাকিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1463-4
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ: ২০০২
প্রচ্ছদ : রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
VICOMTE DE BRAGELONNE
By: Alexandre Dumas
Trans by: Sheikh Apala Hakim

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় কাজী চাচাকে।

এক

ব্লয় প্রাসাদ। গভীর রাত। এই মাত্র সান্ধ্যসভা শেষ হয়েছে।

এখানকার বাসিন্দা গ্যাস্টন। তিনি সারা ফরাসী দেশে সাদাসিধে মসিয়াঁর নামে পরিচিত। ফরাসী রাজবংশের দ্বিতীয় রাজপুত্রদের এই উপাধি দেয়া হত। এটাকে কৌলিক উপাধি বলা হয়।

তবে গ্যাস্টন বর্তমান রাজার ভাই নন। তিনি আগের ১৩তম রাজা লুইয়ের ভাই। তবে গ্যাস্টন হলেন বর্তমান রাজার খালু। সুতরাং তাঁর বাসায় সভা হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আজ হয়েছে। না, গ্যাস্টনকে নিয়ে নয়, বরং রাজসভার প্রধান স্বয়ং রাজাকে নিয়েই। শুধু এক রাতের জন্যে তিনি গ্যাস্টন অর্থাৎ খালুর বাসার অতিথি। রাজা সপরিবার এবং দলবল নিয়ে স্পেনে যাচ্ছেন, সেখানকার রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্যে। সঙ্গে তাঁর মা রানী অ্যানও যাবেন। আর যাবেন তাঁর ছোট ভাই আঞ্জুর ডিউক। গ্যাস্টনের অবর্তমানে ডিউকই মসিয়াঁর নামে পরিচিত হবেন। অবশ্য এখন তাকে আঞ্জুর ডিউক নামেই চলাফেরা করতে

হয়।

রাজার পরিবারটা ছোট হলেও তাঁর দলটা খুব বড়। সে দলের প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ মহামন্ত্রী হলেন কার্ডিনাল ম্যাজারিন। সারা ফরাসী দেশের তিনিই প্রশাসক তথা নিয়ামক।

বাবা মারা যাবার সময় চতুর্দশ লুই ছিলেন একেবারে শিশু। কাজেই মন্ত্রী ম্যাজারিনের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা। এখন রাজা লুইয়ের বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও এমন কোন আভাস-ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না যে তিনি স্বেচ্ছায় সব ক্ষমতা রাজার হাতে তুলে দেবেন। আবার অনেকেই বিশ্বাস করেন, এতে নাকি রানী অ্যানেরও সায় আছে। সায় যদি থেকেও থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ ১৩তম লুইয়ের মৃত্যুর পর অ্যান যে গোপনে ম্যাজারিনকে বিয়ে করেছিলেন সে কথা ফরাসীবাসীদের কারও জানতে বাকি নেই।

রাজার দলের মহামন্ত্রী ম্যাজারিন হলেও অন্য ক্ষেত্রে সে দলে তাঁর চেয়েও খ্যাতিমান লোক আছেন। তিনি হচ্ছেন চলতি যুগে ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত সেনাপতি মার্শাল প্রিন্স দ্যা কন্ডি। রাজার বিদেশ যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাপনাই তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্যে তিনি এনেছেন একদল তরুণ অভিজাত সামরিক কর্মচারী, ওয়াডিস, গিচে, ব্র্যাগেলোঁ ইত্যাদি। কন্ডি অবশ্য নিজের সেনাবাহিনীকে সঙ্গে আনেননি। কারণ, যুদ্ধ করতে নয়, রাজা বেরিয়েছেন বিয়ে করতে। এ সময় দেহরক্ষীরাই তাঁর নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট। রাজার সঙ্গে লেফটেন্যান্ট

দারতায়াঁও এসেছেন একশোজন দেহরক্ষী নিয়ে। অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য দেখিয়ে আগের রাজার সময় অনেক খ্যাতি পেয়েছিলেন দারতায়াঁ।

এখন ব্লয় প্রাসাদে গভীর রাত। কিছুক্ষণ আগে সান্ধ্যসভা শেষ হয়েছে। প্রাসাদগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটা অংশ এখনও দীপমালায় উজ্জ্বল রয়েছে, বাকি সব কিছুই আবছা অন্ধকারে ঢাকা।

প্রাসাদেই ঢুকতে চান এক পথচারী। যে দিকে ঘরে ঘরে এখনও আলো জ্বলছে, সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সামনেই একটা লোহার দরজা। ভেতর থেকে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'কি চাই?' সামরিক উর্দিধারী এক মাস্কেটিয়ার সৈনিক প্রশ্ন করছে।

আগন্তুক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন, 'আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

সৈনিকটি বলল, 'এদিকে নয়, ওপাশে লোহার দরজায় যেতে হবে আপনাকে।'

'তারমানে যে পাশটা অন্ধকার সে পাশেই যেতে হবে?'

রাজাকে অন্ধকারে রেখে আলোকসজ্জায় অবগাহন করছে, এ কেমন স্বার্থপর লোক এরা! পথচারীর মনে প্রশ্নটা বোধহয় উঁকি দিয়েছে। না দিলেও অবাক হবার কিছুই নেই, কারণ নিজের যন্ত্রণায় তিনি নিজেই পাগল হয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি দ্বিতীয় লোহার দরজার সামনে এলেন। সেখান থেকেও ঠিক

একই প্রশ্ন করা হলো, 'কি চাই?'

'রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই,' পথচারী একই উত্তর দিলেন।

প্রশ্নকর্তা মাস্কেটিয়ার বিরক্তিভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে?'

'রাজার কি দিন রাত পার্থক্য করা চলে?'

মাস্কেটিয়ার আশা করেনি পথচারী এই উত্তর দেবেন। সে পথচারীর উদ্দেশে বলল, 'আমি লেফটেন্যান্টকে খবর দিচ্ছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

দু'মিনিটের মধ্যে মাস্কেটিয়ার সৈনিক লেফটেন্যান্টকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। আজ রাতের মত যেখানে যা পাহারা বসানোর দরকার তা শেষ করেই লেফটেন্যান্ট দারতায়াঁ রাজার ঘরের পাশেই, এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে চেয়ারে বসেছেন, অমনি একটা আশ্চর্য খবর নিয়ে এল মাস্কেটিয়ার–'অপরিচিত এক লোক রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

অবাক করার মত খবর, তাই না? অবশ্যই তাই। ফ্রান্সই একমাত্র দেশ, যেখানে কেউই চায় না রাজার সঙ্গে দেখা করতে। ছোট বড় যারই প্রয়োজন হোক না কেন, সবাই চায় মন্ত্রী ম্যাজারিনের সঙ্গে দেখা করতে। আজ চব্বিশ বছর ধরে যিনি রাজা-প্রজা সবাইকে সমানভাবে শাসন ও শোষণ করে আসছেন, তিনিই হচ্ছেন মন্ত্রী মহোদয় ম্যাজারিন। রাজা তো একটা খেলার পুতুল! যেদিকে ঘোরাবে সেদিকেই ঘুরবেন। শুধু শুধু তাঁর সঙ্গে

দেখা করে সময় নষ্ট করবে এমন নির্বোধ আছে নাকি?

ফরাসী দেশে এখন পর্যন্ত সেরকম নির্বোধ একটিকেও দেখা যায়নি। রাজনীতি চর্চা করেন না দারতায়াঁ, তবে সে কারণে চোখ কান তো আর বন্ধ রাখেন না।

এমনিতেই ফ্রান্সের গ্যাসকনি প্রদেশে তাঁর বাড়ি। সেখানকার লোকদের নাকি জনসম্পদই হচ্ছে ধূর্তামি আর হামবড়াই।

সেই জন্মগত ধূর্তামির আর চাতুর্যের কারণে, খবরটা শুনেই দারতায়াঁ মনে মনে ভেবে নিলেন, এইবার বুঝি খুব তাড়াতাড়ি ফরাসীজাতির জীবনে কিছু একটা ঘটবে। অবশ্যই ঘটবে, তা না হলে এত রাতে কেন এক অপরিচিত লোক রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? যে দেশে মন্ত্রী ম্যাজারিন রাজাকে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছেন...

নিজের ভাবনায় অস্থির হওয়ার পাত্র দারতায়াঁ নন। সংবাদটা যে কতটুকু বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ, আর কতটুকুই বা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সেটা অনুধাবন করার ক্ষমতা আছে তাঁর।

মগজের কাজ মগজ করুক। দারতায়াঁ দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।

'দরজা খোলো,' প্রথমে এটাই আদেশ দিলেন দারতায়াঁ। আগন্তুক পরিচিত নয়, তাই বলে কি তাঁর সঙ্গে ভদ্রতা করা যাবে না? অনেক রাতে এসেছেন বলে কি তাঁকে তুচ্ছ করতে হবে, এ কেমন কথা? তিনি হয়তো নিজের জন্যে নয় বরং রাজার উপকারের উদ্দেশেই এত রাতে এসেছেন।

মাস্কেটিয়ার সৈনিক দরজা খুলল। খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে আলো পড়ল। অতিথির গায়ের জামাটা যে তেমন একটা ভাল নয়, সেই আলোতে দারতায়াঁ ব্যাপারটা লক্ষ করলেন। বয়েস হয়তো ত্রিশের মতই হবে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেমন যেন বুড়িয়ে গেছেন। সবচেয়ে বেশি যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল দারতায়াঁর, সেটা হলো, লোকটার সব কিছুতেই কেমন যেন রহস্য রহস্য ভাব।

'আপনি কি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন দারতায়াঁ। এত রাতে যে দেখা করার সময় নয়, সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বললেন না। তবে এটাও ঠিক, দেখা করার সময় যে এটা না সেটা আগন্তুক জেনেই এসেছেন। তিনি তো আর অবোধ শিশু নন।

'অনেক রাত হয়ে গেছে,' উত্তরটা ব্যাকুলভাবে দিলেন আগন্তুক। 'আপনি আমাকে এত রাতে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, চতুর্দশ রাজা লুইয়ের সঙ্গে দেখা করাটা আমার জন্যে কতটা জরুরী?'

রাজার সঙ্গে দেখা করাটা সত্যি আগন্তুকের খুব জরুরী প্রয়োজন সেটা দারতায়াঁ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবার এদিকে এমুহূর্তে রাজার সঙ্গে দেখা না করলেই চলে না আগন্তুকের। যদি চলত তাহলে কি এত রাতে তিনি আসতেন।

দারতায়াঁ আগন্তুককে বললেন, 'আধঘণ্টা আগে রাজা তাঁর

শোবার ঘরে ঢুকেছেন, তবে তিনি বোধহয় এখনও ঘুমোননি। ঘুমিয়ে যদি না থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে আপনার কথা জানাব। তবে আপনার নাম? আমি তো আপনার পরিচয় জানি না।'

'নাম? বলবেন চার্লস, ইংল্যান্ডের রাজা।'

অবাক দারতায়াঁ। চমকে গেছেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘোর কাটিয়ে উঠলেন। তারপরেই মাথা নত করে স্বাগত জানালেন রাজা চার্লসকে, আর বললেন, 'আপনি উপরে এসে একটু আরাম করুন, মহারাজ।'

পাঁচ মিনিট আগে দারতায়াঁ যে আসনে নিজে শোয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, সেখানেই চার্লসকে বসিয়ে তিনি রাজার ঘরের দিকে ছুটলেন। লুইয়ের ঘরের ভিতরেই একটা কোণ উপাসনা ঘর হিসেবে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সে ঘরে বাতি জ্বলছে, লক্ষ করলেন দারতায়াঁ। ভাবলেন, রাজা বোধহয় ঘুমোননি, তিনি হয়তো এখনও প্রার্থনাতেই রয়েছেন।

রাজার দোরগোড়ায় পাহারা দেয়ার জন্যে একজন অস্ত্রধারী মাস্কেটিয়ার নিযুক্ত আছে। এত রাতে দারতায়াঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হলেন। অস্বাভাবিক কিছু একটা না হলে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন না দারতায়াঁ। কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারল না, কেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা তার নেই। তাই সে কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দিলেন না তাকে দারতায়াঁ। কারণ দুই রাজার সঙ্গে যদি কথা হয়ই, তাঁরা যে আস্তে আস্তে কথা বলবেন এমন তো না-ও হতে পারে। দারতায়াঁ জানেন, রাজা চার্লস হচ্ছেন চতুর্দশ লুইয়ের ফুফাতো ভাই।

দারতায়াঁ দেখলেন, উপাসনার ঘরে বাতি নিভল। তিনি আলতো করে দরজায় নক করলেন।

'কে ওখানে?' প্রশ্ন এল ভিতর থেকে।

'আমি মাস্কেটিয়ার লেফটেন্যান্ট, মহারাজ।'

কথাটা বলেই দারতায়াঁ মাস্কেটিয়ার প্রহরীকে ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি এখান থেকে সরে যাও।'

দরজার কিছুটা অংশ ফাঁক হলো। সেই ফাঁক দিয়েই দারতায়াঁ রাজার মুখ দেখতে পেলেন। লেফটেন্যান্টের মত চালাক লোক, তিনিও বুঝতে পারলেন না এ মুহূর্তে রাজার মনে কি সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ? সে তো হতেই পারে! এটা প্যারিস নয়, তিনি ল্যুভরে প্রাসাদেও বাস করছেন না। ব্লয় শহরে আজ অসন্তুষ্ট এক জ্ঞাতীর অতিথি চতুর্দশ রাজা লুই। (জ্ঞাতী আবার কবে সন্তুষ্ট থাকে?) এখানে রাজার উপর আক্রমণ হতেও পারে। দারতায়াঁর কণ্ঠস্বর তিনি চেনেন, না চিনলে অবশ্যই দরজা খুলতেন না, যেহেতু দারতায়াঁ সবার থেকে আলাদা। লুইয়ের জ্ঞান হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে রাজার অতি বিশ্বাসী প্রহরী দারতায়াঁ। তাঁকে কোন ভাবেই সন্দেহ করা যায় না।

দারতায়াঁ মাথা নত করে নরম সুরে বললেন, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজা, চার্লস দেখা করতে এসেছেন।'

লুই বিস্মিত হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'যাও, ওনাকে অভ্যর্থনা জানাও।'

চলে গেলেন দারতায়াঁ। একটু পরেই চার্লসকে নিয়ে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে যতটুকু সময় লাগল তার মধ্যেই রাজা লুই গায়ে একটা জামা পরলেন। আর কামরার অপর প্রান্তে একটা আলো জ্বাললেন। রাজসভার সাজসজ্জা তিনি উপাসনার ঘরে যাবার আগেই খুলিয়ে নিয়েছিলেন ভৃত্যকে দিয়ে।

রাজার ঘরে চার্লস যখন প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর কোমরে তরোয়ালটি থাকল না। কারণ অস্ত্র নিয়ে রাজার কাছে যাওয়া নিষেধ। আর, এ কথা চার্লসকে মনে করিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোমর থেকে তরবারিটা খুলে দারতায়াঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

এবারে চার্লস লুইয়ের ঘরে ঢুকলেন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা।

এখন দারতায়াঁর কাজ হচ্ছে দরজা বন্ধ করে পাহারা দেয়া। দরজা বন্ধ তিনি করলেন ঠিকই, কিন্তু বাইরে থেকে নয়। রাজার ঘরে ঢুকেই বন্ধ করলেন, এবং ঝট করে উপাসনার রুমে ঢুকে পড়লেন। দুই রাজা নিজেদের কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দারতায়াঁর দিকে দৃষ্টি পড়ল না কারুরই।

নিশ্চয়ই রাজাদের গোপন কথা শোনার জন্যেই দারতায়াঁ

উপাসনার ঘরে ঢুকলেন, তাই নয় কি?

ফরাসী রাজনীতিতে কিছু যে একটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা দারতায়াঁ বুঝতে পেরেছেন তখনি, যখন অচেনা এক আগন্তুক রাজা লুইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এটা কানে আসার পরই। আর, তাঁর ধারণা যে ঠিকই ছিল, সেটা বুঝলেন আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে।

ইংল্যান্ডে স্কটল্যান্ডের নির্বাসিত রাজা তাঁর মামাতো ভাই লুইয়ের সঙ্গে এতদিন পর দেখা করতে এসেছেন, এটা দারতায়াঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তাঁর ধারণা এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এদেশের রাজনীতিতে কিছু একটা ঘটবে। যাই ঘটুক না কেন, দারতায়াঁ আসলে নিজেকে তাঁর শীর্ষবিন্দুতে দেখতে চান। তিনি চাইছেন, এ দেশে নতুন কিছু ঘটুক। এই একঘেয়েমি জীবন তাঁর আর ভাল লাগছে না। একটা নতুন কিছু ঘটলে তিনি ফরাসীদের দেখিয়ে দিতে পারেন, সেদিনের সেই অসীম সাহসিকতা বিন্দুমাত্র কমেনি তাঁর বুক থেকে।

একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এটা ঠিক। দারতায়াঁর সুবিধে হত, কি ঘটছে সেটা আগে থেকে জানলে। সেটাই জানার চেষ্টা করছেন। উপাসনার ঘরে আত্মগোপন করার মূলত এটাই কারণ।

চার্লসের দিকে এগিয়ে এলেন রাজা লুই। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি? এই ব্লয় শহরে?'

চার্লস বললেন, 'একটা বিশেষ কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্যারিসেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু পথে শুনলাম আপনি ব্লয় শহরে

আছেন। তাই আর প্যারিসে না গিয়ে সরাসরি এখানেই এসে পড়লাম।'

লুই বললেন, 'খুব ভাল করেছেন এসে। আপনার যা বলার মন খুলে বলতে পারেন। আশপাশে কেউ নেই।'

'আমাদের বংশের ভাগ্য বিপর্যের কথা তো আপনি ভাল করেই জানেন,' বললেন চার্লস।

এ কথা শুনে লুইয়ের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কারণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ রাজপরিবারকে বিপদের সময় ফরাসী রাজ বংশ বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি।

'যে কথাটা আজ আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি, সেটা একান্তই আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার,' বললেন চার্লস।

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল রাজা লুইয়ের। তিনি তাড়াতাড়ি চার্লসের হাত ধরে বললেন, 'অবিশ্বাস্য হলেও, আপনি প্রথমে আমার একটা কথা শুনুন। সেটা হলো, সাবালক আমি হয়েছি ঠিকই, কিন্তু কার্ডিনাল আমাকে এখনও নাবালক ভাবেন। রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথাই তিনি আমার সামনে বলেন না। আমাকে এদেশের ইতিহাস পড়ে শোনাত এক পৈতৃক আমলের পার্শ্বচর। এমন কি সে এখনকার ঘটনাও জানাত। তবে সেটা বেশি দিন স্থায়ী হলো না। কারণ কার্ডিনাল জানতে পেরে লাপর্টকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন। বিশ্বাস করুন, চার্লস, অন্য সব ব্যাপারের মত আপনার ব্যাপারেও আমি কিছুই জানি না। যা কিছু আপনার বলার আছে তা আপনি প্রথম থেকেই

শুরু করুন।'

'একেবারে প্রথম থেকে?' জিজ্ঞেস করলেন চার্লস।

'আমার তো মনে হয় সেটাই ভাল হবে, চার্লস,' বললেন লুই।

এই উজ্জ্বল দীপালোকেও চার্লসের মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছে। শুরু করলেন তিনি তাঁর দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

'ষোলোশো ঊনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে বেদ্রোহি প্রজারা আমার পিতার মাথা কেটে ফেলে। তবে তার আগেই আমরা ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে আসি। কেউ যাই হল্যান্ডে, কেউ বা ফ্রান্সে। এই দুর্ঘটনার সময় আমি ছিলাম হল্যান্ডে, আমার মা আর বোন ছিলেন আপনারই ল্যুভরে প্রাসাদে।'

এখন লুইয়ের মুখও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ চার্লসের মা-বোন যে কি পরিমাণ দৈন্য ও অবহেলার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, রাজা লুই ছোট হলেও কিছু কিছু কথা তাঁর কানে আসত।

'পিতা মারা গেলেন ষোলোশো ঊনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে। তখন ক্রমওয়েলই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে তিনি রাজার পরিচয় না দিয়ে প্রটেক্টর হিসেবে অভিহিত করেছিলেন নিজেকে। এখানকার লোকেরা তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না বলে ষোলোশো পঞ্চাশ সালে তাঁকে আয়ারল্যান্ডে চলে যেতে হয়। এই সুযোগে আমার পক্ষের কিছু ক্ষমতাশালী লোকেরা আমাকে হল্যান্ড থেকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে রাজপথে পা রাখলাম। আয়ারল্যান্ডের যুদ্ধ স্থগিত রেখে

ক্রমওয়েল আমাকে বিতাড়িত করবার জন্যে ছুটে এলেন। ক্রমওয়েলের মুখোমুখি হতে চাইছিলাম আমিও। যা কিছু ঘটার তা একবারেই ঘটে যাক, এটাই ছিল আমার ইচ্ছে। তবে স্কটল্যান্ডে থাকতে আমার ভাল লাগছিল না, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম।'

'হাঁপিয়ে উঠলেন? সে কি, এই স্কটল্যান্ডেই তো আপনাদের পিতৃভূমি। আপনার দাদা তো ইংল্যান্ডের রাজা হলেন স্কটল্যান্ড থেকে গিয়ে। দেখেছেন, লাপোর্ট আমাকে পড়ে পড়ে যা শোনাত তার কিছুই আমি ভুলিনি,' বললেন রাজা লুই।

চার্লস বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি কিছুই ভোলেননি। লাপোর্ট আপনাকে ঐতিহাসিক সত্যই শুনিয়েছিল। আমার পিতৃভূমি স্কটল্যান্ডে ঠিকই, তবে এখানকার বাসিন্দারা যে আচরণ আমার সঙ্গে করেছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রথমেই তারা আমাকে ক্যাথলিক ধর্ম বাদ দিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট হতে বাধ্য করল। তারপর ফাঁসিতে লটকে দিল আমার সবচেয়ে প্রিয় সেনাপতি লর্ড মন্টারোজকে। তিনি ক্যাথলিক ছিলেন না, এটাই তাঁর অপরাধ।

'তারপর আমি স্কটল্যান্ড ছাড়লাম। ইংল্যান্ডে পৌঁছালাম ক্রমওয়েলের সৈন্যবেষ্টনী ভেদ করে। তবে লন্ডনে পৌঁছানোর আগেই আমাকে ধরে ফেললেন ক্রমওয়েল। তাঁর সৈন্যরা ছিল যুদ্ধে দক্ষ, কিন্তু আমার সঙ্গীরা চাষা, তারা লাঙ্গল ছেড়ে সবেমাত্র আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে এই যুদ্ধে দুই হাজার সৈনিক হারাতে হয়েছে, কোন উপায় না পেয়ে আমি সেখান থেকে

পালিয়ে এলাম।

'আমার পরের ইতিহাস যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী। আমাকে মারতে পারলেই তাদের শান্তি। বাঁচার তাগিদে আমি আমার বেশভূষা পাল্টে ফেললাম। মাথার চুল কেটে কাঠুরের ছদ্মবেশ নিলাম। একটা ওক গাছের ডালপালার মধ্যে পুরো একটা দিন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন থেকেই নাকি গাছটার নাম হয়েছিল রাজার ওক। একটু খানি আশ্রয়ের জন্যে কতদিন যে ঘুরেছি স্ট্যার্ফোডশায়ারের খামারে খামারে। অবশেষে এক চাষীর মেয়েকে আমার ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে সেখান থেকে পালালাম। পথেঘাটে কেউ আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি জবাব দিত ও আমার বোবা ভাই, আমরা ওই যে ওই গ্রামের চাষী কিলপ্যাটির ছেলেমেয়ে। সেখানে আবার এটাকে নিয়ে লোকসংগীত রচিত হয়েছে।'

'লাপোর্ট তো আমাকে এসব কিছুই বলেনি,' বিড়বিড় করলেন লুই। 'অবশ্য বলবেই বা কি করে, সে তো নিজেই জানত না। ও বলেছিল আপনি নাকি ব্রাইট হেলমস্টোনে জাহাজে উঠে নরমান্ডির উপকূলে এসে নেমেছেন।' একটু থেমে লুই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইংল্যান্ডে আপনার তাহলে আর কোন আশাই নেই, তাই না?'

চার্লস বললেন, 'ভুল বুঝবেন না, লুই! অবস্থাটা এখন একেবারেই অন্যরকম। কারণ ওই দুর্দান্ত ক্রমওয়েল এখন আর বেঁচে নেই। তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে রিচার্ডই প্রোটেকটর

হয়েছিল, তবে সে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। উপনেতাদের রেষারেষিতে রিচার্ড নাকানিচুবানি খেয়ে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে নিজেই দায়িত্ব থেকে রেহাই নিয়েছে। এখন ল্যামবার্ট আর মংক এই দুই সেনাপতির সঙ্গে ক্রমওয়েল গণতন্ত্রীদের ক্ষমতার লড়াই চলছে। ওই লড়াইয়ে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আমি অংশ নিতে চাই। কিন্তু ভাই, এর জন্যে প্রয়োজন দু'শো ফরাসী সৈন্য আর এক মিলিয়ন পরিমাণ টাকা।

'যে কোন একটা চাই আমার, হয় যোদ্ধা নয় অর্থ। যদি আমি যোদ্ধা পাই তাহলে আবারও ইংল্যান্ডে হানা দেব। আর যদি অর্থ পাই তাহলে মংক আর ল্যামবার্টকে টাকা দিয়ে কিনে নেব। সবচেয়ে বড় কথা, যিনি কখনও যুদ্ধে হারেন না সেই ক্রমওয়েল এখন আর বেঁচে নেই।'

হতাশ সুরে লুই বললেন, 'ও, আপনি তাহলে দুটোর মধ্যে একটা পাওয়ার আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন?'

লুইয়ের কণ্ঠে এই সুর শুনে চার্লসের বুক ধক্ করে উঠল। বিনীত সুরে তিনি বললেন, 'ফ্রান্সের রাজার কাছ থেকে আমি কি এই সামান্য সাহায্যও আশা করতে পারি না?'

'ফ্রান্সের রাজা? চতুর্দশ লুই যে ফ্রান্সের রাজা নন, আসল ক্ষমতা ইতালীয় ম্যাজারিনের হাতে, তা দেখছি আপনি জানেন না,' তিক্ত কণ্ঠে লুই চার্লসকে বললেন। 'ম্যাজারিন যে আমাকে কি অবস্থায় রেখেছেন, আপনি আমার ল্যুভরের শোবার ঘরে না গেলে বুঝবেন না। আমার গায়ের চাদরটা যে কি নোংরা আর

কয়টা ফুটো আছে তা যদি আমি আপনাকে দেখাতে পারতাম। যাই হোক, এতদিন যা করিনি আজ তাই করব। ম্যাজারিনের কাছে আমি আমার অসহায় ভাইয়ের জন্যে ভিক্ষা চাইব, হাত পাতব। চার্লস, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কার্ডিনালের কাছে আমি এখনই যাচ্ছি।'

লুই বেরুনো মাত্রই দারতায়াঁর মুখোমুখি হলেন। রাজা লুই ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই দারতায়াঁ উপাসনার ঘর থেকে নিরবে বেরিয়ে এসেছেন।

'আপনার আসার দরকার নেই,' দারতায়ঁকে লুই ইশারা করে বললেন।

দুই

বেশ বয়েস হয়েছে মন্ত্রী মহোদয় ম্যাজারিনের। সবসময় তাঁর অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। তবে তাঁর মনের জোর অটল, রোগ-ব্যাধির কাছে হার মানতে রাজি নন। বাতের ব্যথাটা তাঁর আজ খুব বেড়েছে, তাই শান্তিতে একটু ঘুমাতেও পারছেন না। তবে এও সম্ভব নয় যে তিনি বিছানায় শুয়ে কাতরাবেন, আর তাঁর

প্রহরী তথা ভৃত্যরা তা শুনে হাসাহাসি করবে। না; জুলেস ম্যাজারিন সেটা কোন মতেই হতে দেবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে বিছানায় উঠে বসে থাকতে হয়। মন্দ কি, তাতে বরং কাজ করার ভাল একটা সময় পাওয়া যাবে।

ম্যাজারিন তাঁর ভৃত্য বের্নুইনকে ডাকলেন। 'আমার ডেস্কোটা আন তো, রে।' ভ্রমণে বের হলে সব সময় তাঁর সঙ্গে ছোট একটা ডেস্ক থাকে। রাতে শুয়ে শুয়ে পড়ার জন্যে এটা বেশ কাজে দেয়।

কাগজ-কলম ডেস্কো থেকে বের করলেন ম্যাজারিন। তাতে দুই-এক লাইন লিখলেনও। তবে লিখতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। বাতের ব্যথাটা আজ তাঁকে খুব ভোগাচ্ছে। না, তিনি আর পারছেন না। কমা তো দূরের কথা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও যেন বাড়ছে। মাথা তুলে বের্নুইনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রাউন আছে নাকি?'

'ব্রাউন নেই, হুজুর। সে তো আপনার অনুমতি নিয়েই ঘুমাতে গেছে। আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে আমি তাঁকে ডেকে দিতে পারি।'

'না, থাক, ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই। নিজেই যতটা পারি করি। উফ্, এই হিসাব এত কঠিন!' বলে আঙুলের গিঁট গুনতে লাগলেন কার্ডিনাল।

'ও, হিসাব?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল বের্নুইন। পুরানো ভৃত্যরা কখনও প্রভুর সঙ্গে খুব একটা সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে না। তাহলে বের্নুইনই বা করবে কেন? 'হুজুর, এখন যদি আপনি অঙ্ক

করতে বসেন, তাহলে কাল আর মাথার ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। সঙ্গে যে গুয়েনো ডাক্তারকে নিয়ে আসেননি, সেটা মাথায় রেখে যা করবার করেন।'

'কথাটা তুই খারাপ বলিসনি রে, বের্নুইন। কিন্তু কাজটা তো আর ফেলে রাখা যায় না। আয়, তুই-ই কাগজ-কলম নিয়ে বসবি।'

'বলুন, হুজুর, কি লিখতে হবে। আমি তৈরি।'

'যে দুটো লাইন আমি লিখেছি তারপর থেকে তুই শুরু কর।'

'তাই করছি, হজুর।'

'সাত লাখ ষাট হাজার লাইভর। লিখেছিস?'

'সাত লাখ ষাট হাজার লাইভর। লিখেছি।'

'এরপর লেখ, লিয় বাবদ।'

'লিয় বাবদ,' লেখার সঙ্গে সঙ্গে বের্নুইন মুখেও একবার পড়ে নিচ্ছে।

'উনচল্লিশ লাখ লাইভর–রেইমস বাবদ।'

'উনচল্লিশ লাখ লাইভর। রেইমস বাবদ। বলে যান, হুজুর।'

'বোর্দো বাবদ সত্তর লাখ।'

'সত্তর?' ঠিক শুনেছে কিনা সেটা বুঝে নিল বের্নুইন।

'হ্যাঁ-রে, বাবা, হ্যাঁ–সত্তর,' বললেন কার্ডিনাল। এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন তিনি। 'দেখেছিস বের্নুইন, কত বড় বড় খরচ আমাদের মাথার উপর ঝুলছে! এই লাখ লাখ লাইভর সবই রাজার। রাজার তহবিলে কি পরিমাণ লাইভর আছে, সেটার

হিসাবই করছি আমি। হুঁ, কি যেন বলছিলাম, রে? কথার মাঝখানে কথা বলাটা যে কত বড় অন্যায় এটা তোকে কতবার বলে দেব। দিলি তো সব এলোমেলো করে।'

'বোর্দো বাবদ, সত্তর লাখ।'

'এবার লেখ, মাদ্রিদ বাবদ চল্লিশ লাখ। সব ঠিকঠাক করে লিখেছিস তো রে, বের্নুইন? এত টাকা-পয়সা, সম্পত্তি এগুলো কার, সেটা কখনও ভুলে যাবি না। এই পৃথিবীতে এমন কিছু নির্বোধ লোক আছে, যারা নাকি এই হিসাব শোনামাত্রই মনে করে বসবে, এসবই আমার। ভাবতে পারিস, তারা কেমন ধারা বোকা লোক? হায় ঈশ্বর, এগুলো আমার? তাই যদি হত, তাহলে তো কথাই ছিল না। মিছে, রে, সব মিছে! নে, আবার লেখ, খাজনা বাবদ সত্তর লাখ। ভূ-সম্পত্তি নব্বই লাখ। সব কিছু ঠিক ঠাক লিখেছিস তো? কিছু যেন বাদ না পড়ে।'

'সবই ঠিক মত লিখেছি, হুজুর।'

'তারপর লেখ, কোম্পানির কাগজ ছয় লাখ লাইভর। অন্যান্য সম্পত্তি আরও বিশ লাখ। ওরে, দাঁড়া, ভুলেই তো গেছি। লেখ, প্রাসাদের বিভিন্ন আসবাবপত্র...'

'এটা কি বাবদ লিখব হুজুর?' বের্নুইন জিজ্ঞেস করল।

'কি বাবদ তা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যেভাবে হিসাব করা হচ্ছে, এতেই সবাই বুঝবে। তোর হলো? নে, এবার যোগ কর।'

'হুজুর, তিন কোটি বিরানব্বই লাখ ষাট হাজার লাইভর

হয়েছে।'

'দূর ছাই, এখনও চার কোটি হয়নি,' তিনি বেশ হতাশ হয়েই কথাটা বলেন।

আবার নতুন করে যোগ করছে বের্নুইন। 'এখনও সাত লাখ চল্লিশ হাজার বাকি আছে, হুজুর।'

কাগজটা টেনে নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হিসাবগুলো পরীক্ষা করলেন কার্ডিনাল।

'যাই বলেন, হুজুর, চার কোটি না হলে কি হবে, তিন কোটি বিরানব্বই লাখ লাইভর হয়েছে, এটাই বা কম কিসের,' ম্যাজারিনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই যেন বের্নুইন কথাটা বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, বের্নুইন। এই পরিমাণ অর্থ থাকলে, রাজাও বর্তে যেতেন।'

বের্নুইন যেন একটু অবাক হবার ভান করে বলল, 'এসব অর্থ যে সবই রাজার সে কথা যে একটু আগে আপনিই আমাকে বললেন।'

'হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। এ কথা আবার কেনা বোঝে। রাজার আর কত কি আছে, শুধু কি এই তিন কোটি বিরানব্বই লাখ লাইভর!'

মুখটা একটু বাঁকা করে হাসল বের্নুইন। যার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি যা বলছ, বলো না, বিশ্বাস করা না করা আমার ব্যাপার।

এরপর বের্নুইন ম্যাজারিনের জন্যে শেষ বারের মত মদ তৈরি করল, বালিশগুলো ঠিকঠাক মত সাজিয়ে কার্ডিনালের কামরা

থেকে বের হয়ে গেল।

'হায়, ঈশ্বর, এখনও চার কোটি পুরো হলো না,' বিড়বিড় করলেন ম্যাজারিন। যেভাবেই হোক ওটাকে পুরো করতেই হবে। চার কোটি লাইভরের মালিক আমি হবই। সেই প্রথম থেকেই এটা আমার লক্ষ্য। তবে এদিকে যে সময় শেষ হয়ে আসছে। বলতে গেলে একটা পা কবরে দিয়ে আছি। সময় কি আর পাব আমি। তবে একটা আশা বুকে এখনও পুষে রেখেছি। সেটা হলো, আমি স্পেনে যাচ্ছি, সেখানে কি বন্ধুরা আমার জন্যে বিশ-ত্রিশ লাখ লাইভর মজুদ রাখেনি। একদিন ওরা পেরু আবিষ্কার করেছিল। সেখানকার লুটপাট করা সম্পত্তি তাদের কাছে কি এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

এই চিন্তাতে এতই মগ্ন ম্যাজারিন যে রাতের ব্যথাটা বেমালুম ভুলে গেছেন। হঠাৎ করেই ছুটে এসে আবারও ঘরে ঢুকল বের্নুইন। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো।

'কি হলো তোর, বের্নুইন? অমন করছিস কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যাজারিন।

'হুজুর, রাজা সাহেব আসছেন!'

'কি বললি, বের্নুইন? এত রাতে রাজা আসছেন!' তাড়াতাড়ি তিনি হিসেবের কাগজটা লুকিয়ে ফেললেন। 'অনেক আগেই তো তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ঘটনাটা কি?'

এদিকে রাজা লুই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ম্যাজারিনের শেষ কথাটা তিনি শুনতে পেলেন। বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা

করছেন, এ-ও লক্ষ করলেন। তাঁর চোখ মুখে যে আতঙ্কের ছাপ, সেটাও দৃষ্টি এড়াল না।

'আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, কার্ডিনাল,' তাঁকে অভয় দেয়ার স্বরে বললেন লুই। 'আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছি, অন্য কোন কারণে নয়।'

ম্যাজারিন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর মনে পড়ল ভাগনী মাদমোয়াজেল ম্যানসিনির কথা। একটি মাত্র ভাগনী তাঁর। নিঃসন্তান হওয়াতে ভাগনীকেই বাবার আদর দিয়ে বড় করেছেন। সুন্দরীই বলা চলে মেয়েটিকে। তেমনি চালাক-চতুরও। যেমন মামা, তেমনি তাঁর ভাগনী, কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। সারাজীবন ধরে ম্যাজারিনের একটাই লক্ষ্য, চার কোটি লাইভর মালিক হওয়া। আর তাঁর ভাগনী মাদমোয়াজেল ম্যানসিনির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা হলো, ফরাসী দেশের রানী হবে সে। বড়শি সে ঠিকই ফেলেছিল, কিন্তু সেটা তোলার আগেই তার সব পরিকল্পনা ভেঙে গেল। কারণ হঠাৎ করেই স্পেন থেকে রাজা লুইয়ের বিয়ের প্রস্তাব এল। রাজার মেয়ের সঙ্গে রাজার ছেলের বিয়ে। এ রকম একটা প্রস্তাব এলে কোন পক্ষই তা অবজ্ঞা করতে পারে না। কারণ অবজ্ঞা করলেই যুদ্ধ বেধে যাবে। শুধু শুধু এসময় স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্স কেনই বা যাবে যুদ্ধ করতে? আর সে জন্যেই এই বিয়ের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করেননি।

রানী অ্যান অবশ্য আপত্তি জানাতে পারতেন। তবে তা তিনি জানাননি। কারণ তিনি নিজেও একজন রাজ কন্যা। কখনও তিনি

চাইবেন না স্পেনের রাজ কন্যার পরিবর্তে বংশপরিচয়হীন একটা মেয়ে এসে ফ্রান্সের অর্ধেক সিংহাসন ভোগ করুক। এটা ঠিক যে ম্যানসিনি ভাল মেয়ে, তবে সে তো আর রাজ কন্যা নয়! রাজ কন্যাকে বিয়ে করাটা যে যথাযোগ্য, সেই জ্ঞান রাজা লুইয়ের ভাল মতই আছে। তাঁর শ্বশুর যে রাজা হবেন এটা ভাবলেই মন যেন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বিপদ-আপদে কত রকম সাহায্যই না পাওয়া যাবে। এটা কি কম বড় কথা। সবার জীবনেই বিপদ আসতে পারে। এই তো সেদিনকার কথা লুইয়ের আপন ফুপা ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন, প্রজারা খেপে গিয়ে তাঁর মাথাটাই কেটে ফেলল।

সব দিক বিচেনা করেই আপত্তি জানাননি লুই। সমস্যা হলো মেরি ম্যানসিনিকে নিয়ে। কিন্তু কি আর করা। বিয়ে? সে তো কপালের লিখন। কপালের লিখন খণ্ডায় কে।

রাজ্যের সব কাজই এতদিন ম্যাজারিনের ইচ্ছেমত হয়েছে। শুধুমাত্র এই একটা ব্যাপার, ভাগনী ম্যানসিনির সঙ্গে লুইয়ের বিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা প্রকাশ করার কোন উপায় নেই তাঁর। কার্ডিনাল মনে মনে আশা করেছিলেন, রাজা লুই নিশ্চয়ই মায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন। বলবেন, মেরী ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু লুই রানী অ্যানের বিরুদ্ধে কোন কথাই বললেন না। বরং বিয়ে করার জন্যে তিনি ব্লয় প্রাসাদ পর্যন্ত এসে পড়েছেন। ভাগনীকে ফ্রান্সের রানী করার আশা বাধ্য হয়েই ছাড়তে হলো ম্যাজারিনকে।

তাহলে কেনই বা হঠাৎ করে এত রাতে লুই ম্যাজারিনের কামরায়? আর এটাই বা বলছে কেন যে সে তার নিজের প্রয়োজনে এসেছে? মেরী ছাড়া তার সেই জরুরী কথা কি-ই বা হতে পারে? এতদিন পর হয়তো ছেলেটার বুদ্ধি হয়েছে। সে যে একজন রাজা, সেটা এখন বুঝতে শিখেছে। শুধু বিয়ে কেন, অন্য যে-কোন ব্যাপারে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম আছে। লুই যদি সত্যি সত্যি মনে জোর আনতে পারে তাহলে ম্যাজারিন এমন উপায় বের করবেন, যাতে কাল ভোরেই ব্লয় শহরের গির্জাতে লুইয়ের সঙ্গে মেরীর বিয়ে দেয়া যেতে পারে।

ম্যাজারিন এই ধারণা নিয়েই ব্যাকুল ভাবে লুইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, কি আপনার সেই জরুরী কথা। আপনার জন্যে আমি কি না করতে পারি। এমন কি কখনও হয়েছে যে আমি আপনাকে কোন কিছুতে না করেছি? একজন আদর্শবান শিক্ষকের মত রাষ্ট্র-নীতি শিখিয়েছি আপনাকে। সবই তো করেছি আপনার সুখ শান্তির জন্যে। তবে আপনি যা বলবেন সেটা স্পষ্টভাবেই বলবেন। এমন কিছু নেই যা আপনার জন্যে করতে পারে না এই ম্যাজারিন।'

লুই স্পষ্টভাবেই শুরু করলেন। হায়, হায়! ম্যাজারিনের মাথা ঘুরে উঠল। তিনি এতক্ষণ যা ভেবেছিলেন, তা সব মিথ্যে হয়ে যাবে। লুই তাঁর ভাগনীকে বিয়ে করার কথা মোটেও ভাবছেন না। তিনি চার্লসের কথা বলছেন। চার্লস, তাঁর ভাই...ইংল্যান্ডের রাজা...তাঁর নাকি কি সাহায্য লাগবে।

লুইয়ের কথা শেষ না হতেই কার্ডিনাল নাক সিটকে বললেন, 'সেই যে, সেই দ্বিতীয় চার্লস?' লুইয়ের পরিবর্তে এখানে যদি অন্য রাজা থাকতেন, তাহলে কি নাক সিটকে এরকম বেয়াদবি করতে ম্যাজারিন সাহস পেতেন?

লুই খেয়াল করলেন, চার্লসকে রাজা চার্লস বলে যে ভদ্রতা দেখানো উচিত, সেটাও ম্যাজারিন দেখালেন না। এটা ভাবার সময় অবশ্য এখন না। কার্ডিনালের আচরণটা তিনি দেখেও দেখেননি এরকম একটা ভাব করে বললেন, 'ভাই চার্লস এখন আমার ঘরেই বসে আছেন। এতদিন পর স্কটল্যান্ডের সিংহাসন উদ্ধার করার আবার সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে রাজি নন চার্লস। তিনি বলতে এসেছেন, তাঁকে যদি আমরা সাহায্য করি তাহলে এই সিংহাসন উদ্ধার করতে তাঁর খুব সুবিধে হবে।'

'চার্লস তাহলে এখনও সেই আশাতেই আছেন,' অবহেলার সঙ্গে বললেন ম্যাজারিন। 'ওই হতচ্ছাড়া দেশটার জন্যে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের নেই। আর তাছাড়া, সেখানকার লোকেরা ঈশ্বরকেই মানে না। প্রজাদের রোষে রাজার মুণ্ডুটাই কাটা যায়। মনে হয় যেন, রাজা আর প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। না, রাজা লুই, এ সমস্ত কাজে আপনি জড়াবেন না। তাছাড়া কি-ই বা এমন সাহায্য করতে পারবেন আপনি তাদের? অন্যের বিবাদে জড়িয়ে পড়ার অবস্থা কি ফ্রান্সের আছে? কিছুদিন আগেও আপনি শহর ছেড়ে মফস্বলে পালিয়ে গিয়েছিলেন

প্রজাদের ভয়ে। তারা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।'

ম্যাজারিনের কথায় লুই রাগান্বিত হলেও সেটা খুব কষ্টে দমন করলেন। তিনি বললেন, 'সেদিনের কথা আমি কিছুই ভুলিনি, কার্ডিনাল। হ্যাঁ সেই সময়ে আমার সিংহাসন টলমল করছিল বৈকি। কিন্তু চার্লসের মত রাজ্য ছেড়ে আমাকে নিজ দেশ থেকে পালাতে হয়নি। অবশ্য আপনার বুদ্ধি পরামর্শ পেয়েছিলাম বলেই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাই। তবে চার্লস কিন্তু আমার কাছে তেমন একটা সাহায্য নিতে আসেননি শুধুমাত্র দু'শো যোদ্ধা, নয়তো...'

রাজা লুই এবারেও পুরো কথাটা শেষ করতে পারলেন না। ম্যাজারিন এমনিতে ভদ্র-শিষ্ট লেজ বিশিষ্ট। কিন্তু তাঁর আচরণটা আজ খুব রূঢ় হয়ে যাচ্ছে। এর অবশ্য একটা কারণ আছে। ইংল্যান্ডের রাজ পরিবার ফরাসী রাজ পরিবারের অতি নিকট আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের দুঃসময়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা, গোপনে তিনি ক্রমওয়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই তখন থেকে তাঁর মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করে। ছোট মনের মানুষের স্বভাবই হলো যার উপর একবার অন্যায় করেছে তাকে কখনও আর ভাল চোখে দেখতে পারে না। যেহেতু ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে ম্যাজারিনের একবার শত্রুতা হয়ে গেছে সুতরাং তারা যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্যে ম্যাজারিন সবরকম চেষ্টাই করবেন।

তাই লুই যখন বললেন যে চার্লস দু'শো যোদ্ধা চেয়েছেন, অমনি অধীর হয়ে ম্যাজারিন বললেন, 'দু'শো বীর যোদ্ধা? তা কি

করে হয়, ইংল্যান্ডের গণতন্ত্রী গভর্নমেন্টকে উৎখাত করার জন্যে তো ফ্রান্স থেকে একটা সৈন্যও পাঠানোর উপায় নেই। কারণ আমাদের সঙ্গে ক্রমওয়েলের চুক্তি হয়েছিল। তিনি মারা গেছেন বলে তো তাঁর চুক্তিটা বাতিল হবে না। চুক্তির শর্ত যদি বাতিল করাই হয়, তাহলে তো সেটা বিশ্বাসঘাতক বলে ইতিহাসে লেখা হবে।'

লুই তাতেও হতাশ হলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ কার্ডিনাল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে সৈন্য দেয়া না যাক, অর্থ তো নিশ্চয়ই দেয়া যাবে। সৈন্য দিলে জানাজানির একটা আশংকা রয়েছে, কিন্তু গোপনে চার্লসকে যদি এক মিলিয়ন লাইভর দেয়া হয় তাহলে তো সেটা কেউই জানতে পারবে না।'

'এক মিলিয়ন লাইভর? রাজ ভাণ্ডারে কি এত অর্থ আছে যে যাকে খুশি ইচ্ছে মত দেয়া যায়। এই মুহূর্তে আমাদের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, সেটা কি আপনি জানেন? অথচ এই অর্থ পাওয়ার কোন পথই আমাদের নেই। একটু আগে সেই হিসাবই আমি করছিলাম।'

তারপর কার্ডিনাল বের্নুইনের লেখা সেই কাগজটা বালিশের তলা থেকে বের করে পড়ে শোনাতে লাগলেন রাজা লুইকে রেইমস-এর জন্যে উনচল্লিশ লাখ, বোর্দোর জন্যে সত্তর লাখ আর লিয়ঁর জন্যে সাত লাখ ষাট হাজার। আরও অন্যান্য জিনিস খরচ বাবদ মোট লাগবে তিন কোটি বিরানব্বই লাখ লাইভর, উনচল্লিশ মিলিয়নেরও কিছু বেশি। এই সমস্ত অর্থ দিয়ে ভূমি উন্নয়ন,

পথঘাট মেরামত, স্কুল গির্জা তৈরি ইত্যাদি সব কাজ করতে হবে। আর এগুলো এই মুহূর্তে না করলেই নয়। কারণ বোর্দো, রেইমস ও লিয়ঁর বাসিন্দারা কোন অজুহাতই শুনবে না। কিন্তু রাজ ভাণ্ডারে যা আছে, তা থেকে ঊনচল্লিশ মিলিয়ন কম পড়ছে,' ম্যাজারিন কথাটা বলেই লুইয়ের হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিলেন।

'এখন যদি চার্লসকে এই অর্থ থেকে এক মিলিয়ন দেন তাহলে আমরা কি বিপদে পড়ব সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন।'

'কিছু না বলে কাগজটা ম্যাজারিনের কাছে রেখে উঠে দাঁড়ালেন রাজা লুই। বললেন, 'যাই, চার্লসকে বলি, ফ্রান্সের রাজার ক্ষমতা নেই তাঁকে কোন রকম সাহায্য করার।'

'কিন্তু সমস্যাটা যে কোথায় সেটা কি আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি, রাজা লুই? আসলে আমাদের অর্থের পরিমাণটা খুবই কম। বেশি যদি থাকত, তাহলে কি চার্লসের কাছে এভাবে আপনাকে লজ্জায় পড়তে দিতাম?' রাজাকে উপহাস করেই যেন কথাটা বললেন কার্ডিনাল।

লুইয়ের ঘর থেকে দশ মিনিট পর চার্লস যখন বের হলেন তখন হতাশায় তাঁর মাথা যেন বুকের উপর নুয়ে পড়েছে। সব আশা আজ তাঁর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দারতায়াঁ চার্লসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বিদায় দেয়ার সময় দারতায়াঁ তরোয়ালটি সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। চার্লসের মনের এমনই

অবস্থা যে দারতায়াঁর চোখে মুখে যে চিন্তার ছাপ পড়েছে, সেটা তিনি খেয়াল করলেন না। যদি করতেন তবে তিনি চিন্তিত হতেন। কারণ তাঁর জন্যে এক অপরিচিত ফরাসী সৈন্যের কেন এই অসীম শ্রদ্ধা আর ভালবাসা মিশে আছে। এ সব বোঝার ক্ষমতা সেই মুহূর্তে তখন তাঁর ছিল না। মাথায় একটা ভাবনা নিয়েই তিনি নিরবে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আত্মহত্যাই হচ্ছে এখন তাঁর একমাত্র উপায়। আর কতদিনই বা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে ইংল্যান্ডের রাজার আশ্রয়ে জীবন-ধারণ করবেন।

রাজা লুই কি ঘুমিয়ে পড়লেন? দারতায়াঁ ভাবছেন। না, তা সম্ভব নয়। কারণ, চার্লস যে এত আশা করে লুইয়ের কাছে সাহায্য নিতে এসেছিলেন, তাঁর সেই আশা-ভঙ্গ নিঃসন্দেহে একটা মর্মান্তিক ঘটনা, তারপর কিভাবে লুই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। যদি ঘুমিয়ে না পড়েন তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই, এই এক ঘণ্টার ভেতরে দারতায়াঁ মনে মনে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটার বাস্তবায়ন তাহলে এখন থেকেই শুরু করা যাক।

দারতায়াঁ যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই কাজ করতে হলে খুব সাহসের দরকার হবে। আর এই দুঃসাহসিক কাজ করার যোগ্যতা শুধু দারতায়াঁরই আছে।

বারো বছর আগে যখন প্রথম রাজা চার্লস ক্রমওয়েলের হাতে বন্দী ছিলেন, তখন দারতায়াঁ তাঁকে মুক্ত করার জন্যে এক কঠিন

সাধনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তখন তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে তিনজন বন্ধু ছিলেন–আরামিস, পথোর্স ও অ্যাথস।

দারতাঁয়াঁ সেভাবে সফল হতে পারেননি ঠিকই। কিন্তু এবারে তাঁর সফলকাম হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এই মুহূর্তে তার প্রথম কাজ তিন বন্ধুকে খুঁজে বের করে তাঁদেরকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া। তারপর এমন একটা কৌশল করতে হবে, আবার যেন দ্বিতীয় রাজা চার্লসকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসানো যায়। একি সম্ভব না?

রাজা চার্লস লুইয়ের কাছে দুটো সাহায্য নিতে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটা হলো, দু'শো বীর যোদ্ধা লাগবে তাঁর। কিন্তু দু'শো ফরাসী যোদ্ধা কি ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানের গণতান্ত্রিক বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারবে? এটা যেন মনে হয় চার্লসের একটা কল্পনা। অবশ্য তিনি হয়তো অতীত দিনের সেই ফরাসী বীর চতুষ্টয়ের কথা ভেবেছেন, অল্পের জন্যে তাঁর পিতার জীবন রক্ষা করতে যারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। চার বীর ফরাসী যখন সেদিন অমন একটা দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তাহলে আজ কেন দু'শো ফরাসী যোদ্ধা পারবে না সেই একই কাজ করতে। নিশ্চয়ই সে রকমই একটা চিন্তা মাথায় রেখে চার্লস লুইয়ের কাছে দু'শো ফরাসী যোদ্ধা চেয়েছিলেন।

দারতাঁয়াঁ মনে মনে হাসলেন, চার্লস বয়েসেই বড় হয়েছেন, কিন্তু এখনও অভিজ্ঞ নন। চোরা গুপ্তা হামলার জন্যে দু'শো সেনা

নয়, পঞ্চাশ জন হলেই চলে। যাই হোক, এসব হিসাব না হয় পরেই বন্ধুদের সঙ্গে বসে করা যাবে। এখন আপাতত যেটা প্রথম কাজ লুইয়ের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেয়া। মনে হয়, তিনি এখনও ঘুমোননি। তাঁর কাছে যাবার এটাই উপযুক্ত সময়।

দারতায়াঁর জীবনে এ রকম একটা সুযোগের প্রয়োজন ছিল। পুরো জীবনটাই তো কাটিয়ে দিলেন এই লেফটেন্যান্টগিরি করে। বিপদে পড়ে ম্যাজারিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ক্যাপ্টেন করেছিলেন, কিন্তু বিপদ কেটে যেতেই আবারও দারতায়াঁকে কার্ডিনাল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। না, আর নয়। এখনই সময় এই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার। যতদিন না এই বুড়ো কার্ডিনাল মরছেন, ততদিন এই রাজসভায় দারতায়াঁর কোন ভবিষ্যৎ নেই। রাজা লুই সাবালক হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি কি এখনও কোন সাহসের পরিচয় দিতে পেরেছেন? না, পারেননি। কারণ তাঁর নিজের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছার দামই নেই। সবই হয় তাঁর মা আর কার্ডিনালের কথায়। তাঁর ইচ্ছা ম্যানসিনিকে বিয়ে করার। কিন্তু যখন দেখলেন মা এই বিয়েতে রাজি নন, অমনি তিনিও মত পাল্টে ফেললেন। আবার এদিকে তাঁর আপন ফুফাতো ভাই চার্লস যখন এলেন তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে, অমনি তিনি ছুটে গেলেন মন্ত্রীমহোদয় ম্যাজারিনের কাছে। কে বলবে ইনি একজন দেশের রাজা? তাঁর কোন স্বাধীন ইচ্ছাই নেই। একদিকে মন্ত্রী ম্যাজারিন, আর অন্য দিকে মা রানী অ্যান, তাঁদের কথামতই কাটিয়ে দেতে হবে সারাটা জীবন লুইকে। তাঁর যদি এরকম পরের কথামত চলতে

ভাল লাগে তা তিনি চলুন। কিন্তু দারতায়াঁ আর এই মেরুদণ্ডহীন রাজার চাকরি করতে ইচ্ছুক নন। তাঁর মেরুদণ্ড তো আর রাজার মত দুর্বল নয়।

দারতায়াঁ কোন চিন্তা ভাবনা না করে সোজা লুইয়ের কামরায় টোকা দিলেন। যা ভেবেছিলেন তাই, লুই সত্যি ঘুমোতে পারেননি নিশ্চয়ই ভাই চার্লসের কথা ভেবে। এমন কি তিনি যে পোশাক পরে ম্যাজারিনের কাছে গিয়েছিলেন্ন সেটা এখনও খোলেননি। গুম হয়ে চেয়ারে বসে আছেন।

খাস-ভৃত্য পাশের কামরায় চোখে ঘুম নিয়ে ঢুলছে। সে ঘুমোতে যেতে পারছে না, কারণ রাজার সাজসজ্জা খুলে তাঁকে বিছানায় শোয়ানোর পরই কেবল তার ছুটি।

দারতায়াঁর টোকা শুনেই ভৃত্য ছুটে এল।

'আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বললেন দারতায়াঁ।

'এত রাতে? রাজা তাহলে ঘুমোবেন কখন?' সামান্য কোন কারণে দারতায়াঁ যে রাজাকে বিরক্ত করেন না সেটা ভৃত্য জানে, তাও সে কিছুটা আপত্তি জানাল।

কিন্তু দারতায়াঁ কোন কথা কানে তুলতে রাজি নন। বললেন, 'দেখা করাটা খুবই প্রয়োজন।'

ভৃত্য কথা না বাড়িয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'লেফটেন্যান্ট দারতায়াঁ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, মহারাজ।'

চতুর্দশ লুই কখনও কোন কিছুতেই আপত্তি জানান না। তিনি জানেন দারতায়াঁ খুব দায়িত্বশীল লোক, তেমন জরুরী কিছু না

হলে, তিনি তাঁকে এত রাতে বিরক্ত করতে আসতেন না। আর তাছাড়া, আজকের রাত তো দেখা যাচ্ছে একটা ঘটনাবহুল রাত।

'আসতে দাও দারতায়াঁকে,' বললেন রাজা।

একজন রাজাকে সম্মান দেখানোর যতগুলো প্রচলিত রীতি আছে, তার সবগুলোই পালন করলেন দারতায়াঁ। নতজানু থেকে শুরু করে হস্তচুম্বন পর্যন্ত। এতে রাজা লুই একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বললেন, 'তোমার কি বলার আছে বলো।'

দারতায়াঁ বললেন, 'মহারাজ, আপনার কাছে একটা মর্জি নিয়ে এসেছি। সেটা হলো, আমি মুক্তি চাই। এই লেফটেন্যান্ট পদে আমি পঁচিশ বছর ধরে আছি, এর থেকে আমাকে রেহাই দেন।'

'পঁচিশ বছর? লেফটেন্যান্ট পদে তুমি এত বছর ধরে আছ? কিন্তু কেন? মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে তো ক্যাপ্টেন পদ শূন্য আছে, তবে তুমি কেন সেই পদ পাওনি?'

'ম্যাজারিনের ইচ্ছে হয়নি তাই। আসলে একটানা এতদিন কাজ করতে করতে জীবনটা কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। কাজ করার শক্তি আমার ফুরিয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। তবে এই রাজ্যে অনেকদিন ধরেই যোগ্যতা কাজে লাগাবার সুযোগ আসেনি। আর আসবে বলে মনে হয় না। তাই এখান থেকে চলে অন্য কোথাও গিয়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই।'

'বিদেশী কোন সৈন্য দলে তুমি কি চাকরি পেয়েছ?' একটু

বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন লুই।

তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন দারতায়াঁ, 'না, না, মহারাজ, বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে কাজ করার লোক আমি নই। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি, বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে কখনও কোন কাজে আমি যোগ দেব না। বিদেশী রাজাকে প্রভু বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'তাহলে তো তোমার চলে যেতে চাওয়াটা উচিত হচ্ছে না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, দেখবে আমিই তোমার কর্মশক্তিকে কাজে লাগানোর অনেক সুযোগ করে দেব।'

দারতায়াঁ বললেন, 'মহারাজ, আপনার কথা অমান্য করার সাহস বা উপায় কোনটাই আমার নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি কি কাজ করব সেটা ঠিক করে ফেলেছি।'

'ঠিক করে ফেলেছ? কি সেই কাজ?' আবারও লুই বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বী, বলছি। রাজা চার্লস আপনার কাছে যে দু'শো বীর যোদ্ধা চেয়েছিলেন, সেই দু'শোর মধ্যে আমি প্রথম সৈন্য হিসেবে ইংল্যান্ডে যেতে চাই।'

তিন

ব্লয় শহরে এসে চার্লস একটা হোটেলে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শুধু এসেছিল প্যারি, চার্লসের অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত ভৃত্য। সে বুড়ো হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু প্রাণের টানে সে এখনও রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পেছনে পেছনে ঘোরে। চার্লস তাকে কোন দিন কিছু দিতে পারেননি বা পারবেনও না, এটা বুড়ো প্যারি ভাল করেই জানে। তবু সে রাজার কাছ ছাড়া হয় না। এই সেবা সত্যি নিঃস্বার্থ, তবে বুড়োর জন্যে বিপজ্জনকও বটে। কারণ ইংল্যান্ড সরকারের হাতে যদি প্যারি ধরা পড়ে, তাহলে বিনা বিচারেই প্রাণ দিতে হবে বেচারিকে। আর তাকে তো মাঝেমধ্যেই চার্লসের জন্যে ইংল্যান্ডে যেতে হয়।

লুইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাকি রাতটা হোটেলেই কাটালেন চার্লস। ঘুমোতে পারেননি এক বিন্দুও। হতাশায় মুষড়ে পড়েছেন তিনি। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত তাঁর ভবিষ্যৎ। মৃত্যু ছাড়া তাঁর যে অন্য কোন উপায় নেই, এই তিক্ত সত্য এখন তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করছেন। দৈন্যতার শিকার, সকলের তাচ্ছিল্যের

পাত্র, অযত্ন-অবহেলায় মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত এই অবস্থায় একজন মানুষ বাঁচে কি করে। হল্যান্ডপতি উইলিয়াম যখন জানবেন, ফ্রান্স থেকে চার্লস কোন রকম সাহায্য আনতে পারেননি তখন চার্লস হয়ে যাবেন তাঁর কাছে একটা বোঝা। এখন যাও বা চার্লসকে উইলিয়াম সাহায্য করছেন, তখন আর করতে চাইবেন না, যে কোন একটা কারণ দেখিয়ে তা বন্ধ করে দেবেন তখন চার্লসের মৃত্যু ছাড়া উপায় কি?

ব্লয় থেকে প্যারিসে যাচ্ছেন চার্লস। বাঁয়ে নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মাঝারি আকারের একটা দালান। বাড়িটা ঠিক রাস্তার ধারে নয়, বেশ বড় একটা বাগান পেরিয়ে বাড়িটার সামনে পৌঁছানো যায়। তবে সিংহ দরজাটা রাস্তার ওপরেই। সেখানে এক অশ্বারোহী যুবককে দেখা যাচ্ছে। আর আছে একজন ভৃত্য। চার্লস তখন অনেকটা দূরে। তাঁর পাশ দিয়েই অশ্বারোহী অশ্ব ছোটাল ব্লয়ের দিকে। পিছন থেকে সেই ভৃত্য চিৎকার দিয়ে বলল, 'বিদায়, ভাইকাউন্ট। আবার ফিরে আসবেন খুব তাড়াতাড়ি। রাস্তাটা খুব খারাপ, পিছনে তাকালে খোঁড়া গর্তে পড়ে যাবার ভয় আছে।'

চার্লসের সামনে দিয়ে যখন ভাইকাউন্ট নামক যুবকটি চলে যাচ্ছিল তখন সে মাথার টুপিটা হাত দিয়ে অল্প তুলল। এটা এক ধরনের ভদ্রতা। এই ভদ্রতা চার্লসও দেখালেন এবং তিনি লক্ষ করলেন যুবকটির শৌর্য আর সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছে। এ যেন গ্রীক পুরাণের জীবন্ত অ্যাপোলো। কে এই যুবক? ব্লয়ের দিকেই

যাচ্ছে, মনে হয় লুইয়ের পার্শ্বচর। নিশ্বাস ফেললেন চার্লস। ভাবলেন, আজ যদি তিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আসীন হতেন তাহলে এরকম পার্শ্বচর তাঁর ডজন ডজন থাকত। কিন্তু আজ একমাত্র বৃদ্ধ প্যারি ছাড়া আর কোন সহচর নেই তাঁর।

এরই মধ্যে চার্লস সিংহাসনে এসে পৌঁছালেন। ভাইকাউন্টের ভৃত্য তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ চার্লসের পার্শ্বচর প্যারি চিৎকার দিয়ে উঠল, 'আরে মসিয়াঁর গ্রীমড না? এখানে কি করছে?'

গ্রীমডও চেঁচিয়ে উঠল। সে বলল, 'আরে, মসিয়াঁর প্যারি!' তারপর সে আরও অবাক হলো শ্রদ্ধেয় মহারাজকে দেখে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে মহারাজ?' বলেই রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

অবাক হয়ে গেলেন চার্লস। এই লোককে তো তিনি কখনও দেখেননি। কিন্তু এ লোক বলছে, সে চার্লসকে চেনে, মনেও রেখেছে। আবার প্যারির সঙ্গেও এর পরিচয় আছে। কিন্তু কিভাবে? কে এই লোক?

এই মুহূর্তে চার্লসের মনে কি চলছে সেটা প্যারি বুঝতে পারল। ইতিমধ্যে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, আপনি তো কাউন্ট দ্য লা ফের নাম শুনেছেন। নিশ্চয়ই তাঁর কথাও আপনার মনে আছে। কাউন্টের সঙ্গেই এই মসিয়েঁ গ্রীমডকে দেখেছিলাম। সেসব অবশ্য অনেক আগের কথা।'

চার্লস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সব বুঝতে পারছি। কাউন্ট দ্য লা ফের নাম সবসময়ই আমার স্মরণে থাকে। পিতার আত্মার জন্যে যখনই প্রার্থনা করতে বসি, তখনই আমার মনে পড়ে যায় সেই মহাপ্রাণ চতুষ্টয়ের কথা। ফরাসী হয়েও যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ইংল্যান্ড অধিপতির প্রাণ রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। অবশ্য তাদের সেই মহান প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সবার জন্যেই সেটা ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই বলে তাদের অবদান ও মহত্ত্বকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই।

এবার চার্লসও নামলেন ঘোড়া থেকে। তখনও গ্রীমড মাথা নত করে আছে। তার হাত ধরে দাঁড় করালেন চার্লস। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তখন কাউন্টের সঙ্গী ছিলে? তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমাকে তো তুমি তখন দেখোনি, কারণ আমি তখন হল্যান্ডে ছিলাম। তাহলে আজ আমাকে তুমি চিনলে কিভাবে?'

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে গ্রীমড বলল, 'পিতা-পুত্রের চেহারায় এত মিল দেখে আমি এমনই আশ্চর্য হয়েছিলাম, যে মনে হচ্ছিল আবার যেন সেই প্রথম রাজা চার্লসকে দেখতে পাচ্ছি। আর এ কারণেই আমি আপনাকে চিনে ফেলি। এরকম আরও একবার অবাক হয়েছিলাম, আমার প্রভু কাউন্ট আর তাঁর পুত্রের চেহারার মিল দেখে। ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ কাউন্টের পুত্র, ওই যে একটু আগে যিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।'

চার্লস বললেন, 'বাহ, যেমন বাপ তেমনি তার ছেলে।'

চার্লসের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই গ্রিমড প্যারির সঙ্গে হাত মেলাল।

গ্রীমড চার্লসকে বলল, 'মহারাজ আপনি কি একটু অপেক্ষা করবেন? যদি করেন, তাহলে আমি আমার প্রভুকে খবর দিই। তিনি আপনাকে দেখলে মহা খুশি হবেন। ইংল্যান্ডের সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা তিনি এখনও ভোলেননি। তাঁর বাড়ির সামনে এসে এখন যদি আপনি দেখা না করে চলে যান, তাহলে তিনি মনে বড়ই কষ্ট পাবেন।'

চার্লস বললেন, 'না-না, সে কি, আমি তো তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যাব। কাউন্ট বাড়িতে আছেন কিনা সেটাই তো তোমার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছিলাম।

'তো উনি যখন বাড়িতেই আছেন, তাহলে আর নতুন করে খবর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সরাসরি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করছি। আর তোমার প্রভু, তিনি ঠিকই আমাকে চিনবেন। যেখানে তোমার চিনতে ভুল হয়নি, সেখানে তাঁর ভুল হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।'

গ্রীমড বলল, 'মহারাজ, আপনি পথ চিনতে পারবেন তো? ওই যে একটা গেট দেখা যাচ্ছে, ওই গেট দিয়ে সোজা চলে যাবেন। তারপর একটা বাগান পড়বে। কাউন্ট এখন ওই বাগানে আছেন।'

'কি বলছ হে গ্রীমড, আমি পথ চিনব না? আজ তো পথই আমার ঘর,' বলেই তিনি ঘোড়ার লাগাম প্যারির হাতে দিয়ে

সোজা ঢুকে পড়লেন বাগানে।

চার্লসের দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল ছোট একটা ঝোপ। সেটাকে ঘুরে এগোতেই চোখে পড়ল এক ভদ্রলোককে। বছর পঞ্চাশ মত বয়স হলেও, শরীরের কাঠামো দেখে বোঝার তা উপায় নেই। মুখটা মনে হচ্ছে কি পবিত্র আর নির্মল ভাগ্য বিড়ম্বিত চার্লসের সামনে হঠাৎ যেন স্বর্গ থেকে এক দেবতা উদিত হলেন।

কাউন্টকে দেখে চার্লস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পায়চারি করছিলেন কাউন্ট। হঠাৎ কি মনে করে তিনি মাথা তুলে চার্লসের দিকে তাকালেন। স্থির হয়ে গেলেন তিনি, অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। তারপর দ্রুত এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনি? আপনাকে তো কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে আপনার মুখটা কেমন জানি আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন?' আবেগে তাঁর গলা কেঁপে গেল।

'হ্যাঁ, কাউন্ট, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি ইংল্যান্ড থেকেই এসেছি। আমিই সেই হতভাগ্য চার্লস, যার পিতার মাথা কেটে ফেলা হয়।'

একথা শুনে কাউন্ট চার্লসকে কাছে টেনে হস্তচুম্বন করলেন। আবেগে কেউই কথা বলতে পারছেন না। এক সময় কাউন্ট নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে চার্লসকে ধরে বাগানের এক পরিচ্ছন্ন পাথরের আসনে বসালেন। তারপর শান্ত স্বরে তাঁর

কুশলাদি জানতে চাইলেন।

কোন কিছুই গোপন করলেন না চার্লস। গত রাতে রাজা লুইকে যা শুনিয়েছিলেন, তাঁর সবই কাউন্টকে বললেন। 'ভাই লুইয়ের কাছে আমি এক মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা, তা না হলে দু'শো ফরাসী সৈন্য চেয়েছিলাম। কিন্তু লুই দুটোর একটাও দিতে পারেননি। কারণ কার্ডিনাল আমাকে কোন রকম সাহায্য করতে রাজি নন।'

রেগে উঠে কাউন্ট বললেন, 'তাঁর যদি সাহায্য করার মত মন মানসিকতা থাকত, তাহলে কি আপনার দেবতার মত পিতাকে ওভাবে চলে যেতে হত! শয়তানটা যতদিন না মরছে, ততদিন ফরাসী জাতির আর শান্তি নেই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, চার্লস, আপনি কোন হিসেবে লুইয়ের কাছে দু'শো যোদ্ধা চেয়েছেন? আমি জানি ক্রমওয়েল বেঁচে নেই, কিন্তু মংক আর ল্যামবার্ট তো রয়েছেন। তাঁরা দুজনেই দক্ষ সেনাপতি। কম করে হলেও তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে পঞ্চাশ-ষাট হাজার সৈন্য রয়েছে। তাঁদের বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে আপনি এই সামান্য দু'শো যোদ্ধা নিয়ে কি করে লড়বেন।'

'কিন্তু, কাউন্ট, একটা কথা বোধহয় আপনি জানেন না। সেটা হলো মংকের সঙ্গে ল্যামবার্টের কোন সম্পর্কই নেই। তাঁরা যদি সুযোগ পান তাহলে একজন আরেকজনকে ছাড়বেন না। আর সেই সুযোগটাই আমি নেব। এই পরিস্থিতিতে আমি যদি

ওখানকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হই, আশা করি জঙ্গলী বলদ দুটোর ঘাড়ে লাঙ্গল পড়াতে পারব। আচ্ছা, দুটোর না হোক একটার তো পারবই। আর যে দু'শো সৈন্যের কথা বলেছিলাম, তারা তো যুদ্ধ করবে না, শুধুমাত্র আমাকে রক্ষা করার জন্যে থাকবে। ইংল্যান্ডকে বুঝিয়ে দিতে চাই, আমি অসহায় নই, আমাকেও সাহায্য করার মত লোক আছে। মাত্র চারজন ফরাসী সৈন্য যেখানে আমার পিতার জন্যে লড়েছিলেন, সেখানে তো এই বিশাল সৈন্য, এটাকে আপনি সামান্য বলছেন কেন? অবশ্য এই চারজন ফরাসী যোদ্ধা শেষ পর্যন্ত আমার পিতাকে বাঁচাতে পারেননি, শুধু মাত্র এক নরপিশাচ শত্রুর কারণে।'

কাউন্ট ম্লান হাসি হাসলেন, বললেন, 'কিন্তু লুই তো আপনাকে দু'শো যোদ্ধা দিতে পারবেন না। কার্ডিনাল যদি আপনার পরিকল্পনার কথা জানতেন তাহলে মনে হয় তিনি আপনাকে সৈন্য দিতে রাজি হতেন। কারণ ফরাসীরা খুব সাহসী। তারা অন্য কাজে যতটা না আনন্দ পায়, তারচেয়ে বেশি আনন্দ পায় বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। ভাগ্য যদি সহায় হত, তাহলে হয়তো কার্ডিনালকে গোপন করে দু'শো যোদ্ধা পাওয়া যেত। অবশ্য এখন এই নিয়ে কথা বলাই বৃথা, কারণ তিনি তো জেনেই গেছেন। আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা যেন কি? ও, মনে পড়েছে এক মিলিয়ন মুদ্রা। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ওই পরিমাণ অর্থ পেলেই আপনি আপনার পিতার সিংহাসন উদ্ধার করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই পারব।' গভীর হতাশার মধ্যে যেন চার্লস একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। কাউন্টের কথা শুনেই তাঁর মনে হচ্ছে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বড় একটা পাথর যেন বুক থেকে নেমে গেল। শুনেই এই অবস্থা, তো পেলে কি করবেন! হঠাৎ চার্লস উৎসাহের সঙ্গে আবারও বললেন, 'পারব না মানে, অবশ্যই পারব। জানেন মানুষের কি লোভ? সেরকম লোভ মংক আর ল্যামবার্টের মধ্যেও আছে। তাঁরা তো আর দেবতা নন। আমার তো মনে হয় এই অর্থের লোভ দেখিয়ে তাঁদেরকে আমি বশে আনতে পারব। আচ্ছা, এসব কল্পনা আমি কেন করছি? আমি কি পাগল? এত অর্থ আমাকে কে দেবে? সব কল্পনাই তো বৃথা,' বলেই হতাশায় মুষড়ে পড়লেন আবারও তিনি।

'না, চার্লস, আপনার কল্পনা বৃথা নয়,' কাউন্টের কথাটা চার্লসের কানে অপ্রত্যাশিত মধুবর্ষণ করল। 'আপনার পিতাই আপনার জন্যে এই অর্থ রেখে গেছেন। তিনি জানতেন, একদিন আপনি বড় হবেন, আর এই সিংহাসন উদ্ধার করার জন্যে আপনার অর্থের প্রয়োজন হবে।'

'কাউন্ট আপনি আমাকে কি শোনাচ্ছেন,' উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন চার্লস। 'কাউন্ট, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? এ কি সত্যি? সত্যি বলতে কি, আজ যদি আপনাকে মহৎ আর সত্যবাদী বলে না জানতাম, তাহলে ভাবতাম আমি অসহায় বলে আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করছেন। যতদূর জানি, আমার পিতা নিউক্যাসল যুদ্ধে হারার পর বন্দী হন। তাঁর কাছে যদি

মিলিয়ন মুদ্রা থাকতই, তাহলে শত্রুরা তো সব কেড়ে নিত। তখন তিনি এমন কঠিন পাহারায় ছিলেন, যে আপনারা চার বীর ফরাসী যোদ্ধা চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। তাহলে তিনি কিভাবে এত অর্থ লুকিয়ে রেখেছিলেন? আর আমাকে দেয়ার জন্যে কার কাছেই বা রেখে গেলেন সেগুলো?'

অ্যাথস এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে চার্লসের কথা শুনলেন। একবারও বাধা দিলেন না। চার্লস থামার পর তিনি অতীত প্রসঙ্গ তুলে বসলেন, 'আপনি মনে হয় জানেন, শেষ যুদ্ধের আগে আপনার পিতা নিউক্যাসল মঠেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা চারজনও ছিলাম। এক মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা মঠের এক পাতাল গৃহে রাখা হয়েছিল, এখনও তা সেখানেই আছে। আপনাকে গিয়ে সেটা তুলে আনতে হবে।'

চার্লস আনন্দে আত্মহারা হলেন, তবে সেই সঙ্গে শঙ্কিতও বটে। কোন ভাবেই অ্যাথসকে অবিশ্বাস করা যায় না। কেনই বা তিনি অযথা মিথ্যা বলবেন। স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাও আবার পিতার রেখে যাওয়া, অর্থাৎ সেটা নিজের। এই অর্থের কথা তিনি যদি জানতেন তাহলে কি এভাবে মানুষের কাছে হাত পাততে হত।

অর্থ আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা উদ্ধার করা খুবই কঠিন। কারণ ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক সরকারের দখলে ওই নিউক্যাসল মঠটা। সেখানে চার্লস গিয়ে যদি ধরা পড়ে যান তাহলে তো তাঁকেও পিতার মত দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ আবার কেমন ফ্যাসাদে পড়া গেল, মনে মনে ভাবলেন চার্লস।

এই মুহূর্তে চার্লস মনে মনে কি ভাবছেন, অ্যাথস যেন সেটা বুঝতে পারলেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'আমি চাই না আপনি নিজে গিয়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলো তুলে আনেন। ওই জায়গা আপনার জন্যে খুবই বিপজ্জনক। সমস্যাটা হলো, আপনার চেহারা। আপনাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে এতটাই মিল যে ইংল্যান্ডের লোকেরা আপনাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলবে। আর আপনার পিতার ছবি কারও কাছেই অপরিচিত নয়। তাঁর ছবি কে না দেখেছে।'

চার্লস বললেন, 'তাহলে তো খুব চিন্তার কথা। কাকে পাঠানো যায় বলুন তো? ধরেন, কেউ যদি যেতে রাজিও হয়, সে কি ওই পাতাল গৃহটা চিনবে? কিভাবে সে ওটাকে খুঁজে পাবে?'

কাউন্ট বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, ওই পাতাল গৃহটা কেউ খুঁজে পাবে না। আপনিও পাবেন না। পাতাল গৃহটা মাটির অনেক গভীরে। তাছাড়া, নিউক্যাসল মঠটা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। আশ্রয় হিসেবে যখন আমরা ওই মঠটা ব্যবহার করেছিলাম তখন ক্রমওয়েলের সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করে ওটাকে তছনছ করে দিয়েছে।'

'তাহলে এখন উপায়টা কি? অর্থগুলো কি পেয়েও হারাতে হবে? একটা করে স্বপ্ন দেখছি আর বারে বারে তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। আসলে আমার কপালে আছে কি বলুন তো কাউন্ট?' বলেই মাথায় হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন চার্লস। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও যে পাথরটা বুক থেকে নেমে গিয়েছিল সেটা

আবারও বুকে এসে বসল।

'অত অস্থির হবেন না, চার্লস। একটা উপায় আমি বের করেছি। আমি নিজেই যাব। এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না,' বললেন অ্যাথস।

চার্লস বললেন, 'আপনি যাবেন? তাও আবার একা? না, কাউন্ট নিজের সুখের জন্যে আমি আপনাকে এরকম একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারব না। হ্যাঁ, একসময় আপনারা আমার পিতাকে সাহায্য করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তখন আপনারা ছিলেন তরতাজা যুবক, গায়ে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু এখন কি এসব মানায়? আপনার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।'

চার্লসের কথা শুনে হেসে উঠলেন কাউন্ট, বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এখন যুবক নই। তাই বলে আপনি আমাকে বুড়ো বানিয়ে ফেললেন? রাজা মশাই, আমি গেলে কোন বিপদই হবে না। ধরুন, আমি যদি নিউক্যাসল মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই, তাহলে লোকে ভাববে প্রত্নতত্ত্বে আমার খুব উৎসাহ আছে। আর ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের আগে থেকেই একটা চুক্তি হয়ে গেছে, তাই মংক বা ল্যামবার্ট পর্যটকদের আশা-যাওয়া কখনোই বন্ধ করতে পারবেন না। আপনি কি জানেন, চার্লস, মাটির ঘরটা আসলে কি? ওটা একটা ছোট কবর স্থান। তার ভিতরে পুরানো অনেকগুলো কফিন আছে। আর আপনার গুপ্তধনটা যে বাক্সে আছে সেটা একটা কফিনের মতই দেখতে। ওই বাক্সে বিশেষ দু-একটা চিহ্ন দেয়া আছে। তবে সেই চিহ্ন আমি ছাড়া কেউই

বুঝতে পারবে না।'

অ্যাথসের কথা শুনে চার্লসের বুক ফেটে কান্না আসার মত হলো, কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না। চুপচাপ মাথা নিচু করে অ্যাথসের হাত দুটি ধরে বসে থাকলেন।

আবার শুরু করলেন অ্যাথস, 'আপনার পিতা, মানে মহারাজের মৃত্যুর আগে আমি বধ্যমঞ্চের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। দোতলা মঞ্চের নিচের অংশ একটা কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। তাই সেখানে আমি গোপনে লুকিয়ে থাকতে পেরেছিলাম। ওই সময় মহারাজ এক কথা বার বার উচ্চারণ করছিলেন। সেটা হলো, ভুলো না। ওই শয়তান লোকেরা তাঁর কথা ঠিকই শুনেছিল, কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারেনি। শুধুমাত্র আমি একাই বুঝেছিলাম। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, নিউক্যাসল মঠে গোপনে যে রত্নগুলো লুকানো আছে সেগুলো যেন তাঁর পুত্রের হাতে তুলে দেয়া হয়, কথাটা তিনি আমার উদ্দেশেই বলেছিলেন সেটা আমি বুঝেছিলাম। সেই তখন থেকেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, মহারাজের এই অনুরোধ আমি রক্ষা করবই। যেভাবেই হোক মরার আগে তাঁর পুত্রের হাতে এই সম্পদ তুলে দেব। শুধু মাত্র ঈশ্বর সাক্ষী এই সময়টার জন্যে আমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি।' আবেগে অ্যাথসের কণ্ঠ বুজে এল।

একটু থেমে বললেন, 'না, চার্লস আমি কিছুই ভুলিনি, সবই আমার স্মরণে আছে। আমি আপনার সব খবরই রেখেছি–কি করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কিভাবে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে

আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বার বার চেষ্টা করছেন।'

'হ্যাঁ বুঝতে তো পারছি আপনার কিছুই অজানা নেই। তাহলে ইংল্যান্ডের এ মুহূর্তে কি অবস্থা সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি বলুন তো? মংক আর ল্যামবার্টকে নিয়ে আমি যে পরিকল্পনা করেছি, সে সম্পর্কেই বা আপনি কতটুকু আশাবাদী?'

অ্যাথস বললেন, 'রাজা চার্লস, একটা কথা সব সময়ই মনে রাখবেন, অসৎ উপায়ে কোন ভাল কাজ সফল হয় না। সততার একটা ফল আছে। ধৈর্য ধরুন, মহারাজ, অর্থটা হাতে আসুক, তারপর দেখবেন কেমন করে আপনার পথ খুলে যাচ্ছে। তবে এটা ঠিক, মংক আর ল্যামবার্টের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাতে আপনার সুবিধাই হবে। আর এ কারণেই আমার মনে হচ্ছে, এবারে বুঝি ভাগ্য আপনার প্রতি সদয় হলো। বিশ্বাস করুন, মহারাজ, আজ যদি আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হত, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে আমি নিজেই চলে যেতাম হল্যান্ডে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

কাউন্টের বাড়ির সামনে দু'ঘণ্টা পর আবারও আর একজন ঘোড়সওয়ার হাজির হলেন। কাউন্টের অত্যন্ত বিশ্বাসী এক ভৃত্য তাঁকে দেখে ছুটে এল। 'আরে, আপনি শিভালিয়ার না? এখানে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল, কী সৌভাগ্য আমাদের। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, বাড়িতে নেই কাউন্ট। তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন আপনি আসার এক ঘণ্টা আগে।'

দারতায়াঁ খুবই হতাশ হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রভু কি একাই গেছেন, নাকি সঙ্গে কেউ আছে?'

ভৃত্য ব্লেইসি বলল, 'না, শিভালিয়ার, প্রভু একা যাননি। তাঁর সঙ্গে গ্রীমডও গেছেন।' ব্লয় থেকে এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসেছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গেই যে প্রভু বেড়াতে বেরিয়েছেন সেটা ব্লেইসি গোপন রাখল। অবশ্য এতে তার কোন দোষ নেই, অ্যাথসই বলতে নিষেধ করেছেন। তবে সে নিষেধ দারতায়াঁর জন্যে প্রযোজ্য নয়। তিনি তো আর জানতেন না রাজা লুইকে ছেড়ে বন্ধু দারতায়াঁ তাঁর কাছেই চলে আসবেন।

দারতায়াঁ কৌশলে ব্লেইসির কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলেন অ্যাথস কি কাজে কোথায় গেছেন। কিন্তু তিনি ব্লেইসির মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারলেন না। তারপর ব্লেইসি তাঁকে রাজকীয় সব খাবার ও পানীয় পরিবেশন করল। ক্ষুধার্ত দারতায়াঁ সেগুলো বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর আবারও বাকি দুই বন্ধুর খোঁজে পথে নেমে এলেন। প্রথমে আরামিসের কাছে যাবেন দারতায়াঁ।

আরামিস বর্তমানে মেলুনেই থাকেন। তিনি সেখানকার ভাইকার জেনারেল, অর্থাৎ যাজকদের প্রধান। দারতায়াঁ মনে মনে ভাবলেন, প্যারিসে যাওয়ার পথে মেলুন পড়বে, কাজেই আগে সেখানেই যাওয়া দরকার। হাতে তাঁর সময় কম, তাই খুব দ্রুত ঘোড়া ছোটাল। ছয়দিনে যেখানে পৌঁছানোর কথা সেখানে চার দিনেই পৌঁছে গেলেন তিনি।

বন্ধুর বাড়ি আগে থেকেই চিনতেন দারতাঁয়া। তাই খোঁজাখুঁজির দরকার পড়ল না। এক বুক আশা নিয়ে সরাসরি কড়া নাড়লেন তিনি।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। 'ওহ্, আরে, ধ্যাত! এ তিনি কাকে দেখছেন! এ তো আরামিস নয়, আরামিসের ভৃত্য বাজিন।'

'আপনি, শিভালিয়ার? প্রভু তো বাড়ি নেই,' বলল বাজিন।

'নেই? কোথায় গেছেন তোমার প্রভু?'

বাজিন বলল, 'তিনি তো ভ্যানেতে গেছেন। কেন, আপনি জানেন না, শিভালিয়ার, আমার প্রভু তো অর্থমন্ত্রী ফোকের সুপারিশে ভ্যানের বিশপ হয়েছেন।'

মনে মনে দারতাঁয়া ভাবলেন, হায়-হায়, একি হলো! আরামিসকেও তো পাওয়া গেল না। এ তো দেখছি আমার দুর্ভাগ্য। দুজনের একজনকেও পেলাম না। এখন যে ভ্যানেতে যাব, সে উপায়ও নেই, কারণ ভ্যান তো কাছে কোথাও নয়। সেখানে যেতে হলে প্যারিস পথ ছেড়ে উল্টো দিকে যেতে হবে। তারচেয়ে বরং পোর্থসের কাছেই যাওয়া ভাল। পায়েরিফন্ডসেই তাঁর বাড়ি, একটু এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে সেটা।

চার

দারতায়াঁ বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই রাজা লুইকে ত্যাগ করে এসেছেন। কিন্তু এখন সেটা সফল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তিন বন্ধুর মধ্যে একজনের সঙ্গেও তাঁর দেখা হলো না। দুনিয়াতে এমন কোন কঠিন কাজ নেই যা চার মাস্কেটিয়ারের পক্ষে সম্ভব নয়, অতীতে তার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে। কিন্তু চারজনের কাজ একা দারতায়াঁ কিভাবে করবেন। এ তো প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

দারতায়াঁ ভাবছেন চার্লস আসলে অনভিজ্ঞ যুবক। তিনি ভেবেছেন, ফরাসী সব সৈন্যরাই অ্যাথস, পোর্থস, আরামিস আর দারতায়াঁর মত। ওহে, বোকা যুবক, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে সেনাদের পেশীবল যতটা না লাগে, তার চেয়ে বেশি লাগে সেনাপতির বুদ্ধিবল। ওই অসাধারণ চারজন মাস্কেটিয়ারের অধীনে যদি অভিযান চালানো যেত, তাহলে অবশ্যই জয় ছিনিয়ে আনতে কোন সমস্যা হত না। আর দারতায়াঁ সেই হিসাব করেই এই পথে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই হিসাব কোন কাজেই

লাগল না। তাই বলে তিনি পিছিয়ে আসবেন না। আর পিছিয়ে যাবেনই বা কোথায়? রাজা লুইয়ের কাছে? কিন্তু না, তা কি ভাবে সম্ভব। সেখানে যাওয়ার পথ তো তিনি নিজেই বন্ধ করে এসেছেন। এদিকে অন্য কোথায় চাকরি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ লুইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, অন্য কোন দেশে তিনি চাকরি করবেন না।

তাহলে এখন উপায়? পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন পথ নেই। ইংল্যান্ডে তাঁকে যেতে হবে। যে কাজের জন্যে তিনি বেরিয়েছেন, যেভাবেই হোক সেটা একাই তাঁকে সমাধান করতে হবে। জয়ী হতে যদি নাই পারেন, তাহলে তিনি আর দেশে ফিরবেন না। চার্লসের সৈন্যদের হাতে ইংল্যান্ডের মাটিতেই মারা যাঁবেন।

দারতায়াঁ কাজটা কিভাবে শুরু করবেন, সেটা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন। চার মাস্কেটিয়ারের নেতৃত্বে দশজন দশজন করে সৈন্য কাজ করবে। কিন্তু সেসব পরিকল্পনা তো এখন বাদ, দারতায়াঁকে ছাড়া আর কাউকে তো পাওয়া যাবে না। আবার যাকে তাকে নেতা বানানও সম্ভব না। তাতে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হবে। তাই দল একটাই করা হবে, সেই দলে দশজনের বেশি সৈন্য রাখার দরকার নেই। আর একটা ছোট বোট লাগবে।

দারতায়াঁ যে দশজন সেনা বাছাই করবেন, তাদেরকে তো কাজ করার আগেই অগ্রিম অর্থ দিতে হবে। একটা বোট কিনতে

হবে। মাছ ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম লাগবে। এ সব কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু দারতায়াঁর কাছে তো এক কানাকড়িও নেই। তিনি ভেবেছিলেন, পোর্থসের কাছ থেকে এই অর্থ নেবেন, তাঁর তো কোন অভাব নেই। শুধু অর্থই নয়, দেবার মত তাঁর মনও আছে। কিন্তু সব পরিকল্পনাই তাঁর ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এখন তাহলে কি করা!

একটা উপায় অবশ্য দারতায়াঁর আছে। অনেকদিন আগে প্লাঁসেত নামে এক লোক তাঁর ভৃত্য ছিল। এই প্লাঁসেত অনেক কষ্ট করে প্যারিস শহরে একটা বড় মুদির দোকান করেছে, এখন সেটা বেশ লাভজনক ব্যবসা। দারতায়াঁ লোক মুখে শুনেছেন, গত কয়েক বছরে প্লাঁসেত বেশ ভালই টাকা পয়সা জমিয়েছে। হ্যাঁ, দারতায়াঁ প্লাঁসেতের কাছেই যাবেন। আর কিছু না ভেবে প্যারিসে পৌঁছেই সরাসরি তিনি প্লাঁসেতের দোকানে উপস্থিত হলেন। সাবেক মনিব দারতায়াঁকে দেখে প্লাঁসেত তো মহা খুশি। কি খেতে দেবে, কোথায় বসতে দেবে এই চিন্তায় সে অস্থির হয়ে উঠল।

তার এই অস্থিরতা দেখে দারতায়াঁ বললেন, 'অত অস্থির হয়ো না, প্লাঁসেত আমি কিন্তু তোমার কাছে দু'একদিন থাকতেই এসেছি।'

'কিন্তু হুজুর, আমি তো জানি আপনার নিজেরই একটা বেশ ভাল আস্তানা আছে।' কথাটা বলে নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি আবার বলল, 'আপনি ভাববেন না,

হুজুর, আমার বাড়িতেই আপনাকে জায়গা করে দিতে পারব। আমার বাড়িটা ছোট, তবে আপনার আরামের কোন অভাব হবে না। তাছাড়া বউ মারা যাবার পর থেকে আমি তো একাই থাকি।'

দারতায়াঁ বললেন, 'আমি সবই জানি, প্লাঁসেত। তুমি কি মনে করেছ তোমার খবর আমি রাখি না? আমি এও জানি, তুমি তোমার বউকে প্রচণ্ড ভালবাসতে তাই তার স্মৃতি নিয়ে এখনও বিপত্নীক জীবন যাপন করছ। তারিফ করতে হয় তোমার।'

প্লাঁসেত অন্যদিকে তাকিয়ে চোখ-মুখ একটু কোঁচকাল। আসল ঘটনা যে দারতায়াঁ জানেন না, সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। বউ ছিল আসলে অত্যাচারী মহিলা। বর্তমানে প্লাঁসেতের যে দোকানটা আছে, সেটা কেনার জন্যে যে টাকা লেগেছিল সেটা ওর বউই যুগিয়েছিল। আর সে কারণে স্বামীর উপরে তার অত্যাচারের শেষ ছিল না। এক সময় মহিলা অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। তখন তার অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হয় বেচারা প্লাঁসেতকে। মেয়েরা যে কি সাংঘাতিক জীব, সেটা প্লাঁসেত জেনেছে প্রথম বউকে দেখে। তাই সে আর দ্বিতীয় বিয়ে করার কখনও চিন্তাও করেনি।

দুপুরের খাবার আয়োজন দোকানেই করা হলো। প্লাঁসেত তার মনিবকে বেশ ভাল ভাবেই আপ্যায়ন করল। তারপর দারতায়াঁকে সে বলল, 'চলুন হুজুর, এবার বাড়িতে যাওয়া যাক।'

'তাই চলো,' বললেন দারতায়াঁ।

বউ মারা যাবার পর থেকে তার বাড়িতে একজন দাসী থাকে,

সেই প্লাঁসেতের রান্না বান্না সহ যাবতীয় কাজ কর্ম করে দেয়। আজ রাতে যে দারতায়াঁ খাওয়া দাওয়া করবেন সে খবর প্লাঁসেত লোক মারফত দাসীকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। তাই সে দুজনের মত সুস্বাদু সব খাবার তৈরি করে রেখেছে। খাওয়ার সময় দারতায়াঁ কোন কথা বলতে পারলেন না। কারণ খাবার পরিবেশনের জন্যে দাসী সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। খাওয়ার পর প্লাঁসেত মনিবকে নিয়ে অন্য কামরায় চলে এল, তারপর দামী শ্যাম্পেন ও চুরুট পরিবেশন করল।

দারতায়াঁ বললেন, 'তুমি যে বললে প্লাঁসেত আমার আস্তানায় না গিয়ে তোমার কাছে কেন উঠলাম। তার অবশ্য একটা কারণ আছে। রাজা লুই আমাকে একটা গোপন কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এই গোপন কাজটা ম্যাজারিনও জানেন না। হ্যাঁ এটা ঠিক, রাজা এখন রাজ্যের সব দায়-দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে পারেননি, কিন্তু তাই বলে কি তিনি চুপচাপ বসে আছেন? না, তিনি বসে নেই। সব দিকেই তার নজর আছে। এমন কি, তিনি বিশ্বস্ত সব লোক দিয়ে জমি তৈরি করে রেখেছেন। কার্ডিনাল চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই জমিতে ফসল বোনার কাজ শুরু করবেন। ওই বুড়ো শয়তান কার্ডিনালই হচ্ছেন রাজার পথের কাঁটা। তোমরা তো সেদিন সেই ফন্ডির বিদ্রোহে ওই ব্যাটাকে শেষ করেই ফেলেছিলে, অল্পের জন্যেই সেদিন বেঁচে গিয়েছিল শয়তানটা।'

সরল হাসি হেসে প্লাঁসেত বলল, 'না, হুজুর, না। কথাটা

আপনি ঠিক বলেননি। আপনি তো তাঁকে টিকিয়ে রাখলেন। সেদিন যদি আপনি প্যারিস থেকে রাজাকে লুকিয়ে বের করে না নিয়ে আসতেন, তাহলে রানী বাধ্য হতেন আমাদের শর্ত মেনে চুক্তি করতে। আর সেই শর্ত হচ্ছে ম্যাজারিনের বিদায়। একমাত্র আপনি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না আমাদের সবার সামনে দিয়ে ওভাবে রাজাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।'

হেসে দারতায়াঁ বললেন, 'চাকরির জন্যে সব কিছুই করতে হয়, প্লাঁসেত। এ কারণে তুমি কি এখনও আমার ওপর রেগে আছ?'

'ছিঃ ছিঃ হুজুর, এ আপনি কি বলছেন! আপনার ওপর কি রাগ করা চলে। এক কালে আপনি যে আমার মনিব ছিলেন, সে কথা আমি গর্ব করে এখনও লোককে বলে বেড়াই। কিন্তু হুজুর আপনি যে বললেন, রাজা লুই আপনাকে একটা গোপন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু, সেই কাজটা কি তা তো বললেন না।'

দারতায়াঁ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই বলব। তোমাকে তো গোপন করার প্রশ্নই আসে না। তাহলে শোনো, এ হলো সামুদ্রিক বাণিজ্যের ব্যাপার। প্রতি বছর চোরাকারবারীরা ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে যে কোটি কোটি লাইভর লেনদেন করছে, সে খবর রাজা জানেন। তাঁর ধারণা, এদের লাভ থেকে ম্যাজারিনও নিশ্চয়ই কিছু খায়, আর তা না হলে...আচ্ছা, এসব কথা এখন বাদ দাও। আসলে আমাদের রাজা লুই চাইছেন, চোরাবাজারে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে বেসরকারীভাবে খোঁজ-খবর নেয়া

হোক। তো এরকম একটা কাজের জন্যে দক্ষ একজন লোকের প্রয়োজন। রাজা আমাকে ছাড়া এরকম লোক কোথায় পাবেন, বলো তো প্লাঁসেত। তাই তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করে শেষমেষ আমাকেই এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। আর সে কাজেই এখন আমাকে যেতে হবে। প্রথমে একটা বোট নিয়ে ঘোরাঘুরি করব। দৃষ্টি রাখব ইংলিশ চ্যানেলটার উপর। যেসব মাল উদ্ধার করব, সেগুলো যদি বাজারে বেচে দেয়া যায় তাহলে পুরো অর্থটাই আমি পেতে পারি।'

'একি শুনছি হুজুর,' প্লাঁসেতের দু'চোখ চকচক করে উঠল। 'আপনি বললেন এই চোরাবাজারে প্রতিবছর কোটি কোটি লাইভর লেনদেন হচ্ছে, তারমানে কি ওই টাকা সবই আপনার হবে।'

'আরে, না প্লাঁসেত যতটা মনে করছ ততটা কি সোজা। সব কি ধরা সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব হত, যদি যুদ্ধ জাহাজের একটা নৌবহর সাজাতে পারতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ কার্ডিনালকে কোন ভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। আর সে কারণেই যা কিছু করার আমাকেই করতে হবে, তাও খুব গোপনে। আপাতত দশজন লোক আর একটা বোট নিয়ে অভিযানে নামব। তোমাকে কোটি কোটি লাইভরের কথা বললাম বটে, কিন্তু কোটি না হোক, লাখ লাইভর তো উপার্জন করার উপায় আছে।'

'ওরে বাপরে, লাখ লাইভর?' আবারও প্লাঁসেতের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'হুজুর এই দোকানটাই যেন এখন আমার বিপদ। মিথ্যা বলব না এই দোকান আমাকে লাখ লাইভর দেয় না

কখনও দেবেও না। কিন্তু ওখান থেকে আমি মোটামুটি ভালই পাই।'

দারতায়াঁ বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো প্লাঁসেত। তুমি কি আমাকে এতটাই স্বার্থপর ভেবেছ? এই লাভজনক ব্যবসা ছেড়ে তোমাকে কি আমার সঙ্গে যেতে বলতে পারি? তবে হ্যাঁ, এটা সত্যি, তোমাকে যদি আমি সঙ্গে পেতাম তো আমার সাহস আর শক্তি দ্বিগুণ হত। তোমার মত এরকম সাহসী আর বুদ্ধিমান লোক আমি কোথায় পাব। তবে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না বলে দুঃখ কোরো না। তুমি আমাকে অন্য ভাবে সাহায্য করতে পারবে বলে আমার ধারণা। এর জন্যে অবশ্যই তুমি লাভ পাবে।'

প্লাঁসেত লাভের কথা শুনে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ধরনের সাহায্য, হুজুর?'

দারতায়াঁ বললেন, 'শোনো প্লাঁসেত, এ কাজের জন্যে বেশ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এই অর্থ রাজার নেই, আমারও নেই। ভেবেছিলাম, বন্ধু পোর্থসের কাছ থেকে কিছু নেব। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাঁকে পাইনি। সময় এতই কম যে আবার যাওয়ার সাহসও পাচ্ছি না। এখন তুমি যদি এ কাজে কিছু টাকা খাটাও, তাতে তোমার যেমন লাভ, তেমনি আমারও।'

প্লাঁসেত জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর, কত লাগবে?'

দারতায়াঁ বললেন, 'লাগবে তো মোট বিশ হাজার লাইভর। তুমি দশ হাজার দেবে, আর বাকি দশ হাজার আমি। তবে এখানে একটা কথা আছে। সেটা হলো, আমার কাছে কিছুই

নেই। বাকি দশ হাজার লাইভরটা তুমি আমাকে ধার হিসেবে দেবে। অভিযান থেকে ফিরে এসে আমার লাভ থেকে তোমার ধারের টাকাটা শোধ করে দেব। সব কিছু ভাল ভাবে চিন্তা করে আমাকে উত্তর দাও, তুমি কি রাজি আছ?'

অনেক ভেবে চিন্তে প্লাঁসেত বলল, 'হুজুর, আমি রাজি।'

দারতাঁয়া খুশি হয়ে বললেন, 'শোনো, প্লাঁসেত টাকা পয়সার ব্যাপার যখন তখন একটা লেখাপড়া করে নেয়া ভাল।'

তারপর ওখানে বসেই একটা চুক্তিনামা করলেন দারতাঁয়া। অংশীদার প্লাঁসেতকেও পড়ে শোনালেন সেটা। শুনে প্লাঁসেত বলল, 'সব ঠিক আছে হুজুর।'

ভোর হওয়ার আগেই দারতাঁয়া বিশ হাজার লাইভর আর প্লাঁসেতের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা নিয়ে ক্যাল বন্দরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তারপর সেখানকার গ্রান্ড মর্নক নামে একটা হোটেলে উঠলেন। এখন তাঁকে দশজন দক্ষ লোক যোগাড় করতে হবে। এমন লোক যাদের মনে প্রচণ্ড সাহস আছে। কোন কিছুতেই ভয় পায় না। তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। আর যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই তখন তাদেরকে নৌকা বাইতে ও মাছ ধরতে হবে।

ক্যালে বন্দরে পৌঁছে দারতাঁয়া বুঝলেন এখানে বেকার নাবিকদের দেখা মিলবে। ক্যালেতেই আড্ডা দিচ্ছে ইউরোপের সব হাজত উপবাসী মাঝিমাল্লারা। বেশ কয়েকটা সরাইখানাতে ঘুরে এলে তিনি হাজার হাজার নাবিক নিযুক্ত করতে পারবেন।

কিন্তু তাঁর তো হাজার নাবিকের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন মাত্র দশজনের। তবে যে দশজন লোক ঠিক করবেন তাদের অবশ্যই বিশ্বাসী ও সত্য হতে হবে। যেন কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে নির্ভর করা যায়। শুধু তাই নয়, যারা কথায় কথায় দাঙ্গাদাঙ্গি করবে না, মদ ফুরিয়ে গেলে চিল্লাচিল্লি করবে না। মুখে কোন রকম অশ্লীলতা থাকবে না। মোটামুটি সৎ ও সংযমী হতে হবে। এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে এরকম দশজন লোক বাছাই করাও চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তবে দারতায়াঁ সারাজীবন মানুষ চরিয়ে এসেছেন, তাই তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন এরকম দশজন লোক তিনি বাছাই করতে পারবেন।

দারতায়াঁ ঠিক করলেন, যে দশজন লোক তিনি বাছাই করবেন তাদের অতীত জীবনে কি ঘটেছে জানার কোন চেষ্টাই করবেন না। এদের মধ্যে হয়তো কেউ চোর হতে পারে, ডাকাত হতে পারে, হয়তো বা হতে পারে পুলিশের গুপ্তচর। কিন্তু এসব কি দারতায়াঁর জানার কোন প্রয়োজন আছে? না, নেই। মানুষের মুখ হলো মনের আয়না। ওই আয়নাতেই মনের সব কথা লেখা থাকে। সেটা অবশ্যই অদৃশ্য কালিতে। আর এই লেখা পড়ার ক্ষমতা বা দৃষ্টি খুব কম লোকেরই আছে। তবে দারতায়াঁর আস্থা আছে, এই কম লোকের মধ্যে তিনি একজন।

দারতায়াঁ মানুষের মুখ দেখে, তাদের আচার আচরণ লক্ষ করে এমন দশজন লোক ঠিক করলেন, যারা নাকি অল্প লোভেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, মোটামুটি সৎ ও সাহসী। দশজন

লোক বাছাই করতে দারতায়াঁর দু'দিন লেগে গেল। তাদের সঙ্গে পনেরো দিনের একটা চুক্তিও হলো। তারা জন প্রতি পারিশ্রমিক পাবে পাঁচশো লাইভর করে।

কি ব্যাপার? লোকগুলো এমন করে দারতায়াঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন? কারুরই চোখের পলক পড়ছে না। তারা ভাবছে নতুন মনিব কি তাদের সঙ্গে মজা করছে? মাসে হাজার লাইভর? এ তো শুধু কল্পনাতে সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এটা কি ঘটছে?

তাদের ভাবনায় ইতি টেনে দারতায়াঁ বললেন, 'শোনো, হে, শুধু মাছ ধরার জন্যেই যে জেলেবোট নিয়ে বেরুচ্ছি তা নয়। এ ছাড়াও অনেক কাজ আছে আমাদের। কিন্তু সেটা কি কাজ আমি নিজেই এখনও জানি না। তবে এটা জেনে খুশি হও যে কাজটা বেআইনী বলে মনে হলেও সেটা রাজদ্রোহ বা দেশদ্রোহ নয়। বরং এ কাজে যদি আমরা সফল হই তাহলে অনেকদিনের পুরানো একটা অন্যায়ের প্রতিকার করা হবে। শুধু তাই নয়, দেশবাসীরও বড় একটা উপকার করা হবে। দেখো ভাই, তোমরা আমার উপর বিশ্বাস রেখো। আরেকটা কথা, সাহস করে যদি কালো অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে পারো তাহলেই কেবল আমার সঙ্গে এসো। এ কাজে সফল হই বা না হই তোমরা তোমাদের পারিশ্রমিক আগেই পেয়ে যাচ্ছ। আর যদি সাফল্য আসে, তাহলে প্রতিজনে আরও পাঁচশো করে লাইভর তোমাদের পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে।'

লোকগুলো ভাবল, এ যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া। প্রত্যেকেই

তারা দারতায়াঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করল জীবন দিয়ে হলেও এ কাজে সফল হতে তারা চেষ্টা করবে, কোনকিছুই পরোয়া করবে না এমন কি আইনেরও না।

দারতায়াঁ তার লোকদের বললেন, সাত দিন পর তারা যেন নিউ কার্ক স্ট্রীটের নেপচুন হোটেলে তাদের মনিবের জন্যে অপেক্ষা করে। হোটেলটা হেগ বন্দরেই।

সমুদ্রে নৌকা ভাসাবার আগে দারতায়াঁকে দুটি কাজ করতে হবে। তাই তিনি দিন সাতেক সময় হাতে রাখলেন। তাঁর প্রথম কাজ, খুব ভাল দেখে একটা নৌকা কেনা। আর দ্বিতীয় কাজটি হলো, বর্তমানে চার্লস যে বাড়িতে আছেন সেটা দেখে আসা। যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন তাতে যদি সফল হতে পারেন তাহলে প্রথমেই খবরটা চার্লসকে জানাতে হবে। তখন কিন্তু খোঁজাখুঁজির সময় পাওয়া যাবে না। তারচেয়ে বরং আগে থেকেই দেখা করা ভাল।

রাজা চার্লস যে ফ্রান্স থেকে ফিরে হল্যান্ডে এসেছেন, সে কথা দারতায়াঁ শহরে বসেই জানতে পারলেন।

চার্লসের আশা ছিল, আগের মতই তিনি স্ট্যাডহোলডার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অতিথি হিসেবে থাকবেন। কিন্তু হল্যান্ডে এসে দেখলেন, উইলিয়াম তাঁকে রাখতে তেমন ইচ্ছুক নন। উইলিয়াম মনে মনে ভেবেছিলেন, ফরাসীরাজ্যের সহায়তায় চার্লস হয়তো একদিন ইংল্যান্ডের সিংহাসন দখল করতে পারবেন। এ কারণেই

তিনি এতদিন ধরে চার্লসের সঙ্গে সদয় আচরণ করেছেন। কিন্তু এখন তো সব আশাই ভেস্তে গেল। চার্লস কোন রকম সাহায্যই পাননি ফরাসীরাজ্যের কাছ থেকে। সত্যি বড়ই দুর্ভাগা চার্লস। তাঁর ভবিষ্যৎ বলে কিছুই রইল না। চার্লস এখন এমন এক অন্ধকারে নিমজ্জিত যে তা থেকে তাঁকে টেনে তোলার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এমন এক সম্বলহীন মানুষকে সারাজীবন নিজ খরচে কে খাওয়াবে? অবশ্য স্ট্যাডহোলডার উইলিয়াম চার্লসকে তিরস্কার করার কথা ভাবতেও পারেন না। কারণ উইলিয়ামের সঙ্গে রাজ পরিবারের একটা আত্মীয়তা আছে। তাই উইলিয়াম চার্লসকে তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবলেন না, ভাবলেন চার্লসকে রাজ পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। অবশ্য চার্লসকে মাসিক ভাতা দেয়া হবে এবং সেটা নিয়েই যেন তিনি তাঁর পছন্দমত জায়গা ঠিক করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন।

উইলিয়ামের এই ইচ্ছার কথা চার্লসকে জানানো হলো। তিনি মনে কষ্ট পেলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা কোন ভাবে প্রকাশ না করে হেগ ত্যাগ করলেন।

গেলেন কোথায় তিনি?

দারতায়াঁ অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন, শোভিনজেন নামে এক দরিদ্র গ্রামে উঠেছেন চার্লস। সেটা হেগ থেকে তিন মাইল দূরে। গ্রামটা এক দ্বীপের উপরে। চারদিকে ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি। এখানকার লোকেরা সব জেলে। অর্থ

উপার্জন করার একমাত্র উপায় সমুদ্রে মাছ ধরা। সেখানে একটা বাড়ি আছে রাজ সরকারের। সেটাই উইলিয়াম চার্লসকে দিয়েছেন।

আর দেরি না করে সোজা শোভিনজনে চলে এলেন দারতায়াঁ। মানুষের কথা শুনে কাজে হাত দেয়া উচিত হবে না। লোকমুখে চার্লসকে নিয়ে যা রটেছে তা কতটুকু সত্যি সেটা নিজ চোখে দেখে আসাটাই উত্তম।

বিকেল বেলা সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। ছোট্ট একটা বাড়ির দরজা খুলে রাজা চার্লস বেরিয়ে এলেন। পায়ে পায়ে সৈকতে চলে এলেন তিনি, ভিজে বালিতে হাঁটাহাঁটি করছেন। মাছ ধরে জেলেরা এ সময় সমুদ্র থেকে ফিরে আসছে। জোয়ারের পানিতে যাতে ভেসে না যায়, নৌকাগুলো বালির উপর থেকে টেনে তুলছে তারা। এ কদিনের মধ্যেই রাজ্যহারা রাজা চার্লসের চেহারা সবার চেনা হয়ে গেছে। তাদের সামনেই তিনি ঘোরাফেরা করছেন কিন্তু সেটা দেখেও না দেখার ভান করছে তারা। পশ্চিম দিকে মুখ করে এই প্রথম স্থির হয়ে দাঁড়ালেন রাজা চার্লস। তিনি সরাসরি নাক বরাবর তাকিয়ে থাকলেন, সমুদ্রের ওপারেই তো তাঁর নিজের দেশ। কিন্তু কোন উপায় নেই সেখানে ফিরে যাবার। করুণার দান এই হতশ্রী বাড়িতেই তাঁকে সারাটাজীবন কাটিয়ে দিতে হবে। নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক উইলিয়ামের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে। যদি না কাউন্ট দ্য-লা ফেয়ার...

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন রাজা চার্লস। তারপর সাগরের দিকে পিছন ফিরে বাড়ির পথে রওনা দিলেন।

চার্লসের কাছে দারতাঁয়া গেলেন না, তাঁকে বুঝতেই দিলেন না যে দূর থেকে তিনি রাজাকে লক্ষ করছেন। দেখা তিনি দেবেন তখনি, যখন চার্লসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই করলেন দারতাঁয়া।

পাঁচ

নিউক্যাসল মঠের সামনে যে নিচু ভূমিটা পড়ে আছে সেখানেই সেনাপতি মংক তাঁবু ফেলেছেন। তাঁর সৈন্যরা আজ বড় বিষণ্ন। কারণ সকালে তারা খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যে বেরিয়ে সারাদিন ঘোরাঘুরির পর শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। আপাতত একটা মুরগি বা ভেড়া পেলেও হত, কিন্তু তাও পেল না। ল্যামবার্টের সৈন্যরা আগেই সব নিয়ে গেছে। তাহলে এখন উপায়? সবাই কি না খেয়ে থাকবে?

নিউক্যাসল-অন-টাইন নদী একটা পুরানো মঠের সামনে। আর এই নিউক্যাসল-অন-টাইনে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল মংক

আর ল্যামবার্টের। মংক এসেছেন লন্ডন থেকে, আর ল্যামবার্ট এসেছেন স্কটল্যান্ড থেকে। তখনকার মঠের সন্ন্যাসীদেরও শখ ছিল বাসস্থানটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার। অসংখ্য প্রাচীর এবং পরিখার সাহায্যে নিউক্যাসল মঠটা তারা প্রায় একটা দুর্গের মতই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। তাই অনেকে এটাকে মঠ না বলে, বলত নিউক্যাসল দুর্গ।

অবশ্য এক সময় এই মঠ দুর্গের মতই কাজে লেগেছিল। অতীতে যখন প্রথম রাজা চার্লস শত্রুদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি এই মঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শত্রুরা জানত যে এটা একটা মঠ, তারপরেও তারা গোলাবর্ষণ করেছিল। গোলাবর্ষণে মঠের ভিতরের ঘর-বাড়ি সহ সব কিছুই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সে কারণে মঠবাসীরা আর সেখানে থাকতে না পেরে অন্য জায়গায় চলে যায়। সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই মঠটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এতদিন তেমন একটা মানুষজনকে দেখা যায়নি। তবে ইদানীং দুই সেনাপতি মংক আর ল্যামবার্টকে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা দুর্গের দু'পাশে দুটো তাঁবু ফেলেছেন। মংক ফেলেছেন উত্তর দিকে এগারো হাজার সৈন্য নিয়ে; আর ল্যামবার্ট ফেলেছেন দক্ষিণ দিকে, প্রায় ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে। তাঁবু দুটোর মাঝখানে ব্যবধান মাইল তিনেক হতে পারে। তবে যাতায়াত করা খুব অসুবিধে। কারণ এর এক দিকে নদী, এক দিকে সমুদ্র, আর দুই দিকে জলা। জলার পুরো অংশটাই অবশ্য পানি নয়। মাঝে মাঝে বেশ অনেকগুলো উঁচু ডাঙাও আছে এই

জলাটাতে। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা আগে এখানে চাষাবাদ করলেও এখন আর করে না। সে সব জায়গা আজ জঞ্জাল হয়ে গেছে। ডাঙার একটা বড় গাছ কেটে সেখানেই মংক তাঁবু ফেলেছেন, আর সেই তাঁবু থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ল্যামবার্টের তাঁবু। মংক যদি গোলাবর্ষণ শুরু করেন তাহলে খুব সহজেই ল্যামবার্টের তাঁবুতে গিয়ে পড়বে।

এখনও শুরু হয়নি গোলাবর্ষণ। তবে আজ কালের মধ্যে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মংক চাচ্ছেন এই পার্লামেন্টকে রক্ষা করে, অর্থাৎ তাঁর হাতেই যেন দেশ চালানোর ক্ষমতা থাকে।

আর ল্যামবার্ট কি চান? ওরে বাপরে, উনি তো চান ওই পার্লামেন্টকে ভেঙে দিয়ে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। আর সেই সরকারের পরিচালক হিসেবে নিজেকেই নিয়োগ করতে।

মংকের সঙ্গে আছে সবেমাত্র ১১ হাজার সৈন্য। কিন্তু সংখ্যায় কম হলে কি হবে! এরা তো সবাই পেশাদার সৈনিক। সেই ক্রমওয়েলের আমল থেকে প্রত্যেকেই বছরের পর বছর যুদ্ধ ছাড়া কিছুই করেনি। পুরোদমে এরা বিদ্রোহী সৈনিক।

ল্যামবার্টের সৈন্য দল বিশাল। প্রায় ষাট হাজারের মত। কোথায় এগারো হাজার আর কোথায় ষাট হাজার। ল্যামবার্টের সৈন্য সংখ্যা বেশি ঠিকই, কিন্তু এরা কেউই তেমন একটা পেশাদার সৈন্য নয়। যেসব ভবঘুরে যুবকরা লন্ডনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, গৃহ যুদ্ধের সময় প্রচুর লুঠতরাজ হবে ভেবেই তারা ল্যামবার্টের কাছে এসে ভিড় জমিয়েছে। এ সমস্ত সৈন্যদের কাছে

ল্যামবার্ট মোটেও পরিচিত নয়।

কিন্তু মংকের বেলায় পুরো উল্টো। মংকের সৈন্যরা তাদের নেতাকে ভালভাবেই চেনে এবং তারা মংকের খুব ভক্ত। এর অবশ্য কারণও আছে। প্রথমত তারা মংকের সঙ্গে দীর্ঘদিন আছে। দ্বিতীয়ত মংক তাদের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আচরণ দেখে মনে হয়, প্রতিটি সৈনিককে নিজের সমতুল্য মর্যাদা দেন।

মংকের সৈন্যরা কোন খাবার না পেয়েই সন্ধ্যায় ফিরে এল। তারা কি খাবে সেটা চিন্তা নয়। একদিন না খেলেও কিছু এসে যাবে না। কিন্তু চিন্তা তাদের নেতা মংককে নিয়ে। তাদের প্রত্যেকের কাছেই এক থলে করে যব আছে, পাথর দিয়ে সেগুলো পিষে নিতে হবে। তারপর পানি দিয়ে গোল্লা বানিয়ে চ্যাপ্টা করে আগুনে সেকে নিলেই রুটি হয়ে যাবে। বাহ্, এই তো কি সুন্দর খাবার তৈরি হয়ে গেল।

হয়ে তো গেল ঠিকই, কিন্তু তাদের সেনাপতি কি এ খাবার খেতে পারবেন? তিনি তো মাংস ছাড়া কিছুই খান না, এটা তো সেনারা জানে। মংকের সৈন্যরা যদি তাদের নেতাকে একদিন মাংস না দিতে পারে, তাহলে সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। আর সে কারণে পুরো দলটা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

নিজের ছাউনিতে বসে রয়েছেন মংক। সামনেই আগুন জ্বলছে। আচ্ছা, মংক কি ঝিমুচ্ছেন? নাকি অন্তিম যুদ্ধের কথা

চিন্তা করছেন? এই সময় হঠাৎ হৈ-চৈ করতে করতে সৈন্যরা তাঁবুতে ঢুকল। সৈন্যদের এই চেঁচামেচিতে ঝিমুনি বা চিন্তা যাই হোক না কেন, সেটা তাঁর কেটে গেল।

চোখ মেলে মংক সেনাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এত কিসের উল্লাস তোমাদের?'

'সেনাপতি, তুমি আমাদের জিজ্ঞেস করছ, এত কিসের উল্লাস আমাদের, তাই না? এ উল্লাস যে শুধুই তোমার জন্যে। তোমাকে আমরা আর উপোস থাকতে দেব না। তোমার খাবার যোগাড় করে ফেলেছি। তবে মাংস নয়, আবার যবের রুটিও নয়। আমরা মাছ পেয়েছি, খুব ভাল মাছ।'

মংক জিজ্ঞেস করলেন, 'মাছ কোথা থেকে পাবে তোমরা? নিশ্চয়ই জাল ফেলেছ?'

সৈন্যরা বলল, 'আমরা আবার জাল পাব কোথায়? পেয়েছি মাছ ধরার নৌকা। একটা মাছ ধরার নৌকা ল্যামবার্টের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল, সেটাকেই আমরা ধরে এনেছি।'

শুনে মংক বললেন, 'কাজটা তোমরা ভাল করোনি। খুব অন্যায় করেছ। আমি কি তোমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছি? আর তাছাড়া, এমনিতেই ল্যামবার্টের সৈন্যরা শহরের লোক, তারা ভাল ভাল খাবার খেয়ে অভ্যস্ত। এখন যদি তারা শোনে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ তাহলে খেপে তারা হিংস্র জানোয়ার হয়ে উঠবে। দেখো না, কাল এমন লড়াই লড়বে যে তাদের সামলানোই যাবে না।'

সেনাপতি মংকের কথা শুনে সৈন্যরা হেসেই খুন। তারা বলল, 'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। দেখো, ওদেরকে আমরা ঠিকই ঘায়েল করতে পারব।'

মংক বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, যখনেরটা তখন দেখা যাবে। এখন বলো, ওই মাছ ধরার নৌকাটা আসলে কোথাকার?'

সৈন্যরা বলল, 'মনে হয় ফরাসী দেশের। চ্যানেলের ওপারে মাছ ধরছিল ওরা। তারপর উল্টো জোয়ারের ঠেলায় এপারে চলে এসেছে।'

'ও! ফরাসী দেশের? ইংরেজি বলতে পারে?' মংক জিজ্ঞেস করলেন।

সৈন্যরা বলল, 'পারে, সেনাপতি, ওদের সর্দারটা পারে।'

সর্দারকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন মংক। তখুনি জেলে-সর্দারকে ডেকে আনা হলো। বয়স তার পঞ্চাশ বা তারচেয়ে কিছু বেশি হবে। তেমন একটা লম্বা নয়। গায়ে দিয়েছে হাতকাটা ছোট একটা জামা। লোকটার চেহারা খুব চালাক চতুর ব্যবসায়ীর মত।

বলার অপেক্ষা রাখে না, মংক সর্দারকে ডেকে পাঠালেন মাছের দর ঠিক করার জন্যে নয়, তিনি ডেকেছেন লোকটাকে ভালভাবে দেখবেন বলে। কারণ যুদ্ধের সময় যদি কোন অপরিচিত লোক তাঁবুতে এসে পড়ে, তাহলে তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই মংকের মনে সন্দেহ হচ্ছে, এখানে কি গুপ্তচর এসে পড়ল? আর সে কারণেই তিনি কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চান লোকটাকে।

প্রথমেই মংক জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়? চ্যানেলের ওপারে তো মাছের বাজার বেশ ভাল। তাহলে ওপার ফেলে কেন তুমি এপারে এলে?' এ সমস্ত তথ্য মংক আগেই তাঁর সৈন্যদের কাছ থেকে শুনেছেন। আবারও জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, তিনি দেখতে চাচ্ছেন লোকটার কথা বলার ধরনটা। কারণ কথা বলার ভঙ্গি দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন সে ফরাসী কিনা। হতেও তো পারে এ লোক ল্যামবার্টের গুপ্তদূত, এসেছে ফরাসী জেলে সেজে।

মংক যখন বুঝলেন যে না, এ লোক মিথ্যা বলছে না, সত্যিই সে ফরাসী, তখন তিনি একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমাকে মাছ না দিয়ে ল্যামবার্টের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলে কেন?'

'যদি অভয় দেন, তাহলে আমি আপনাকে সত্যি কথাটাই বলব,' একটু জড়োসড়ো হয়ে লোকটা বলল।

মংক বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে সত্যি কথা বলতে পারো।'

তখন লোকটা বলল, 'হুজুর, ওপারে থাকতেই আমি শুনেছিলাম যে ল্যামবার্ট লন্ডন থেকে আসছেন। তাঁর সব সৈন্যরা নাকি শহরের লোক। শুনেছি, টাকা পয়সার ব্যাপারে গ্রামবাসীদের চেয়ে শহরবাসীদের হাত বড় হয়। বোঝেন তো, গরিব মানুষ, যেখানে দু'পয়সা বেশি পাই সেখানেই মাছ বিক্রি করার চেষ্টা করি। আজ যখন ভাগ্যক্রমে এপারে এসেই পড়েছি, ভাবলাম মাছ যখন এপারেই বিক্রি করব, তখন শহরের লোকদের কাছেই বিক্রি

করা ভাল।'

লোকটার কথা শুনে মংক মনে মনে হাসলেন। তিনি ভাবলেন, সত্যিই এ লোক জেলে। ল্যামবার্টের তাঁবুতেই তার যাবার উদ্দেশ্য ছিল। কোন ভাবেই এ গুপ্তচর হতে পারে না।

তারপর মংক লোকটাকে বললেন, 'এসে যখন তুমি পড়েছ তখন আমাদেরকেই মাছগুলো দিয়ে যাও। শহরের বাবুদের মত দাম হয়তো তোমাকে দিতে পারব না, তবে ন্যায্য দামই তুমি পাবে। আচ্ছা, তোমার কাছে কি কি ধরনের মাছ আছে?'

লোকটা বলল, 'হুজুর, আমার কাছে পনেরো পাউন্ডের একটা বারবেল আছে, আর আছে কিছু হোয়াইটিং। হুজুর, হোয়াইটিং মাছ ভাজা যে কি মজা, আপনি খেলে ভুলতে পারবেন না।'

মংক বললেন, 'না হয় সেটা ভেজেই খেলাম। কিন্তু ওটার দাম কত পড়বে?'

'বড়ই দয়া হুজুরের। দাম আপনি না দিলেও পারেন। আপনার যা ইচ্ছে। ও, আরেকটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। সেটা হলো, আপনার সেনাদের মধ্যে কেউ কি কাঠমিস্ত্রি আছে? দেখেন না হুজুর, আপনার লোকেরা আমার নৌকাটা টেনে-হিঁচড়ে ডাঙায় নিয়ে এসেছে, ফলে পাথরে ঘষা লেগে নৌকাটা ফেটে গেছে। এখন এটাকে যদি মেরামত না করা যায়, তাহলে পানিতে আর নামানো যাবে না। কেমন করুণ শোনাল সর্দারের কণ্ঠটা।

মংক সত্যিই খুব বিনয়ী ও ভদ্র। নরম সুরে তিনি সর্দারকে বললেন, 'কাঠমিস্ত্রি তুমি পাবে, তবে সেটা সকালের আগে নয়।

রান্নার জন্যে আমার একটা আলাদা তাঁবু আছে, সেখানেই তোমরা আজ রাতটা কাটাও। ওই যে একটা জলা দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই আছে তাঁবুটা। এটা তৈরি করা হয়েছিল রান্না করার জন্যেই, কিন্তু ওখানে কোন খাবারদাবার নেই। নৌকাটা যাতে তোমাদের চোখের সামনে থাকে সে-কারণেই ওখানে থাকতে দিলাম।'

জেলে সর্দার একেবারে বিগলিত। সে বলল, 'হুজুর, সত্যিই আপনার মন সমুদ্রের পানির মত স্বচ্ছ। মাছের ন্যায্য দাম, রাতের আশ্রয়, আবার নৌকা মেরামতের ব্যবস্থা। আপনার মত এরকম ভাল লোক আমি কোথাও দেখিনি, হুজুর। আমি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছি, আপনারই জয় হোক।'

মংক হেসে বললেন, 'তুমি আমাকে যে ভাবে আশীর্বাদ করছ, এতেই আমার অনেক উপকার হবে।' তারপর এক অফিসারকে ডেকে বললেন, 'রান্নাবাড়ির তাঁবুতে এদের থাকার একটা ব্যবস্থা করে দাও, ডিগবি। ও, আরেকটা কথা। কাল সকালেই একজন কাঠমিস্ত্রি ঠিক করে রেখো।'

'আপনার প্রতিটি নির্দেশ পালিত হবে, জেনারেল,' বলল ডিগবি।

একটু থেমে ডিগবি আবার বলল, 'জেনারেল, গতকাল যে ফরাসী ভদ্রলোকটি এসে আপনার দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন, তিনি আজ আবারও এসেছেন।'

মংক জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি আজও এসেছেন? যাও, জলদি তাঁকে নিয়ে এসো। গতকাল তাঁর সঙ্গে দেখা না করা খুব অন্যায়

হয়ে গেছে। যাও যাও, ডেকে আনো।'

জেলে সর্দারকে নিয়ে ডিগবি সেনাপতির তাঁবু থেকে বের হলো। একটু এগিয়ে তাকে তুলে দিল অন্য সৈনিকের হাতে। তারপর সে দ্রুত চলে গেল সেই ফরাসী ঘোড়সওয়ারকে ডেকে আনতে।

ঘোড়সওয়ার ইচ্ছে করেই তাঁর ঘোড়ার মাথাটা খুঁটিয়ে দেখছেন। কারণ কোনভাবেই যেন ইংরেজ সৈন্যরা বুঝতে না পারে যে তাঁবুটা কোথায়, সৈন্য সংখ্যা কত ইত্যাদি সব জানতেই তিনি এসেছেন। তাই ডিগবিকে আসতে দেখে তিনি মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন, 'কি ভাই, আজও কি সাক্ষাৎ মিলবে না?'

গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠল জেলে সর্দারটা। কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। সর্দার ভাবছে, 'আচ্ছা, অ্যাথস নন তো? আরে দূর, তিনি কেন মংকের কাছে আসবেন? না, অসম্ভব, এ হতেই পারে না।'

কণ্ঠটা আবার শোনার জন্যে সর্দার কান খাড়া করে রাখল। কিন্তু সে শুধু ডিগবির কথাই শুনতে পেল। কারণ এখন ডিগবির কথা বলার সময়। সে বলছে, 'আমাদের সেনাপতি খুবই লজ্জিত, কাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি বলে। আজ তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। দয়া করে আপনি আপনার ঘোড়াটা এই সৈনিকের কাছে রেখে যান।'

এটুকুই শুনতে পেল জেলে সর্দার। ওখানে সে আর দাঁড়িয়ে

থাকতে পারল না। কারণ তাকে ডিগবি যে সৈনিকের হাতে দিয়ে এসেছিল সে এখন জলার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সর্দার পেছন দিকে দু'এক বার তাকাল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তাঁরা অনেক দূরে চলে গেছেন। তাই সে আর শুনতে পেল না তার সেই চেনা কণ্ঠস্বর।

না, ভুল করেনি জেলে সর্দার। সে ঠিকই ধরেছে। ওই ঘোড়সওয়ার লোকটি অ্যাথসই। মংক ছদ্মবেশী অ্যাথসকে দেখে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'কাল যখন আপনি এসেছিলেন তখন আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে সামরিক বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। আপনার সঙ্গে তখন দেখা করতে পারিনি বলে আমি খুবই অনুতপ্ত। মনে হচ্ছে আমাকে আপনার খুবই প্রয়োজন, তাই না?'

অ্যাথস বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে আমার সত্যিই প্রয়োজন। প্রয়োজন যদি না হত তাহলে আমি কখনও এই পরিস্থিতিতে আপনার সময় নষ্ট করতে আসতাম না।'

মংক টিপ্পনী কেটে বললেন, 'শুনলাম আপনি নাকি ফরাসী। তো, আপনি দেখছি আমার চেয়েও ভাল ইংরেজি জানেন।' মংক তার দিকে আড়চোখে তাকালেন আর বোঝার চেষ্টা করলেন আগন্তুকের মধ্যে কোন অস্থিরতার ভাব দেখা যায় কি না। আর যদি দেখা যায়, তাহলে তিনি হতেও পারেন ল্যামবার্টের চর। কিন্তু না, আগন্তুকের মধ্যে কোন অস্থিরতা দেখা গেল না, বরং তিনি হেসে উঠে বললেন, 'আসলে, সত্যি কথা বলতে কি, ভাষা

শেখার ব্যাপারে আমার খুবই আগ্রহ আর এই আগ্রহের কারণেই আমি নিজ ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা, যেমন ইতালিয়, স্প্যানিশ, ইংরেজি, জার্মান ইত্যাদি অনেকগুলো ভাষাই আমার জানা। এছাড়া আমার জীবনে এমন এক সময় এসেছিল যখন এই ইংল্যান্ডেই বেশ অনেকগুলো বছর থাকতে হয়েছিল ইংরেজ রাজ পরিবারের সঙ্গে।'

মংক জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, বলতে যদি দ্বিধা না থাকে, আপনি কি কখনও ইংল্যান্ডে ছিলেন?'

অ্যাথস বললেন, 'না, দ্বিধা নেই। আমি আসলে এ প্রসঙ্গেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। জানেন, বারবার আমাকে এই প্রাচীন কাহিনী বর্ণনা করতে হয়। প্রথম রাজা চার্লসের রাজত্বের শেষ সময়টায় আমিই ছিলাম রাজার একমাত্র বন্ধু। ওই নিউক্যাসল মঠে এবং তার পাশের ছাউনিতে আমিই ছিলাম তাঁর সর্বক্ষণের সাথী।'

হতবাক মংক। এ লোক রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু! হায় ঈশ্বর! এই লোক যে শত্রু ছিলেন পার্লামেন্টের। এখনও আছে সেই পার্লামেন্ট। আর ওই পার্লামেন্টের সৈনিক হচ্ছেন মংক নিজে। অথচ মংকের সামনে দাঁড়িয়ে এ সমস্ত কথা বলতে ভদ্রলোক কোন রকম ভয় পাচ্ছেন না।

মংক জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার নাম কাউন্ট দ্য-লা ফেয়ার,' বললেন

অ্যাথস।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন মংক, তারপর বললেন, 'আমার তো মনে হয় এ নাম আমি কখনও শুনিনি। ফরাসী রাজদরবারের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে ছিলাম আমি। কার্ডিনাল রিশলুর আমলে। তারপর রিশলুর জীবন থেকে ছুটি নিয়ে আমি চলে আসি। এরপর আর কোন সম্পর্ক ছিল না রাজ পরিবারের সঙ্গে।'

'কিছু সম্মান পাননি, মানে ব্যক্তিগত?' জিজ্ঞেস করলেন মংক।

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। মাত্র দুটি। ফ্রান্সের রানী মা আমাকে দিয়েছিলেন, নাইট অব দ্যা কর্ডন খেতাব আর ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস দিয়েছিলেন নাইট অব দ্যা গার্টার উপাধি,' বললেন অ্যাথস।

এই দুটো খেতাবকে মাত্র বলছে লোকটা, মংক তো অবাক। পাগল নাকি লোকটি? যে কর্ডন আর গার্টার পেয়েছে, তার কি জীবনে আর কিছুর দরকার আছে? যে দিক দিয়েই বিচার করি না কেন, সেটা সামরিক বা রাজনৈতিক যাই হোক–কর্ডন, গার্টার আর গোল্ডেন ফ্লীস এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটি পেলেই সে ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়। অথচ এ লোক তো দুটো পেয়েই বসে আছেন।

মংক জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দুটি খেতাব আপনি কোন সূত্রে পেয়েছিলেন?'

অ্যাথস বললেন, 'কি আর কাজ, এই ধরেন রাজাদের কাজে গেছিলাম। সর্বক্ষণের সাথী ছিলাম রাজা চার্লসের শেষ সময়টাতে।'

মংক বললেন, 'হ্যাঁ, সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু রানী অ্যান? তাঁর তো এখনও শেষ সময়টা আসেনি।'

'হ্যাঁ, আসেনি ঠিকই, তবে আসত, যদি না আমি আর আমার কতগুলো বন্ধু না থাকতাম। তবে দয়া করে এ কথা বলতে আমাকে বাধ্য করবেন না। এই মুহূর্তে আমার বাড়িতেই কর্ডন আর গার্টার আছে। জানেন নিশ্চয়ই, নদীর মোহনায় একটা গ্রাম আছে। আর সেই গ্রামের একটা বাড়িতে আমি এখন আছি। কর্ডন আর গার্টার নিজ চোখেই দেখে আসতে পারে যদি কেউ আমার সঙ্গে যায়।'

মংক একটু হেসে বললেন, 'সুযোগ যদি পাই তাহলে আমি নিজেই যাব নয়ন সার্থক করতে। কারণ ওসব জিনিস তো আর জীবনে কখনও চোখে দেখিনি। হ্যাঁ, এখন আপনার কাজের কথাটা কি বলুন।'

ছোট একটা কাঠের টেবিল, তার দু'ধারে মুখোমুখি হয়ে বসেছেন মংক আর অ্যাথস। টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমের অল্প আলোতে মংক অ্যাথসের মনের ভাব লক্ষ করার চেষ্টা করছেন। যদিও এ ব্যাপারে অ্যাথস খুবই সতর্ক। তাই তাঁর মনে লেশমাত্র অস্বস্তির ভাব প্রকাশ পেল না। তারপর অ্যাথস শুরু করলেন, 'বহুদিন ধরে নিউক্যাসল মঠে আমি রাজা

চার্লসের সঙ্গে ছিলাম। সে সময় রাজা আমাকে কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। সেটা আমি মঠের পাতালে লুকিয়ে রাখি। অবশ্য কাজটা আমি রাজাকে জানিয়েই করি। কথা হচ্ছে, ওই অর্থ এখন আমার প্রয়োজন। তাই সেটা তুলে আনতে চাই। আপনার সাহায্য ছাড়া সেটা তুলে আনা সম্ভব নয়। তাই আমি আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইতে এসেছি।'

রাজার অর্থ? মংক নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। 'হ্যাঁ, সবই বুঝলাম, কিন্তু এই অর্থ এতদিন তোলেননি কেন?'

অ্যাথস বললেন, 'লুকিয়ে রাখার এর চেয়ে ভাল জায়গা আমি কোথায় পাব, বলেন? সে কারণেই তুলিনি। আর এই অর্থ আমি রেখেছিলাম একটা বিশেষ কাজের জন্যে। এতগুলো বছর কেটে গেছে, অথচ এই বিশেষ কাজের জন্যে আমি উপযুক্ত সময় পাইনি। আর এই জন্যেই অর্থটা তোলার কথা ভাবিনি।'

মংক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, এতদিন পর আপনার সেই সময় এসেছে?'

অ্যাথস শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার তো তাই মনে হয়।' মোমবাতির আলোতে এমনভাবে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন চোখের পলক পড়ছে না। অস্পষ্ট আলোতে ঢেকে আছে দু'জোড়া চোখই। কেউই বুঝতে পারবে না তাঁরা কে কি ভাবছেন।

হঠাৎ মংক বললেন, 'আপনার তো এখনও অনেক কথা বাকি আছে। কিন্তু এখন যে আমার খাবার সময় হয়েছে। অনুগ্রহ করে

আপনি কি আমার সঙ্গে এক বাসন সেদ্ধ মাছ খাবেন? যদি খান তাহলে আসুন খেতে খেতে বাকি কথাটা শেষ করি। জানি সেদ্ধ মাছ খেতে আপনার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কি করব, বলেন? আমার সৈন্যরা যে আজ মাছ ছাড়া কিছুই যোগাড় করতে পারেনি।'

অ্যাথস বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, জেনারেল, এ আপনি কি বলছেন! আপনার কাছে যা আছে আপনি আমাকে তাই খেতে দিতে পারেন। সব রকম খাবার খেতে আমি অভ্যস্ত।'

তারপর সৈন্যরা দুই প্লেট সেদ্ধ মাছ দিয়ে গেল। মংক সেটা খেতে খেতে বললেন, 'আপনি নিয়ে যাবেন আপনার অর্থ, এতে আমার বাধা দেয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। সেটা হলো নিউক্যাসল মঠের একদিকে আছি আমি আর অন্যদিকে রয়েছে ল্যামবার্ট। মঠ থেকে দুজনের দূরত্ব সমান। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি ল্যামকে ছেড়ে আমার কাছে এলেন কেন?'

'কেন এলাম? সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে এর ভাল কোন উত্তর নেই। মাঝে মাঝে মানুষের মন ডেকে ওঠে, এখানে যাও ওখানে যাও বলে। এই যে মানুষের মন ডাকে, এর মধ্যে কিন্তু কিছুটা হলেও যুক্তি আছে। অনেকেই কুসংস্কার বলতে পারে, তবে আমার মনে হয় এই ডাকে সাড়া দিলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমার মন সেরকমই একটা ডাক দিয়েছিল, আর সে-কারণেই আমি ল্যামের কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি,' বললেন অ্যাথস।

অবশেষে মংক অ্যাথসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমার কাছে কি ধরনের সাহায্য চান?'

অ্যাথস বললেন, 'আশ্রমের পাতালগৃহে কফিন আকারের যে দুটো বাক্স আছে, সেগুলো আমি যেন নিরাপদে তুলে আনতে পারি। এখন আপনিই ঠিক করবেন, কি ধরনের সাহায্য আপনি আমাকে দিতে পারবেন।'

মংক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বড় দুটো বাক্স? তো মশাই, ওগুলোয় মোহর আছে নাকি? মোহর যদি থাকে তাহলে তো বিরাট ব্যাপার।'

'অবশ্যই মোহর। তার দাম এক মিলিয়ন পাউন্ড,' অ্যাথস নরম কণ্ঠে বললেন।

'এক মিলিয়ন পাউন্ড?' বিস্মিত মংক একটু চিন্তা করে বললেন, 'চার্লস যদি সে ধরনের লোক হতেন, তাহলে এই পরিমাণ অর্থ দিয়েই তিনি রাজ্যটাকে আবারও উদ্ধার করতে পারতেন।'

তার এই কথা শুনে অ্যাথস অবাক হন কিনা সেটা বোঝার চেষ্টা করলেন মংক। কারণ দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে এই অর্থের কোন সম্পর্ক আছে কিনা বোঝা দরকার।

না, অ্যাথস অবাক হলেন না; বরং মংকের কথার পিঠে বললেন, 'এবারে একটা চেষ্টা করা যেতে পারে, সফলও হতে পারে যদি আপনি সহায়তা করেন।'

মংক খাওয়া শেষ করলেন। মুখ মুছতে মুছতে চেয়ারে হেলান

দিয়ে বললেন, 'আপনারই অর্থ আপনি নেবেন, সেটাতে সাহায্য করা আর ইংল্যান্ডে ফিরে আসবে রাজ্যচ্যুত স্টুয়ার্ট বংশ, সেটাতে সাহায্য করা–দুটোতে বেশ পার্থক্য রয়েছে। আপনি কি জানেন, দ্বিতীয় চার্লস আমার কাছে কতবার সাহায্য চেয়েছেন, কিন্তু কোনরকম সাহায্যই আমি তাঁকে করিনি। কেন করব, বলেন? বয়স তাঁর প্রায় ত্রিশ হতে চলল। এখন পর্যন্ত তিনি কি কোন বাহাদুরি দেখিয়েছেন, যা দেখে আমার বা অন্য যে কোন লোকের মনে ধারণা হবে যে তিনি আবারও রাজ্য ফিরে পেলে ইংল্যান্ডের জন্যে কল্যাণকর কিছু করতে পারবেন। এখনও তেমন কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারেননি। না চারিত্রিক মহত্ত্বে, না বীরত্বে, না কূটনীতিতে। কোনটাতেই নয়। বীরত্ব নামে গুণটির অভাবের কারণেই তো যুদ্ধে হেরেছেন। অতি আপনজন আত্মীয়ের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিছুই পাননি সেখান থেকে। মোট কথা নিজেকে এখনও তৈরি করতে পারেননি যোগ্য মানুষ হিসেবে। চার্লসকে আমি সেদিনই সাহায্য করব, যেদিন তিনি মানুষের মত মানুষ হতে পারবেন। এবার চলুন, দেখি আপনার অর্থ আপনার হাতে তুলে দেয়ার কি ব্যবস্থা করা যায়।'

ছয়

আশ্রম থেকে যখন মংক একাই তাঁবুতে ফিরছেন তখন প্রায় মধ্য রাত শেষ হতে চলেছে। মংক ছাড়া সঙ্গে অন্য কাউকে নিতে অ্যাথস রাজি হননি।

মংক অ্যাথসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি তো ভাই মাটি থেকে বাক্স তুলবেন, এর জন্যে তো খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হবে। আপনি কি নিজেই মাটি খুঁড়বেন ভেবেছেন?'

অ্যাথস বললেন, 'আরে ভাই, মাটি এক কোদালও খুঁড়তে হবে না। সেখানে বিশেষ ধরনের একটা ঘর আছে, সেই ঘরের মেঝেতে একটা পাথরের উপর রিং বসানো আছে। রিংটা টান দিলেই পাথরটা উঠে আসবে। তারপর এক ধাপ চিকন সিঁড়ি তার নিচ দিয়ে বেরুবে। এই সিঁড়ি দিয়ে নামলেই চোখে পড়বে পাতাল ঘরটা। সেখানে অনেক কফিন আছে, কিন্তু দুটো কফিন এমন এক বিশেষ কায়দায় শোয়ানো আছে, যা দেখলে আমি চিনে ফেলব। বলাই বাহুল্য, সেই কফিন দুটোতেই আছে আমার গুপ্তধন।'

অ্যাথস যখন এটাকে গোপন রাখতে চান, তখন সঙ্গে লোক নেয়ার চিন্তাটা বাদ দিলেন মংক। তাঁর নিরাপত্তার কথা তুলে জোর করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না, কারণ তাঁর যে নিরাপত্তার কোন প্রয়োজন নেই সেটা অ্যাথস ভাল করেই জানেন। তাঁরই দখলে আছে এখন আশ্রমের ওপারের সম্পূর্ণ জলাটা। আবার আশ্রমে তাঁর টহলদার সৈনিকও আছে বেশ কয়েকজন। আশ্রমের একেবারে অন্য দিকে ল্যামবার্টের সৈন্যদল, তাও বেশ দূরেই। সে কারণেই তিনি নিরাপত্তার কথা তুলতে পারেননি, তুললেই অ্যাথসের মনে সন্দেহ হত।

দরকার কি শুধু শুধু মানুষের মনে সন্দেহ ঢোকানোর। আর সাহায্য যখন করতে হচ্ছে, তখন এমন ভাবেই করা উচিত যাতে তাঁর কোন সমস্যা না হয়। সুতরাং মংক একাই যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছেন অ্যাথস। আর মংক তাঁর পেছনে পেছনে আসছেন। যে রান্নার তাঁবুতে ফরাসী জেলেদের শুতে দেয়া হয়েছিল, তারা সেখানেই নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

জেলেদের নৌকাটা পাল গুটিয়ে জলার পানিতে ভাসছে। সেটার পাশ দিয়ে দুজনে এগিয়ে গেলেন। জলার ভিতরের পথগুলো খুব সরু এবং পুরোপুরি নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তাঁরা মঠে পৌঁছালেন। তারপর টহলদার প্রহরীদের কাছে ঘোড়াটা রাখতে দেয়া হলো।

যেভাবে অ্যাথস বলেছিলেন সেভাবেই মংক সব মিলিয়ে

নিচ্ছেন। সত্যিই তো, পূর্বযুগের গোলাবর্ষণে আশ্রমের বাড়ি ঘরগুলো একেবারে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। অ্যাথস একটা ভাঙা ঘরে ঢুকলেন। তারপর তিনি একটা আংটা লাগানো পাথর টান দিয়ে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একটা সিঁড়ি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি টপকাতেই চোখে পড়ল একটা কবরস্থান। মেঝেতে অনেক কফিন শোয়ানো আছে। এবং দেয়ালের গায়েও সাজানো আছে বেশ কতকগুলো কফিন। যে সব কফিন মেঝেতে শোয়ানো, সেগুলোর মধ্যে দুটো কফিন পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে।

অ্যাথস এক বিন্দুও দ্বিধা প্রকাশ না করে বললেন, 'যে দুটো কফিন একটা আরেকটার উপর উঠে আছে, সেগুলোর মধ্যেই আমার গুপ্তধন।'

তারপর তিনি একটা ছুরি দিয়ে কফিনের ঢাকনায় চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাটা খুলে গেল। মশাল হাতে মংক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখলেন, সত্যিই কফিনের মত বাক্সদুটিতে মোহর ভর্তি। ওগুলো বের করে কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে দিলেন অ্যাথস।

কাজ যখন শেষ হয়ে গেল মংক তখন প্রহরীদের ডেকে বললেন, 'শোনো, এই দুটো বাক্স বারুদ আর গোলাগুলিতে ভর্তি। তাই বাক্স দুটো খুব ভারি। একটু কষ্ট করে এগুলো ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, নদীর মোহনায় একটা গ্রাম আছে। আমার এই বন্ধুটি সেই গ্রামের এক বাড়িতে বর্তমানে থাকেন। তোমরা বাক্স দুটো তাঁর বাড়িতে দিয়ে আসবে। কাল

আমি সেখানে একটি ঘাঁটি বসাব, তাই আগে থেকেই এসব পাঠিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, একথা কাউকে বলবে না। যদি কেউ জানতে পারে তাহলে মনে করব তোমাদের কাছ থেকেই প্রকাশ হয়েছে।'

প্রহরীরা বলল, 'না হুজুর, আমরা কাউকে এ কথা বলব না। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকেন।'

এরপর অ্যাথস বাড়ির পথে রওনার জন্যে তৈরি হয়ে মংককে বললেন, 'আপনার পক্ষ থেকে রাজা চার্লসের জন্যে কোন আশ্বাসবাণী আছে কি?'

মংক বললেন, 'রাজা চার্লসকে বলবেন, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে সেদিনই চিন্তা করব যেদিন তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোন বিশেষ গুণের বিকাশ ঘটবে।'

অ্যাথস বললেন, 'ঠিক আছে, জেনারেল, আমি চার্লসকে তাই বলব। আজকের মত বিদায় নিচ্ছি,' বলেই তিনি ঘোড়া ছোটালেন টাইন মোহনার দিকে। আর মংক? তিনি একাই ফিরছেন তাঁর ছাউনিতে।

ওই যে সামনেই ফরাসী জেলেদের নৌকাটা। এটা জলা ঠিকই, তবে এখান থেকে সমুদ্রে যাবার অনেক খালও আছে।

এক টুকরো চাঁদ, আকাশের কোন দিকে উঠেছে সেটা ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। তবে মংকের তাঁবুতে হালকা জোছনা ছড়িয়ে আছে। কোথাও কোন মানুষজন চোখে পড়ছে না। পানির কিনারা ঘেঁষে জঙ্গল, সেই জঙ্গলের পথ দিয়ে মংক হেঁটে

চলেছেন।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে এক লোক মংকের গায়ে এসে পড়ল। মংকের কাছে পিস্তল আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বের করা বা প্রহরীদের ডাকার সময় তিনি পেলেন না। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর; তারপর একসঙ্গে আরও তিনজন। সবাই মিলে মংকের মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর চ্যাংদোলা করে ফরাসী জেলেদের বোটে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে বোট রওনা হলো সমুদ্র অভিমুখে। সন্ধ্যাবেলায় পাল গুটিয়ে রাখা হয়েছিল এখন অনুকূল বাতাস পেয়ে সেই পাল ফুলে উঠেছে।

তার পরের দিন রাতে চ্যানেলের ওপারে নৌকা ভিড়ল, শোভিনজেন গ্রামের নিচে। কোথাও কোন মানুষজন নেই। নৌকা থেকে প্রথমেই নামল জেলে সর্দারটা। তারপর চারজন জেলে নৌকা থেকে একটা কাঠের বাক্স ডাঙায় নামাল। বাক্সটা দেখতে হুবহু কফিনের মত। জিনিসটা এতই ভারি যে সেটা নামাতে চারজন হিমশিম খেয়ে গেল।

তারপর জেলেরা নৌকা থেকে চাকাওয়ালা একটা তক্তা নামাল। সেটা তেমন একটা নিচু নয়, তবে দেখে মনে হচ্ছে মোটামুটি একটা ঠেলাগাড়ির মত। ওই গাড়িতেই বাক্সটা রাখা হলো। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দুজন টানছে, আর গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে দুজনে ঠেলছে। এভাবেই আস্তে আস্তে এগুতে লাগল।

সামনেই দ্বিতীয় রাজা চার্লসের বাড়ি। ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি। কাঠের বেড়া দিয়েই ঘেরা। গেটের কাছে আসতেই একটা

কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে লাফিয়ে এল।

কুকুরের গর্জনে চার্লসের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বাড়িতে আজ একাই আছেন। তাঁর সঙ্গে ভৃত্য প্যারি থাকে, কিন্তু আজ সে নেই, কারণ চার্লস তাকে দু'একদিন আগেই জার্মানির খুদে রাজার কাছে এক গোপন দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই রাজা মাঝে মধ্যে ইংরেজ রাজকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকেন। সেটা লোক দিয়ে নিয়ে আসতে হয়। কারণ তিনি চান না প্রতিবেশী রাজারা জানুক তাঁর এই অনুগ্রহের কথা।

চার্লস একা আছেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে তাঁর গুলি ভরা একটা বন্দুক আছে। কারণ চ্যানেলের ওপারে সবাই তো তাঁর শত্রু। কাজেই সঙ্গে বন্দুক রাখতে হয় নিরাপত্তার জন্যে। তারপর তিনি জানালায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে একটা ফাঁকা গুলি করলেন। গুলির আওয়াজে গ্রেট ডেন কুকুরটা লাফিয়ে একেবারে জেলেদের কাছে এসে পড়ল। কুকুরটা সবার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে, যেন যাকে পাবে তাকেই কামড়াবে।

এবার জেলে সর্দারটা চিৎকার করে বলল, 'মহারাজ, আপনি দরজাটা খুলুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। আমি আপনার শত্রু নই, সেটা আপনি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর দেখুন, আমি আপনার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি।'

চার্লস চিৎকার করে বললেন, 'শুনুন, উপহারের কথা পরে শুনব। আগে বলুন, আপনি কে?'

'মহারাজ, নাম বললে তো আপনি আমাকে চিনবেন না। শুনুন, আপনি যেদিন ব্লয় প্রাসাদে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, সেদিন যে লোকটা আপনাকে রাজা লুইয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাই হচ্ছি আমি।'

মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ–আমি বুঝতে পারছি। কি যেন নামটা? দূর ছাই, মনে পড়ছে না। আচ্ছা, লেফটেন্যান্ট দারতায়াঁ নন তো আপনি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমিই সেই লেফটেন্যান্ট দারতায়াঁ। এবার দয়া করে দরজাটা খুলুন। আর কুকুরটাকে বলুন, সে যেন আমাকে না কামড়ায়।'

'অলিভার!' জোরে একটা চিৎকার করলেন চার্লস। তাঁর চিৎকার শুনেই কুকুরটা একেবারেই নিশ্চুপ। এদিকে কুকুরের নাম অলিভার শুনে দারতায়াঁ অবাক। কারণ তাঁর মনে পড়ছে এই অলিভার নামটা জেনারেল ক্রমওয়েলের ছিল।

চার্লস গায়ে একটা জামা চড়ালেন। তারপর দরজা খুলে খুব তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলেন। দারতায়াঁকে দেখে চার্লস ভাবলেন, সত্যি তো সেই লেফটেন্যান্ট দারতায়াঁ। উনি এখানে, তার মানে কি লুইয়ের কোন খবর নিয়ে এসেছেন? তাহলে ভাই লুই কি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন? সত্যিই সে বড়ই উদারচেতা।

চার্লস জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, লেফটেন্যান্ট, রাজা লুইয়ের খবর কি?'

দারতাঁয়া বললেন, 'মহারাজ, আস্তে বলুন। আপনি কি ভাবছেন আমি লুইয়ের কাছ থেকে এসেছি? না মহারাজ, আমি লুইয়ের কাছ থেকে আসিনি, নিজে থেকেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আর আপনার জন্যে একটা উপহার এনেছি। এই উপহার দিয়ে আপনি আপনার সিংহাসন উদ্ধার করতে পারবেন।'

দারতাঁয়া দুই জেলেকে আদেশ দিলেন, বাক্সের ঢাকনা খুলতে। তারা মনিবের আদেশ পেয়ে এক মিনিটের মধ্যেই বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল। ঢাকনা খুলে যেতেই তার ভিতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। তাঁকে দেখে চার্লস হতবাক হয়ে গেলেন।

চার্লস দারতাঁয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মানে কি? কে উনি?' একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন তিনি।

আজ জোছনার আলো খুব কম; তাই লোকটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে তার গায়ে যে সামরিক পোশাক আর সেই পোশাকের বুকে বেশ কটা পদক ঝুলছে, এটা চার্লস লক্ষ করলেন।

চার্লসের প্রশ্নের উত্তর দিলেন দারতাঁয়া। তিনি বললেন, 'মহারাজ, কোন ব্যক্তি যদি আপনার সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে পারেন, তো ইনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি। এবার আপনার সম্পদ আপনি আদায় করে নিন। ইনি হচ্ছেন জেনারেল মংক।'

দারতাঁয়ার কথা শুনে চার্লস হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দারতাঁয়াকে কি করা যায়, বুকে জড়িয়ে ধরবেন, নাকি

অভিশাপ দেবেন। না, রাজা চার্লস কিছুই করলেন না। তিনি দারতায়াঁর দিকে এগিয়ে এসে একটা কথাই বললেন, 'এ আপনি ভাল করেননি, লেফটেন্যান্ট। আমি যে ইংল্যান্ডে মুখ দেখাতে পারব না।'

দারতায়াঁ বললেন, 'মহারাজ, ওনাকে তো আমি বন্দী করে এনেছি। গায়ের জোর দিয়ে নয়, কৌশল করে। আপনি তো জানেনই মহারাজ, যুদ্ধে কৌশলেরই সাহায্য নিতে হয়। সারা দুনিয়াতেই তো এ নিয়ম চলছে। এতে এত অবাক হবার কি আছে?'

দারতায়াঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না রাজা চার্লস। তিনি মংকের সামনে এসে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করুন, মংক, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আর এই জেলে সর্দার, মানে লেফটেন্যান্ট দারতায়াঁ আমার কর্মচারী নন, প্রজাও নন। আজ তিনি যে কাজ করেছেন, সেটা একান্তই নিজের খেয়াল বশেই করেছেন। আমি তার নিন্দা করতে পারি, কিন্তু আর কোন শাসন করতে পারি না। উনি আপনাকে আমার জন্যেই বন্দী করেছেন, সে কারণে আমি আপনাকে বিনাশর্তে নিষ্কৃতি দিচ্ছি। চলুন, এখনই আপনাকে ইংল্যান্ডে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিই।'

আর কোন কথা নয়, নয় কোন আলোচনাও, মংকের একটা হাত ধরে চার্লস দ্রুত এগিয়ে কয়েকটা বালিয়াড়ি পার হয়ে সমুদ্র সৈকতে এসে থামলেন। সেখানে এক বুড়ো নাবিক জড়োসড়ো হয়ে ঘুমাচ্ছে। তাকে চার্লস ডাকলেন, 'কাইজার! এই কাইজার,

তাড়াতাড়ি ওঠো!'

ধড়মড় করে উঠে বসে কাইজার বলল, 'বলুন, মহারাজ!'

চার্লস বললেন, 'শোনো কাইজার, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার এই বন্ধুটি ইংল্যান্ডে থাকেন। তাঁকে তুমি এক্ষুনি পৌঁছে দেবে। এর জন্যে ভাড়া তুমি যা চাইবে তাই পাবে।'

চার্লসের এই আচরণ দেখে মংক একেবারেই হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল, তিনি কাউন্ট দ্য লা ফেয়ারকে বলেছিলেন কখনও যদি চার্লসের অসাধারণ কোন গুণ দেখেন তাহলে তখন তাঁকে সাহায্য করার কথা ভাববেন। আজ চার্লস যে আচরণ করছেন, সেটা কি কোন অসাধারণ গুণের প্রকাশ নয়? শত্রুকে নাগালে পেয়েও বিনাশর্তে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে তার দেশে পাঠিয়ে দেয়া–এটা যদি বিরল মহত্ত্ব না হয় তাহলে আর কোনটা?

পানিতে নৌকা নামাল কাইজার। চার্লস দারতায়াঁকে কাছে ডেকে বললেন, 'দারতায়াঁ, আজ আপনি কৌশলে যে কাজ করেছেন সেটা অবশ্যই আমার ভালর জন্যেই করেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া আমার আর দেবার মত কিছু নেই। আমি জানি, এ কাজ করতে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, যদি আমার আর একটি কাজ করে দেন। কাজটা হলো, জেনারেলকে যেখান থেকে এনেছেন, ঠিক সেখানেই রেখে আসবেন। আমি চাই না উনি একা যান। চারদিকে বিপদ ওত পেতে আছে। সঙ্গে

পাঠাবার মত ভাল কোন লোক যদি থাকত তাহলে আমি আপনাকে বলতাম না।'

চার্লস এমন ভাবেই কথাগুলো বললেন যে দারতায়াঁ কোন ভাবেই তাঁর কথা ফেলতে পারলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি রাজি হলেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে দারতায়াঁ সেই দশজন নাবিককে ছুটি দিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে নাবিকদের চুক্তি হয়েছিল পনেরো দিনের, কিন্তু পার হয়েছে মাত্র বারোদিন, তাও দারতায়াঁ তাদেরকে পুরো পনেরো দিনের টাকাই দিলেন। অবশ্য নাবিকরা এই কাজে নিযুক্ত হওয়ার আগেই দারতায়াঁ তাদেরকে অগ্রিম দিয়েছিলেন এবং কথা ছিল কাজে যদি সাফল্য আসে তাহলে তাদেরকে পাঁচশো করে লাইভর পুরস্কার দেয়া হবে। সফল তো তারা পুরোপুরি হয়েছে; ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত যা হলো, তা দারতায়াঁর কাছে ছিল অভাবনীয় এবং মর্মান্তিকও বটে। তবে এর জন্যে তো আর ওই দশজন নাবিক দায়ী নয়। তারা তাদের কাজ সম্পূর্ণ করেছে, কাজেই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? দারতায়াঁ সবাইকে পাঁচশো লাইভর করে পুরস্কৃত করলেন। সবাই দারতায়াঁর উপরে মহা খুশি হলো এবং বলল সারাজীবন যেন এরকম মনিবের অধীনে কাজ করতে পারে। তারপর তারা পায়ে হেঁটে হেগ-এর উদ্দেশে রওনা দিল। সেখানে গিয়ে তারা যার যার ইচ্ছেমত জায়গায় যাবে। হেগে সব ধরনের যানবাহনই পাওয়া যায়।

দারতায়াঁ তাঁর বোটটা চার্লসের কাছেই রাখলেন। প্লাঁসেতের

কাছ থেকে যে বিশ হাজার লাইভর নিয়েছিলেন তা সবই খরচ হয়ে গেছে, আছে শুধুমাত্র এই পাঁচ হাজার টাকার নৌকাটা। এটা তিন হাজার টাকায় বিক্রি হবে কিনা সন্দেহ আছে।

দারতায়াঁ প্লাঁসেতকে বলেছিলেন এ কাজে প্রচুর অর্থ আয় হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে লাভ দূরের কথা, যেটা দিয়েছিল সেটাও নেই। প্লাঁসেতের কাছে এখন গিয়ে কি বলবেন সেই চিন্তা দারতায়াঁর মাথায়। তাকে কিভাবে বলবেন যে এই কাজ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ টাকাই লোকসান হয়েছে। এ কথা শুনে প্লাঁসেতের কি অবস্থা হবে সেটা ভেবে দারতায়াঁর শরীর শিউরে উঠছে। বেচারার কত কষ্টের টাকা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করে। ছিঃ ছিঃ, খুব অন্যায় হয়েছে প্লাঁসেতকে এ কাজে নিযুক্ত করা।

এক সময় বোট ছাড়া হলো। মংক একেবারেই নিশ্চুপ। সারা পথে তিনি কোন কথাই বললেন না। চার্লসের আচরণ তাঁকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এদিকে দারতায়াঁর তো ভীষণ মন খারাপ। বেচারি ভেবেছিলেন, চার্লসকে বুঝি এবারে তাঁর সিংহাসনে বসাতে পারবেন। ভাবনা ভাবনাই রয়ে গেল, বাস্তবে পরিণত হলো না। মংক অবশ্য দারতায়াঁর সঙ্গে মাত্র তিনবার কথা বলেছেন। একটাই কথা, সেটা হলো, 'আসুন, লেফটেন্যান্ট, এবারে খাওয়া যাক।' রান্নাবান্নার কাজটা কাইজারের ছেলেই সারছে।

শেভিনজেনে যাওয়ার সময় দশজন একসঙ্গে বৈঠা টেনেছিল,

কিন্তু এখন টানছে মাত্র দু'জন। কারণ তখন বাতাস ছিল অনুকূল, আর এখন প্রতিকূল। তাই একদিনের জায়গায় দু'দিন লাগল টাইন নদীর মোহনায় পৌঁছাতে।

আগুনের আলোতেই মংক দেখতে পেলেন, তাঁর সৈন্যরা একটা জ্বলন্ত বাড়িকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এসব সৈন্যদের পরিচালনা করছে মংকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ডিগবি।

ঘটনা কি? তাঁর সৈন্যরা এরকম একটা কাজ করতে পারে, এটা মংকের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তিনি দ্রুত বোট থেকে নেমে ডিগবির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হচ্ছে কি এখানে?'

জেনারেল মংককে দেখে ডিগবি তো মহাখুশি।

আসল ঘটনা হচ্ছে, ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে মংক যেদিন রাতের বেলা একা বের হলেন, তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। তাই সৈন্যরা ভাবল সেনাপতির নিরুদ্দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেই ফরাসী ভদ্রলোকের। সৈন্যদের মধ্যে দু'জন ওই ভদ্রলোকের বাড়ি চিনত। কিভাবে? সেই যে ভদ্রলোক আর তাঁর ঘোড়াকে সৈন্য দু'জন বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল! আর তাই সেই দুই সৈনিককে নিয়ে ডিগবি অ্যাথসকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল তাদের সেনাপতি কোথায়? অ্যাথস বললেন, মঠে বিদায় নেয়ার পর মংকের আর কোন খবর তিনি জানেন না। কিন্তু অ্যাথসের এই কথা ডিগবির বিশ্বাস হলো না। তাই সে ভদ্রলোকের বাড়ি দখল করে ফেলল। কিন্তু এদিকে চারদিন হলো দখল করা হয়েছে

অথচ এই ভদ্রলোক একবারের জন্যেও বের হননি। অবশেষে অসহ্য হয়ে সৈন্যরা তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, ভদ্রলোক যাতে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন।

ডিগবি ভেবেছিল এ কাজের জন্যে সেনাপতি মংক তাকে বাহবা দেবেন। বাহবা দেয়া তো দূরের কথা, তিনি এক ধমক দিয়ে বললেন, 'এক্ষুনি নেভাও আগুন। কি করছিলে কি তোমরা! ভ্যাগিস আমি এসে পড়েছি।'

সাত

অ্যাথসের বিপদ কেটে গেল। তার পরের দিন তিনি তাঁর বোটে উঠলেন মোহর ভর্তি বাক্স দুটি নিয়ে।

কয়েক মিনিটের জন্যে অ্যাথসের সঙ্গে দারতাঁয়ার দেখা হলো। কতকাল পর এই দেখা দুই বন্ধুর মধ্যে। কথা বলার কারও রুচি বা সুযোগও বোধহয় ছিল না তখন। মনে মনে দারতাঁয়া ভাবছেন, অ্যাথস এখানে কেন? অ্যাথসও মনে করছেন, কি ব্যাপার, দারতাঁয়া এখানে কি করছে?

হঠাৎ মংক বললেন, 'এই গন্তব্যের যাত্রী দু'জন, কিন্তু যাচ্ছেন

আলাদা পথে। গন্তব্যে পৌঁছাবার পর দেখা তো হবেই।'

তারপর মংক অ্যাথসের হাতে গোপনে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'এটা রাজাকে দেবেন।'

কাগজটাতে লেখা, 'মহারাজ, আশা করি তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি আপনাকে ডোভারে দেখতে পাব।'

অ্যাথস জিজ্ঞেস করলেন, 'দারতায়াঁ কি আমার সঙ্গে যেতে পারেন?'

জেনারেল মংক বললেন, 'হ্যাঁ, পারেন তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি যেতে পারেন বৈকি। কিন্তু উনি যদি না যান তাহলে আমি খুব খুশি হব। কারণ তাঁর কাছে আমি অনেক সাহায্য পেতে চাই।'

অ্যাথসের সঙ্গে গেলেন না দারতায়াঁ। মংক সাহায্য চেয়েছেন বলে যাননি, তা নয়। অ্যাথস কি ধান্ধায় আছেন সেটা ভাল করে না জেনে তাঁর সঙ্গে ঘোরা, এটা আত্মসম্মানে লাগে। হ্যাঁ, অ্যাথস তাঁর প্রাণের বন্ধু, কিন্তু তাতে কি, দারতায়াঁ কারও অন্ধ বলদ হতে চান না।

আর এদিকে মংক যে সাহায্যের কথা বলেছেন সেটাও দেখা যাক, কারণ সাহায্য মানেই কাজ আর কাজ মানেই পয়সা। দারতায়াঁর তো এখন পয়সার দরকার। প্লাঁসেতকে কিছুটা দিতে পারলে খানিকটা তাঁর মান বাঁচবে।

এরপর মংক ঘোষণা করে দিলেন, তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে গ্রহণ করলেন। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। যারা নাকি ইংরেজ

রাজা প্রথম চার্লসকে হত্যা করেছিল তারাই আজ দ্বিতীয় চার্লসকে মহা আনন্দে বরণ করে নেয়ার জন্যে তৈরি হলো।

আচ্ছা, এর কারণ কি? কারণ একটাই, সেটা হলো, ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে যখন ওরা কাজ করেছিল তখন রাজ হত্যা ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয়। আর এখন মংকের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এটাও নতুন। আসলে নতুনত্বের একটা আলাদা মজা আছে। এই মুহূর্তে তাদের মনোভাব হলো, 'যখন যা ইচ্ছে আমরা সব করতে পারি। ধ্বংস হোক সৃষ্টি হোক, দুটো দুই হাতে লোফালুফি করছি।'

ল্যামবার্ট সেরকমই একটা আঁচ পেলেন। তাই তিনি সেনাদল ভেঙে ফেললেন।

এদিকে মংক দারতায়াঁকে দিয়ে কোন কাজই করালেন না, বরং নিজের কাছে রেখে দিলেন অতি আপনজন করে। কে জানে তাঁর আসল মতলবটা কি!

মতলবটা যে কি সেটা বোঝা গেল দ্বিতীয় চার্লস যখন ইংল্যান্ডে পদার্পণ করলেন। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিষেক হয়ে গেল তাঁর। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে রাজা চার্লসের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করলেন দারতায়াঁ আর অ্যাথস। অনুষ্ঠান শেষে রাজা চার্লস অ্যাথসকে উপহার হিসেবে গোল্ডেন ফ্লীস পদবীর সম্মান দিলেন। এদিকে ফ্রান্সের রাজা লুইয়ের বিয়ে হলো সেই স্পেনের রাজকন্যার সঙ্গেই। আর এই উপলক্ষে ইউরোপের প্রত্যেক রাজাকে স্পেনের রাজা দুটি করে গোল্ডেন ফ্লীস পাঠালেন

বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে। সদ্য নতুন রাজা চার্লস পেলেন দুটি। একটা রাখলেন নিজের জন্যে। আর অন্যটি? ওটা নিজের দেশের কাউকেই দিলেন না। এমন কি পরম উপকারী মংককেও না। তাহলে দিলেন কাকে? দিলেন তারই পিতৃবন্ধু, অসময়ের বন্ধু কাউন্ট দা-লা-ফেয়ারকে–মানে অ্যাথসকে। সারা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি পদক পেলেন অ্যাথস একাই।

চার্লস ভাবছেন, এবার দারতায়াঁকে তিনি কি দেবেন। তাঁর কাছেও তো তিনি ঋণী। দারতায়াঁ যদি সেদিন চার্লসের কাছে মংককে ধরে না নিয়ে আসতেন, তাহলে কি চার্লসের মহত্ত্ব প্রকাশ পেত? পেত না। মংকের মনেও এরকম পরিবর্তন আসত না, আর ইংল্যান্ডের সিংহাসন সারা জীবনই চার্লসের নাগালের বাইরে থাকত।

সত্যিই দারতায়াঁর ঋণ কোনদিনই শোধ করা যাবে না। কি দেয়া যায় তাঁকে? চার্লস বললেন, 'আমি মংককে স্কটল্যান্ডে রাজপ্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছি। আর দারতায়াঁ, আপনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করুন।'

শুনে দারতায়াঁ বললেন, 'এ পদ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মহারাজ, কারণ রাজা লুইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি অন্য কোন রাজার চাকরি আমি করব না।'

'তাহলে এখন উপায়!' হতাশ হয়ে মংককের দিকে তাকালেন রাজা চার্লস।

মংক পরিষ্কার বুঝলেন এ মুহূর্তে চার্লস কি ভাবছেন। তিনি

ভাবছেন এই শিভালিয়ার দারতাঁয়ার ঋণ কিভাবে শোধ করবেন। তাই তিনি একটু হেসে বললেন, 'মহারাজ, ওঁর ন্যায্য প্রাপ্য আপনার কাছে নয়, আমার কাছে আছে। সেটা যদি ওঁকে দিয়ে দেন তাহলে আমি আর আপনি একসঙ্গেই ঋণ মুক্ত হব।'

মংককের কাছে ন্যায্য প্রাপ্য? কিন্তু কি সেটা? ভাবছেন দারতায়াঁ আর রাজা চার্লস।

মংক যে কোন্ প্রাপ্যের কথা বলছেন, সেটা দারতায়াঁ বা রাজা কেউই বোঝেননি। তাই মংক বুঝিয়ে বললেন, 'এমন কোন দেশ বা প্রথা নেই যে বন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয় না। আমি তো ওঁর হাতে বন্দি ছিলাম। আমাকে মুক্তি দিয়েছেন উনি, কিন্তু তাঁকে তো এর জন্যে আমি কিছুই দিইনি। এখন মহারাজ, আপনি আমার হয়ে শিভালিয়ার দারতায়াঁকে ওই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেন।'

মংককের এই কথা শুনে চার্লস উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, জেনারেল। কিন্তু আমার বন্ধু মংককের দাম কি এতই কম যে মাত্র লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারণ হবে তাঁর মুক্তিপণ হিসাবে? না, এক নয়–দুই, দুই লক্ষ দেয়া হবে।' তারপর চার্লস একটা কাগজ টেনে রাজকীয় কোষাধ্যক্ষের উদ্দেশে আদেশনামা লিখে বললেন, 'এ মুহূর্তে শিভালিয়ার দারতায়াঁকে দুই লক্ষ মোহর দিয়ে দেয়া হোক।'

হিসেবী পাওনাদার যেমন গম্ভীর হয় সেরকম গম্ভীর হয়ে দারতায়াঁ আদেশনামাটা গ্রহণ করলেন।

মুখে মংককের ন্যায়নিষ্ঠার আর রাজার উদারতার জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ, আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ পেল। কারণ দারতায়াঁ এবার প্লাঁসেতের পাওনা সুদে আসলে সব শোধ করে দিতে পারবেন।

এরপর রাজা বিদায় দিলেন দারতায়াঁকে, কিন্তু মংক কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে রাজি নন। বললেন, 'শিভালিয়ার, আপনি আমার এবং আমার দেশের জন্যে কি উপকার করেছেন সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। যে জিনিসই আপনাকে দিই না কেন, আপনার ঋণ কোন দিনই শোধ হবে না। রাজা ফিরে আসাতে এতদিন পর ইংল্যান্ডে আজ শান্তি এসেছে আপনারই জন্যে। আজ যদি আপনি না আসতেন তাহলে আমার সঙ্গে ল্যামবার্টের যুদ্ধ লেগেই যেত। দেখলেন না, যেই না রাজার জাহাজ ডোবারে এসে নোঙর ফেলল, অমনি ল্যামবার্টের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শুধু কি তাই? ল্যামবার্ট এখন এর-ওর হাতে পায়ে ধরছে রাজার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্যে। শুনুন ভাই, আমার তো নিজের কোন টাকা নেই, তাই রাজাকে বলে আপনাকে পাইয়ে দিলাম।

'সৈনিকরা দরিদ্র হয়, সেটা তো আমার জানা আছে, কারণ আমি নিজেও তো একজন সৈনিক। তবে আমার এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো যে কোন জিনিস বা টাকার চেয়েও বেশি মূল্যবান। একটা খামার, একশো একর জমি আর ছোট্ট একটা বাড়ি। এ সবই স্কটল্যান্ডের লেকবহুল অঞ্চলে। একেবারে স্বর্গ যেন, ভাই। আমার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ওগুলো দিয়ে

দিলাম। না, বললে শুনব না এবং আমি চাই খুব তাড়াতাড়ি আপনি সেখানে গিয়ে বসবাস করবেন। আপনি বলেছেন আমাদের চাকরি করবেন না, ঠিক আছে মেনে নিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে তো আপনার কোন আপত্তি নেই। আপনার মত বন্ধুকে প্রতিবেশী হিসেবে পাওয়াও তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিছুদিনের মধ্যে আমিও রাজপ্রতিনিধি হয়ে স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি।'

দারতায়াঁ স্বপ্নেও ভাবেননি যে মংক এত মহৎ ও দয়াশীল।

তারপর দারতায়াঁ আর অ্যাথস একটা রাজকীয় জাহাজ নিয়ে রওনা দিলেন ফ্রান্সের পথে। তাঁদের উদ্দেশ্যে মংক বললেন, 'আমি মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করছি আপনাদের সঙ্গে যেন আমার আবার দেখা হয়। স্টুয়ার্ট বংশের বিপদের সময় আপনারাই যে বন্ধু।'

এ কথা শুনে অ্যাথস বললেন, 'আমিও প্রার্থনা করছি আর কোন বিপদ যেন আপনাকে ছুঁতে না পারে।'

ক্যালেতে নেমে প্যারিসে চলে এলেন ওঁরা। অ্যাথস চান তাঁর সঙ্গেই যেন দারতায়াঁ ব্লয় প্রাসাদে যান তাই বললেন, 'বন্ধু, তুমি তো চাকরি ছেড়েই দিয়েছ, তাহলে চলো না, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। একটা মাত্র ছেলে আমার, সেও কাছে থাকে না। সারাদিন সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। আমি একাই থাকি। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো, তাহলে দুজনে মিলে বেশ আরামেই থাকা যাবে।'

দারতায়াঁ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই থাকব। কিন্তু ভাই, তার আগে যে আমাকে প্লাঁসেতের দেনা শোধ করতে হবে। এক কাজ করো, তুমি বরং ব্লয় চলে যাও। আর এদিকে আমি প্লাঁসেতের টাকা শোধ করেই তোমার কাছে ফিরে যাব।'

দারতায়াঁ তার অভিযানের কথা আগেই বলেছেন বন্ধু অ্যাথসকে। সব শুনে অ্যাথস বলেছিলেন, 'সত্যিই আমি আসলে খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি আর তোমার মন এখনও সেই রিশলুর আমলের মানুষখেকো ছোকরাটি। সত্যি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের কপাল খারাপ। কারণ রাজ্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তোমাকে হারালেন।'

'দূর ভাই, রাজার কথা আর বোলো না,' বিরক্ত ভাব দারতায়াঁর কণ্ঠে। 'কিভাবে যে এরকম একটা দুর্বল মন নিয়ে তিনি রাজ্য চালাবেন সেটা বাপু আমি জানি না। রাজার সব সমস্যা সমাধান করার জন্যে তো ম্যাজারিন চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। কার্ডিনাল চোখ বুজলে, লুইয়ের কি হাল যে হয়!'

রাজার সম্পর্কে কি ভুল ভেবেই না বসে আছেন দারতায়াঁ। লুই কি সত্যিই দুর্বল চিত্তের মানুষ? লুই যে কি ধাতু দিয়ে গড়া খুব শিগ্‌গির দেখতে পাবে দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু সে প্রসঙ্গে না হয় পরেই আসা যাবে।

দারতায়াঁ এক কাঁড়ি সোনা দুটি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রওনা দিলেন প্লাঁসেতের বাড়ি অভিমুখে। বাড়ির সামনে পৌঁছে ঘোড়া

থেকে নামলেন, তারপর টোকা দিলেন দরজায়। ভৃত্য প্লাঁসেত তো মনিবকে দেখে মহা খুশি। কিন্তু সে কি জানে মনিবের দৌলতে তার ভাগ্য কি রকম বদলে যাবে! দারতায়াঁ প্লাঁসেতের মেঝেতে বস্তা উপুড় করলেন, অমনি রাশি রাশি মোহর বিছিয়ে গেল। প্লাঁসেত এত মোহর দেখে পাগলামি শুরু করে দিল। কখনও হাসছে, কখনও মনিবকে অবান্তর সব প্রশ্ন করছে, আবার কখনও বা লাফালাফি করছে।

দু'জনের মধ্যে যেরকম চুক্তি ছিল সেভাবেই দারতায়াঁ মোহরগুলো ভাগ করে দিয়ে দিলেন প্লাঁসেতকে। ভাগ করার পর প্লাঁসেত কসম খেলো, মনিবকে কখনও ছাড়বে না সে, এতে যদি তার দোকান ছাড়তে হয় তাতেও রাজি। প্লাঁসেতের এই যে বিপুল উল্লাস, দারতায়াঁ ভাল করেই জানেন এটা সাময়িক। তাই তার কথায় বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে প্লাঁসেতের সব উপাদেয় ভোজপানীয় সদ্ব্যবহার করলেন।

কিন্তু দারতায়াঁকে কোন ভাবেই ছাড়তে রাজি হলো না প্লাঁসেত। তাই তিনি একান্ত বাধ্য হয়েই কয়েকটা দিন থেকে গেলেন। এরপর বন্ধু অ্যাথসের বাড়ি ব্লয় শহরে গিয়ে থাকবেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর যদি বিরক্ত লাগে, তখন চলে যাবেন মংকের দেয়া সেই খামার বাড়িটায়। সেটা তো এখন তাঁরই।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে ঘটে ঠিক তার উল্টো। হঠাৎ একদিন কাগজে বেরুল ম্যাজারিনের মৃত্যুর খবর। চল্লিশ মিলিয়ন অর্থ রেখে তিনি খালি হাতে স্বর্গে গমন করেছেন। মারা যাবার আগে

কার্ডিনাল ওই টাকাটা রাজাকে দিতে চেয়েছিলেন। রাজা নিঃস্ব ঠিকই, তবুও তিনি এই টাকা নিতে রাজি হননি।

হ্যাঁ, খবর সত্যি; ম্যাজারিন মারা গেছেন। তাহলে রাজা এখন রাজ্য শাসনের ভার কার হাতে দেবেন? প্লাঁসেতের ঘরে খেতে বসে সেকথাই ভাবছেন দারতায়াঁ। সত্যিই তো, তিনি কার ওপর দায়িত্ব দেবেন? রাজ্য চালাতে তো টাকার প্রয়োজন আছে, সেটা পাবেন কোথায় তিনি? হয়তোবা ফোকের ওপর দায়িত্ব দিতে পারেন। তিনি অর্থসচিব ছিলেন ম্যাজারিনের সময়। কর্মদক্ষ লোক তিনি, বন্ধুবৎসলও বটে। তবে মানুষের ধারণা ফোকে তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্যে রাজকোষ থেকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করেন। তাঁর এত টাকা কিসের প্রয়োজন? হ্যাঁ, প্রয়োজন তাঁর আছে। তিনি তো আবার উদারহৃদয়ের মানুষ। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের কমতি নেই; লেখক, কবি, কলাবিদ এই সমস্ত লোকই তাঁর বন্ধু। এরা সবাই ফোকের কাছে প্রতিপালিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর ভক্তের সংখ্যাও খুব বেশি।

ফোকে রাজাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলেন ম্যাজারিনের অবর্তমানে প্রশাসনের দায়িত্ব কে নেবেন। ফোকে ভেবেছিলেন এ প্রশ্ন শোনার পর রাজা নিশ্চয়ই বলবেন–কেন, আপনি নেবেন।

হায় কপাল! যা ভেবেছিলেন ঘটল ঠিক তার উল্টো। রাজা একটা কাগজে কি যেন লিখছিলেন, ফোকের প্রশ্ন শুনে অন্যমনস্কভাবেই উত্তরটা দিলেন, 'কি বলছেন? দায়িত্ব? কেন, আমার দায়িত্ব আমিই বহন করব। এখানে আবার অন্য লোকের

দরকার কি? তবে যদি কোন পরামর্শের দরকার হয় তাহলে হয়তো আপনাদেরকে মাঝে মধ্যে ডাকতে পারি।'

ফোকে কি হতাশ হলেন, নাকি রাগে আগুন? তা রাগ তো অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু বাইরে বন্ধুরা অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে, তাই মুখে হাসি নিয়ে রাজার কামরা থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যাক, বাবা, ঝামেলা শেষ। ভেবেছিলাম অনেক বোঝা ঘাড়ে চাপবে, কিন্তু বেঁচে গেছি।' ম্যাজারিনের অধীনে আরও মন্ত্রী ছিলেন, তাঁদের কারও সাহস হলো না রাজার কাছে গিয়ে দায়িত্বের কথা বলতে।

ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ অ্যাথসের পুত্র। সে সেদিনই এল দারতায়াঁর সঙ্গে দেখা করতে। ছেলেটির বয়েস মাত্র বাইশ বছর। যেমন রূপ তেমনি গুণ, সবদিক দিয়েই অতুলনীয়।

অ্যাথস তাঁর ছেলেকে বলে গিয়েছেন, 'শোনো রাওল, তুমি আমার বন্ধু দারতায়াঁর দেখাশোনা করবে। ওনার মত সৈনিক তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। তোমার জীবন সার্থক হবে সেদিন, যেদিন তুমি দারতায়াঁর মত নিজেকে তৈরি করতে পারবে।'

সে কারণেই রাওল মাঝে মধ্যে প্লাঁসেতের বাড়িতে আসে দারতায়াঁকে দেখতে। রাওলকে নিজের পুত্রের মতই স্নেহ করেন পুত্রহীন দারতায়াঁ। সে যখন গল্প শুনতে চায়, তখন দারতায়াঁ তারই পিতা অ্যাথসের যৌবন কালের বীরত্ব আর মহত্ত্বের কথা শোনান। এতে করে রাওল আরও বেশি মুগ্ধ হয় দারতায়াঁর প্রতি। রাওল পিতাকে অসম্ভব ভালবাসে। দেবতার মত ভক্তি

করে। সেই বাবার যিনি অতি প্রিয়, অন্তরঙ্গ বন্ধু, রাওলের কাছে তিনিও তো পরম শ্রদ্ধেয়।

আজ রাওল প্লাঁসেতের বাড়িতে ঢুকেই তার উদ্দেশ্যে কৌতুক করে বলল, 'দেখুন দেখুন, মসিয়াঁর প্লাঁসেত, সুইস গার্ড এসেছেন আপনাকে বাস্তিলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জলদি দোকানটা বন্ধ করে আসুন।'

বাস্তিলের নাম শুনলে যে কোন মানুষেরই বুক কেঁপে ওঠে, প্লাঁসেতেরও তাই হলো। সে বলল, 'ভাইকাউন্ট, তুমি যে কি সব অলক্ষুণে কথা বলো। আমি এমন কি বা করেছি যে ওরা আমাকে ধরতে আসবে?'

বাস্তিলের নাম শুনে দারতায়াঁ জানালায় উঁকি দিলেন। সত্যিই তো একজন সুইসগার্ডকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে নিশ্চয়ই আরও অনেক আছে। পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো তাদের কাজ নয়। অবশ্যই তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে এসেছে। যখন কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার দরকার পড়ে তখন রাজা এদেরকে কাজে লাগান। আর সত্যিই যদি এ কাজে তারা এসে থাকে তাহলে প্লাঁসেতকে নয়, দারতায়াঁকেই নিতে এসেছে।

দারতায়াঁ প্লাঁসেতকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'শোনো প্লাঁসেত, তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যদি ওরা সত্যি কাউকে ধরতে আসে, তাহলে তোমাকে নয়, আমাকে। যাই আমি নিচে গিয়ে দেখে আসি। আর শোনো, ওদের সঙ্গে যদি আমাকে যেতেই হয় তাহলে আমার ভাগের টাকাগুলো তুমি তোমার

ব্যবসার কাজে লাগাতে পারো। পরে এসে আমি সব বুঝে নেব।'

দারতায়াঁকে প্লাঁসেত কাঁদো কাঁদো গলায় কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দারতায়াঁ তাকে সে সুযোগ না দিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেলেন। সঙ্গে রাওলও নামল।

তারপর দারতায়াঁ সুইস গার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন, অফিসার?'

গার্ডটি বলল, 'জ্বী, লেফটেন্যান্ট, আপনাকেই খুঁজতে এসেছি।'

গার্ডের কথা শুনে দারতায়াঁ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি অফিসার, আপনি আমাকে চিনলেন কিভাবে?'

গার্ড বলল, 'কি বলছেন, আপনাকে আবার চিনব না! একজন গার্ড সৈনিক মাস্কেটিয়ারদের লেফটেন্যান্টকে চিনবে না, তা কি হয়! রাজার আদেশে আপনাকে ল্যুভরে প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। এখনি যেতে হবে আমার সঙ্গে। পনেরো মিনিট সময় দেয়া হলো, চট করে তৈরি হয়ে নিন।'

দারতায়াঁ বললেন, 'আমার এক মিনিটেরও প্রয়োজন নেই। আমি তৈরি হয়েই আছি। চলুন, যাওয়া যাক। আচ্ছা, আপনি কি আমার তরোয়ালটা নেবেন?' একটু হেসে দারতায়াঁ জিজ্ঞেস করলেন।

গার্ড ভ্রু-কুঁচকে বলল, 'তরোয়াল? না, রাজা তো সেরকম কিছু বলে দেননি। কেনই বা আপনাকে ডেকেছেন সেটাও বলেননি। আপনাকে হয়তো ম্যাজারিনের জায়গায় বসাতে

পারেন, কিংবা বাস্তিলেও পাঠাতে পারেন। তাই আপনার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে কাজ করা উচিত। আপনার কাছেই থাকুক আপনার তরোয়াল। যদি নেবার প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য কেউ নেবে। ল্যুভরতে এরকম অনেক লোক আছে।'

চলেছেন তিনজন–দারতায়াঁ, রাওল আর সুইস গার্ডটি। দারতায়াঁ ভেবেছিলেন, যেতে যেতে আরও দু-চারজন গার্ড দেখতে পাবেন। কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেলেন না। অবাক ব্যাপার তো! দারতায়াঁকে গ্রেফতার করতে মাত্র একটি গার্ড কি যথেষ্ট বলে মনে হয়েছে রাজার কাছে? তাহলে বলতে হয়, দারতায়াঁ যে কি ধাতু দিয়ে গড়া সেটা এখনও উনি বুঝতে পারেননি।

ল্যুভরে পৌঁছে দারতায়াঁ রাওলকে বললেন, 'শোনো বাবা, চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। তুমি শুধু একটা কাজই করবে, সেটা হলো যদি আমি বাস্তিলে যাই তাহলে তোমার বাবাকে অবশ্যই একটা খবর দেবে।'

রাওল মুখে বিষণ্ন হাসি নিয়ে মাথার টুপি খুলে দারতায়াঁকে অভিবাদন জানাল। পিতার কাছে সে আগেই শুনেছে পূর্বযুগের মাস্কেটিয়ারদের কাছে জীবন মৃত্যু অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

রাজা একটা কাগজে সব লিখে শেষ করেছেন সবেমাত্র, ঠিক তখনি দারতায়াঁ উপস্থিত হলেন। মাথা নুইয়ে দারতায়াঁ রাজাকে সম্মান জানালেন। তারপর রাজা লুই তাঁর হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিলেন। সব পড়লেন দারতায়াঁ। হায়, ঈশ্বর! এসব কি পড়ছেন

তিনি! এই কাগজটা আসলে মাস্কেটিয়ার বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদে দারতায়াঁর নিয়োগ পত্র। বছরে বিশ হাজার লাইভর বেতন।

কাগজটা পড়া শেষ হওয়া মাত্রই রাজা আবার কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'শোনো, কাগজটা এখনই তোমাকে দেব না, এই ড্রয়ারে রেখে দিলাম। তোমাকে একটা কাজের ভার দেব, তুমি যেদিন কাজটা করে ফিরে আসবে, সেইদিনই কাগজটা তুমি নিজের হাতে বের করে নিয়ো।'

দিশেহারা হয়ে দারতায়াঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজটা কি, মহারাজ?'

রাজা বললেন, 'বলছি। অবশ্যই কাজটা খুব কঠিন। তবে তুমি যে দশটা জেলের সাহায্যে বিশাল সৈন্যদের মাঝখান থেকে মংককে ধরে এনেছিলে, তার চাইতে কঠিন নয়।'

রাজা কি কাজের দায়িত্ব দেবেন সেটা শোনার জন্যে দারতায়াঁ দাঁড়িয়ে আছেন। তবে তাঁর সন্দেহ, শুনলেও বুঝতে পারবেন কিনা। ল্যুভরেতে বসে লুই কি করে জানলেন মংকের বিষয়টা, সে ব্যাপারে দারতায়াঁর মাথা ব্যথা নেই। এই ক্যাপ্টেন পদ তাঁর সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষা, অথচ এটা হঠাৎ হাতে পেয়েও দারতায়াঁ খুশিতে পাগল হয়ে যাননি, কিন্তু তবুও তাঁর মাথা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এ তিনি কাকে দেখছেন? ইনি কি সেই রাজা লুই? যিনি কিনা সারাজীবন দ্বিধাগ্রস্ত, ম্যাজারিনের খাঁচায় বন্দি পাখি, তিনি কিনা হঠাৎ আজ সারা দুনিয়াজোড়া রাজ্য চালনার জন্যে সর্বতোভাবে তৈরি। এরকম পরিবর্তন এত অল্প

সময়ে কি করে সম্ভব হলো!

আট

পরদিন আবারও দারতায়াঁকে পথে বের হতে হলো। একাই বের হলেন। এ যে রাজার আদেশ। তিনি বার বার বলে দিয়েছেন, কোনভাবেই যাতে নিজের পরিচয় প্রকাশ না হয়। দরকার হলে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে।

ব্রিটানি প্রদেশে যেতে হবে, ঘুরতে হবে সমুদ্রের ধারে ধারে। উপকূলের কাছে বেশ অনেকগুলো দ্বীপ আছে। যে কোন অজুহাত তৈরি করে সেখানে আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু কি কারণ?

কারণ একটাই। নতুন কোন অঞ্চলে বা সমুদ্রের ধারে কাছে কেউ নতুন করে কোন দুর্গ তৈরি করেছে কিনা বা ভাঙা পুরানো দুর্গগুলো মেরামত করা হয়েছে কিনা সেটা দারতায়াঁকে দেখে আসতে হবে।

রাজা একটা দ্বীপের ওপর বিশেষ করে নজর দিতে বলেছেন। সেটা হলো বেল-আইল-এন-মার। একে সংক্ষেপে বলা হয় বেল

আইল।

দারতায়াঁ অবাক হলেন এই নাম শুনে। তিনি রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, এই দ্বীপটা না মসিয়াঁর ফোকের?'

গম্ভীর হয়ে রাজা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, ওটা ফোকেরই। তিনি তাঁর জমিদারিতে দুর্গ তৈরি করেছেন কিনা তুমি সেটাই দেখে আসবে।'

এর বেশি আর কিছু রাজাকে বলতে হয়নি। হঠাৎ যেন দারতায়াঁর সামনে এক নতুন পথ উদ্ভাসিত হলো। সেই অর্থ সচিব ফোকে? দেশসুদ্ধ মানুষের ধারণা ফোকে বছর বছর ধরে রাজকোষ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করেছেন এবং এখনও করছেন। ম্যাজারিন নিজেও ছিলেন এক নম্বর ঘুষখোর। তাই ফোকের এই অন্যায় কাজে কোন দিন বাধা দেননি। সে জন্যেই তো ফোকে এতদিন ধরে রাজার অর্থকে নিজের প্রয়োজনমত খরচ করেছেন। এর জবাবদিহি যে কোন একদিন দিতে হতে পারে, সে চিন্তা তাঁর মাথায় বোধহয় কখনও আসেনি।

আরামিস, যাকে ধর্মনিষ্ঠ সমাজে বলা হয় অ্যাবে-দ্য-হারবাল। বেশ কিছুদিন আগে ফোকেরই সহায়তায় তিনি বিশপ হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাঁর নাম এখন ভ্যানের বিশপ।

হ্যাঁ, এই ভ্যানের বিশপই কিছুদিন ধরে ফোকেকে বলছেন, 'কি করছ কি, বন্ধু? রাজকোষ যে পুরো খালি করে ফেলেছ। কি হতে পারে এর পরিণাম সেটা কি কখনও ভেবেছ?'

উত্তরে ফোকে বলেছিলেন, 'পরিণাম আবার কিসের? শোনো বন্ধু, আমি দুনিয়ার কাউকেই ভয় পাই না। তাছাড়া, আমাকে বিপদে ফেলার মত সাহসী লোক এই ফরাসী দেশে নেই।'

শুনে ভ্যানের বিশপ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আজ নেই, কিন্তু কাল তো থাকতে পারে।'

'কি যে বলো না তুমি! ম্যাজারিনই সাহস পাননি আমাকে ঘাঁটাতে,' বললেন ফোকে।

বিশপ বললেন, 'ম্যাজারিন সাহস পাননি এটা ঠিক, কিন্তু তাঁর চেয়ে যদি বেশি শক্তিশালী লোক ফরাসী রাজনীতির রঙ্গভূমিতে দেখা দেয় তখন কি করবে? যে রাজাকে আজ আমরা বিষহীন সাপ ভাবছি, কাল যে তারই বিষ দাঁত গজিয়ে ফণা তুলতে পারে সেটা অসম্ভবের কি। যখন তখন মন্ত্রী বা জমিদারদের ওপর ছোবল মারতে পারেন।'

'ওই রাজা ছোবল মারবেন?' মনে পড়ে গেল ফোকের, ম্যাজারিন মারা যাবার পর তিনি রাজাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলেন রাজ্যশাসনভার কার হাতে তুলে দেবেন।

উত্তরে রাজা বলেছিলেন, 'কেন, আমার দায়িত্ব আমিই পালন করব। অন্য কাউকে তো দরকার নেই। তবে যদি আমার কোন পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাদের অবশ্যই ডাকব।'

কিন্তু লুই এখনও কারও পরামর্শ নেননি। মন্ত্রী, সেনাপতি, জমিদাররা রাজার কাছ থেকে এখন যা পান তার বিনিময়ে রাজা কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন না, বরং যদি কিছু জানার প্রয়োজন হয়

তা তিনি রসকষহীন আদেশের মাধ্যমে জেনে নেন। এই আদেশ উচিত না অনুচিত সেটা প্রশ্ন করা কারুর সাহস নেই। প্যারিসের বুকের ওপরেই যে ব্যাস্তিল। রিশলুর যুগ বুঝি আবারও ফিরে এল! সে যুগে রাজবংশীয় প্রিন্সদেরকেও বহুযুগ ধরে বসবাস করতে হয়েছে ব্যাস্তিলে, মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে ফরাসীজাতিরই অজ্ঞাতসারে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

ম্যাজারিনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মেরুদণ্ডহীন রাজা লুই যে হঠাৎ এরকম মেঘবিহীন সূর্যের মত তেজীয়ান হয়ে উঠবেন, সেটা কি কেউ ভেবেছিলেন? কেউই ভাবেননি–না ফোকে, না ফোকের বন্ধুমহল।

কিন্তু আরামিস? তিনি কি ভেবেছিলেন? মনে হয় ভেবেছিলেন। তা না হলে সেদিন কেনই বা ফোকেকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, 'বন্ধু ফোকে, তুমি যা করার তা তো করেই ফেলেছ। যে টাকা তুমি আত্মসাৎ করেছ তা ফিরিয়ে দেবার কোন পথ নেই। তাই এখন পালাবার এমন একটা জায়গা বের করো যেখানে লুকিয়ে থাকা যাবে। এমন ভাবেই লুকিয়ে থাকবে যাতে সুইস গার্ডরা তোমাকে ব্যাস্তিলে নিয়ে যেতে না পারে। জায়গাটা এমন হতে হবে যেখানে বসে রাজসৈন্যের মোকাবিলা করতে পারো।'

আরামিসের কথা ফোকের মনে ধরেছিল। তাই তিনি আরামিসকে বললেন, 'আমার তো জমিদারির ভিতরে অনেক জায়গা আছে, তুমি তোমার পছন্দ মত জায়গা ঠিক করে

সেখানেই লুকানোর ব্যবস্থা করো। তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি, বন্ধু, আমার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।'

ফোকের জমিদারি ঘুরে ঘুরে দেখলেন আরামিস। তবে তিনি নিজেকে মাস্কেটিয়ার আরামিস বলে পরিচয় দেননি, দিয়েছেন জ্ঞানভিক্ষু, ধর্মতত্ত্বের গবেষক বলে। এভাবেই তিনি সারা পশ্চিম ফ্রান্স ঘুরে দেখলেন। শেষমেষ ব্রিটানির উপকূলে বেল আইল দ্বীপ তাঁর পছন্দ হলো। সমুদ্র ও পাহাড়ে ঘেরা স্থান। সেখানে যদি একটা সুদৃঢ় দুর্গ গড়ে তোলা হয় তাহলে শত্রুর জন্যে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে বেল আইল।

ফোকে আরামিসকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কিন্তু এই দুর্গ কে গড়বে? এখন আমি অর্থমন্ত্রী, কোনভাবেই প্যারিস ছেড়ে যেতে পারব না। আর তুমি ভ্যানের বিশপ, তুমিও সেখান থেকে যেতে পারবে না। তাহলে উপায়টা কি বলো?'

আরামিস ফোকেকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'অস্থির হয়ো না, বন্ধু। আমাদের দুজনের কাউকেই যেতে হবে না। আমার লোক আছে, তাকে দিয়েই আমি দুর্গ গড়ে তুলব।'

তারপর আরামিস লোকটিকে বেল আইলে নিয়ে এলেন। বেল আইল থেকে নৌকা করে কেউ যদি ভ্যানে যায় তাহলে মাত্র তিন ঘণ্টা সময় লাগে। সেই লোক প্রতিদিন সকালে ভ্যান থেকে বেল আইলে যায়। আবার সন্ধ্যায় বেল আইল থেকে ফিরে আসে ভ্যানে। বেল আইলে সে সারাদিন কি কাজ করে সেগুলো

আরামিসকে শোনায়। আর আরামিস পরদিন কি কাজ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করেন লোকটিকে। লোকটির জন্যে ভ্যানে বিশপ প্রাসাদেই রাজকীয় সব ডিনার আর রাতে শোবার জন্যে রাজোচিত শয্যার ব্যবস্থা আছে।

দারতায়াঁর খুব কষ্ট হলো বেল আইলে পৌঁছাতে। কারণ সেখানের স্থানীয় লোকেরা বহিরাগতদের বড় সন্দেহ করে। তাদের এলাকায় কি যেন একটা গোপন ব্যাপার আছে, সেটাকে গোপন রাখার জন্যে সবাই খুব সতর্ক।

লবণ ব্যবসায়ী বলে নিজেকে পরিচয় দিলেন দারতায়াঁ। ওদিকে সমুদ্রকূলে বালি থেকে লবণ সংগ্রহ করা হয়। এক একটা চর লীজ নিয়ে লবণ তৈরি করে অনেক ভাগ্যান্বেষী। দারতায়াঁ শুধু সমুদ্রকূলেই ঘুরে বেড়ালেন দুই তিন দিন ধরে। তাঁর ভাবটা যেন এরকম লীজ নেয়ার জন্যে একখণ্ড বালুকাভূমি খোঁজ করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

লা-রক-বারনার্ড জায়গাটার নাম। বেল আইলটা এই সমুদ্র শাখার ওপারে। এখান থেকে বেল আইলের একটা পাঁচিলের কিনারা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেটা যেন বাস্তিলের বাইরের দিকের শেষ প্রান্তের পাঁচিলের চেয়েও বেশি উঁচু আর মজবুত।

গোপনে কি হচ্ছে সেটা দেখার জন্যেই তো দারতায়াঁর এখানে আসা। এখানে পারাপারের কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই। এই অঞ্চলের মানুষরা সরকার বলতে ফোকেকেই বোঝে। রাজা একজন আছে ঠিকই, কিন্তু সে বহুদূর প্যারিস শহরে। তাঁর সঙ্গে

এখানকার লোকের কোন সাক্ষাৎ হয় না, যেমন হয় না স্বর্গবাসী ঈশ্বরের সঙ্গে। তাই তারা ফোকেকেই রাজা বলে জানে এবং মানে।

এখানে সরকারী কোন ব্যবস্থা নেই রক বারনার্ড থেকে বেল আইলে যাবার। যেতে হলে মাছ ধরার নৌকা করে যেতে হবে। সমুদ্রে মাছ ধরে জেলেরা, নৌকা বেয়ে বেয়ে তারা বহুদূরে চলে যায়। একটু বেশি ভাড়া দিলে জেলেদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়ে যায় বেল আইলে। সেরকম একটা জেলে নৌকা দারতায়াঁও পেয়ে গেলেন। যা ভাড়া তা থেকে একটু বেশি দিতেই জেলে দারতায়াঁকে একেবারে বেল আইলের জেটিতে নামিয়ে দিল।

দ্বীপের ভিতর চোখ পড়তেই দারতায়াঁ স্থির হয়ে গেলেন। এ কি! বেল আইলে যে রীতিমত বিশাল এক দুর্গই গড়ে উঠেছে। মিথ্যা সন্দেহ করেননি রাজা লুই। একেবারে সত্যি খবরই তিনি পেয়েছেন। দুনিয়ার অনেক নাম করা দুর্গই দেখেছেন দারতায়াঁ, যখন সম্পূর্ণ হবে বেল আইল দুর্গটা তখন ওই নাম করা দুর্গগুলোর মতই সমশ্রেণীতে স্থান পাবে। এটা তৈরি হতে বেশিদিন সময় লাগবে না। তিনতলার সমান উঁচু পাঁচিলের গায়ে উঁচু বেদী, কামান বসবে ওই বেদীতে। সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেয়ালের ফাঁকগুলো দেখে।

এ কেমন দুর্গ! দারতায়াঁর মনে হলো, দুর্গটা মাটির তলায় গড়ে উঠেছে। তা না হলে ওরকম একটা বিশাল মাটির ঢিবি প্রশস্ত সমতল জায়গাটার অর্ধেক জুড়ে কেন থাকবে?

ওই দুর্গটিতে প্রায় দুশো লোক কাজ করছে। কেউ পাথর বয়ে এনে দেয়ালের পাশে জমা করছে, কেউ মাটি বয়ে এনে ঢিবিতে ঢালছে। কেউ বা লোহা লক্কড় জোড়া দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করছে। ওগুলো যে সবই সামরিক যন্ত্রপাতি সেটা দারতায়াঁ সহজেই বুঝতে পারলেন।

চারদিকে মিস্ত্রির ভিড়, তারই মাঝখানে একটা টেবিল আর চেয়ার বসানো আছে। সেই চেয়ারে একজন লোক বসে আছেন। লোক বললে ভুল হবে, আসলে তিনি একজন দৈত্য। তাঁকে যে দৈত্য ছাড়া আর কি বলা যায় দারতায়াঁ ভেবে পেলেন না। এরকম মোটা মানুষ জীবনে একবারই দেখেছেন। তিনি হলেন তাঁরই প্রাণের বন্ধু পোর্থস। পোর্থসের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত লোক এই পৃথিবীতে আরও যে আছে এই ধারণা দারতায়াঁর এতদিন ছিল না। তিনি মনে মনে স্বীকার করলেন, সত্যি মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিনই নতুন নতুন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

টেবিলের সামনে অনেক কাগজপত্র দেখা যাচ্ছে। এর মানে এই দৈত্যটাই বেল আইলের স্থাপত্য কর্মগুলো পরিচালনা করছেন। লোকটি কে? অবশ্যই জানা দরকার। যখন রাজার কাছে গিয়ে সব বলবেন তখন তো তিনি প্রশ্ন করবেন লোকটির নাম কি? সুতরাং যেভাবেই হোক দৈত্যটার নাম জানতে হবে।

চারকোনা এবং তৈলাক্ত একটা বড় পাথর। সেটা যেমনি মোটা তেমনি চওড়া, সাংঘাতিক ভারিও বটে। আটজন মিস্ত্রি চেষ্টা করছে পাথরটাকে অন্যস্থানে সরিয়ে নেয়ার। মিস্ত্রিরা কেউই

তেমন রোগা বা দুর্বল নয়। মোটামুটি তাদেরকে শক্তিশালী বলা যায়। কিন্তু তবুও তারা কোনভাবেই পাথরটাকে সরাতে পারছে না। এক দিক উঠছে তো আরেক দিক উঠছে না। এক মুহূর্তের জন্যে সমান ভাবে উঠল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে গেল। অনেক কষ্টে মিস্ত্রিরা তাদের পা বাঁচাল।

তাদের বার বার এই ব্যর্থতা দেখে দৈত্যটার বুঝি গা ঘিন ঘিন করে উঠল। তাই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই দারতায়াঁ ভাবলেন এতদিন পর বুঝি পোর্থসের যোগ্য সঙ্গী জুটেছে।

পাথরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন দৈত্যটা। তারপর দুই হাত দিয়ে অনায়াসে সরিয়ে ফেললেন।

দৈত্যর কাণ্ড দেখে দারতায়াঁ অবাক, সেই সঙ্গে কয়েকশো মিস্ত্রিরাও মনিবের এই কাণ্ড দেখে সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করাতে পারছে না যে মানুষের দেহে এত শক্তি থাকে।

অত বড় পাথরটা দৈত্য একাই উল্টিয়ে ফেললেন। প্রতিবার ওলটানোর ফলে আট দশ ফুট করে এগিয়ে যাচ্ছে বিরাট সেই পাথরটা। মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল পাথরটাকে অন্য জায়গায় সরাতে। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন দৈত্যটা। অমনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন দারতায়াঁ, আরে এ তো পোর্থসই। তারপর দারতায়াঁ তীরবেগে এসে পোর্থসের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের আচরণটা যেন

ছেলেমানুষির মত।

তারপর পোর্থস দারতায়াঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কি বন্ধু, তুমি এখানে? অবাক কাণ্ড!'

উত্তরে দারতায়াঁ বললেন, 'এই একই প্রশ্ন যে আমারও মনে। তুমিইবা এখানে কি করছ? তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তোমার ভৃত্য মোস্কেটনের কাছে শুনলাম আরামিস তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, তুমি সেখানেই গেছ। কিন্তু শুনলাম আরামিস ভ্যানে, তাহলে তুমি যে এখানে?'

পোর্থস বললেন, 'ধরো, আমিও ভ্যানেতে আছি। খেতে খেতে সব বলব। চলো, যাই। কিন্তু বন্ধু, তার আগে বলো তুমি সামরিক পোশাক না পরে এরকম ময়লা একটা চাষাড়ের পোশাক পড়েছ কেন?'

এবার বুঝি দারতায়াঁ সমস্যায় পড়বেন। প্রয়োজন ছিল তাঁর ছদ্মবেশের ঠিকই, কিন্তু এভাবে পোর্থস আর আরামিসের কাছে যাওয়া যে তাঁর জন্যে বিপজ্জনক সেটা তো তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল। এরকম পোশাকে দেখলে তো তাঁদের সন্দেহ হবেই। আর একবার যদি মনে সন্দেহ ঢোকে তাহলে বেল আইল সম্পর্কে মুখই খুলবে না। আর তাঁরা যদি ফোকের লোক হয়, আর ফোকে যদি হন রাজার শত্রু তাহলে রাজার দূত দারতায়াঁকেও তারা শত্রু ছাড়া কি ভাববেন?

পোর্থস অবশ্য খুব সরল। তাঁকে একটা কিছু বুঝিয়ে দিলেই তিনি বুঝবেন।

তাই দারতায়াঁ ফস করে বলে ফেললেন, 'তুমি সামরিক পোশাকের কথা বলছ? ওই পোশাক আমি কোথায় পাব বন্ধু! আমি তো রাজার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

দারতায়াঁর কথা শুনে পোর্থসের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'তুমি রাজার চাকরি ছেড়ে দিয়েছ! কেন?'

দারতায়াঁ বললেন, 'ওই রকম চাকরি করে কি হবে, বলো। তেমন তো কিছু একটা পাই না। তাই যখন ফাঁকতালে কিছু পয়সা পেলাম, অমনি চাকরি ছেড়ে দিলাম। শুধু শুধু বেকার খেটে লাভ কি।'

পোর্থস বললেন, 'ফাঁকতালে পয়সা পেয়েছ? তা কোথা থেকে? আর কতই বা?'

দারতাঁয়া বললেন, 'তা প্রায় দু'লাখ মোহরের মত। কিভাবে পেলাম? সে বন্ধু অনেক কথা, পরে তোমাকে সব বলব। কিন্তু আরামিস তো তোমাকে ডেকে এনেছিল, তাই না? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে তুমি এখানে কেন? আরামিস কি এখন ভ্যানেতে।'

পোর্থস বললেন, 'হ্যাঁ। সে এখন সেখানকার বিশপ। ভ্যান ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কি তাঁর জো আছে। রাতে আমিও ভ্যানে যাব। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? যদি যাও তাহলে আরামিসের সঙ্গে দেখা হবে। কি সুখেই যে আছে আরামিস না দেখলে বিশ্বাস করবে না। সত্যি, দেখলে মন ভরে যায়।'

পোর্থস আসলে খুব মহৎ। তাঁর মধ্যে এক বিন্দু হিংসে নেই।

আরামিস সুখে আছে, এ জন্যে সে মহাখুশি।

সেদিনই তাঁরা একটু তাড়াতাড়ি বের হলেন ভ্যানের উদ্দেশ্যে। এদিকে দারতায়াঁ যা বোঝার তার সবই বুঝলেন। বেল আইলে যে সত্যি সত্যি একটা বড় দুর্গ তৈরি করা হচ্ছে সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত। তাঁর কাজ তো এখানে শেষ। তাহলে পোর্থসের সঙ্গে এখন ভ্যানেতে যেতে পারেন।

সন্ধ্যার আগেই তাঁরা ভ্যানে পৌঁছলেন। ধর্মীয় একটা মিছিল হচ্ছে সেখানে। মিছিলের সামনে বেশ জমকালো একটা পালকিতে আরামিস বসে আছেন। এমনিতেই তিনি বেশ সুন্দর, বিশপের পোশাকে তাঁকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। পোর্থস আর দারতায়াঁ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরামিসকে অভিনন্দন জানালেন। আরামিসও তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন। শহর জুড়ে চক্কর দিতে চলে গেল মিছিলটা। তারপর পোর্থস দারতায়াঁকে নিয়ে বিশপের প্রাসাদে উঠলেন। পোর্থস এখানেই থাকেন, দারতাঁয়াও আজ থাকবেন।

বিশপের প্রাসাদে এসে দারতায়াঁকে আগের দিনের মত আন্তরিকভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আরামিস। তারপর খেতে খেতে কত কথাই না বললেন তিন বন্ধু মিলে। কিন্তু একবারের জন্যেও বেল আইল সম্পর্কে কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না।

আরামিস বললেন, 'বন্ধু, আজ আর কথা বলতে পারব না। কাল না হয় সব কথা শুনব আর বলব। আজ একটা ধর্মসভা আছে। আমার কাছে যাজকেরা আসবেন বিভিন্ন জায়গা থেকে।

যাও, বন্ধু, শুয়ে পড়ো। শুভ রাত্রি।'

দারতায়াঁর কার্যসিদ্ধি হয়েছে, রাজা যা জানতে চাইবেন তাঁকে তাই বলতে পারবেন তিনি। রাতটা আরাম করে অঘোরে ঘুমোলেন। কিন্তু পোর্থস একটুও ঘুমাতে পারেননি। কারণ মাঝরাতে আরামিস পোর্থসের ঘরে ঢুকে তাঁকে ওঠালেন। তারপর তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'পোর্থস, তুমি এখনি সেইন্ট ম্যান্ডিতে চলে যাও। এই চিঠিটা মসিয়াঁর ফোকের নামে। তাঁর হাতে এটা দেয়া চাই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দারতায়াঁ হয়তো কাল সকালেই প্যারিসে যাবে। তার আগেই তোমাকে পৌঁছাতে হবে, বুঝলে? যদি না পারো তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি তো জানো রাস্তায় আমাদের নিজস্ব অশ্বশালা আছে। প্রতিটা অশ্বশালা থেকে ঘোড়া বদল করবে। ঘোড়া যদি মরে যায় তাতে কিছু হবে না, কিন্তু দুপুর হবার আগেই এই চিঠিটা ফোকের হাতে পৌঁছাতে হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে পোর্থস চিঠিটা নিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন।

তারপরের দিন সকালে দারতায়াঁ ঘুম থেকে উঠে পোর্থসের খোঁজ করলেন।

পোর্থসের এক ভৃত্য দারতায়াঁকে বলল, 'খুব ভোরে প্রভু বেল আইলে চলে গেছেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

দারতায়াঁ ভাবলেন, আমাকে না নিয়েই চলে গেল পোর্থস! ব্যাপারটা কি?

এরপর দারতায়াঁ আরামিসকে খুঁজতে গেলেন। তাঁকেও পাওয়া গেল না। আরামিসের ভৃত্য দারতায়াঁকে একটা চিঠি দিল। চিঠিতে আরামিস লিখেছেন, 'অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে বহুদূরের এক গ্রামে যেতে হচ্ছে। ফিরতে দুই তিন দিন লেগে যেতে পারে। তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না। আসলে আমার ভাগ্যে তোমার সঙ্গ নেই। তারচেয়ে বরং তুমি পোর্থসের সঙ্গে আনন্দ করো। আবার দেখা হবে, কেমন?'

চিঠিটা পড়ে দারতায়াঁ নিজের গালে নিজেই চড় মারলেন। সত্যিই তিনি ঠকে গেছেন। ঠকিয়েছে ওই ধূর্ত আরামিস। বেল আইলে যে দুর্গ তৈরি হচ্ছে সেটা যে আর গোপন নেই, সে খবর ফোকেকে দিতে দুজনে মিলে রওনা হয়েছে, অথবা যে কোন একজন গেছে।

নয়

দুপুর হবার আগেই পোর্থস সেইন্ট ম্যান্ডির প্রাসাদে পৌঁছালেন। সত্যি একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতই তাঁর শরীর।

উঠানে ঢুকেই এক লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন

পোর্থস। অমনি ঘোড়াটাও ধপাস করে পড়ে মরে গেল। বাগানের সবুজ ঘরে ফোকে ছিলেন। শব্দ শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখে পোর্থস দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁর হাতে একটা চিঠি দিল। আর সে মুহূর্তে পোর্থস ওই ঘোড়ার মত ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ফোকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, একে ধরো! এ যে দেখছি ব্যারন দ্য ভ্যালন–আরামিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একে তোমরা ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যাও। জামা জুতো সব খুলে দাও,' বলেই তিনি তাঁর অফিসে চলে গেলেন চিঠিটা পড়তে।

না, তাঁর ঘোড়ার মত মারা যাননি পোর্থস। শুধুমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। দশ বারোজন মিলে তাঁকে ওপরে নিয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জামা জুতো কিছুই খোলা গেল না। অবশেষে কেটে বার করা হলো তাঁর শরীর থেকে। তারপর একটা চাদর দিয়ে শরীরটা ঢেকে ফেলা হলো। পোর্থসের নাক ডাকার গর্জনে পুরো প্রাসাদ যেন কেঁপে উঠছে।

আরামিসের চিঠি পড়ে ফোকের চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। তিনি লিখেছেন, 'বেল আইলের গুপ্ত রহস্য সব ফাঁস হয়ে গেছে। এখনি চলে যাও রাজার কাছে…।'

আরামিস যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটা মানতে ফোকের মন চাইছে না। যদিও আরামিসের বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে তাঁর, কিন্তু তবুও। কি করবেন–যাবেন, নাকি যাবেন না, এটা ভাবতে ভাবতেই দুই-তিন ঘণ্টা কেটে গেল। তবে বেশিক্ষণ আর ভাবতে

হলো না। কারণ বারো ঘোড়ার একখানা গাড়ি এসে ঢুকল। পোর্থসের ঘোড়ার মতই ঝড়ের বেগে। আরামিস নামলেন সেই গাড়ি থেকে। বেচারা বাতের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন, ঠিকমত হাঁটতেও পারছেন না, তাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফোকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মন্ত্রী, তুমি এখনও যাওনি? এখনি রওনা হয়ে যাও।'

ফোকে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন তিনি প্যারিস থেকে। আরামিস ফোকেকে বারবার বলে দিয়েছেন দারতাঁয়ার আগেই তাঁকে রাজার কাছে পৌঁছাতে হবে। আর যদি না পারে তাহলে ব্যাস্তিলের হাত থেকে তাঁকে কেউই বাঁচাতে পারবে না।

মনে হয় আরামিস বের হওয়ার ছয় ঘণ্টা পর দারতাঁয়া বের হয়েছেন, তবে আরামিস পৌঁছানোর দুই ঘণ্টা পরেই দারতাঁয়া পৌঁছালেন। এটা সম্ভব হলো কি করে? সম্ভব হয়েছিল দারতাঁয়া ঘোড়া যখন ছোটান তখন সেই ঘোড়া ঝড়কেও হার মানায়।

কিন্তু ফোকে রাজার কাছে পৌঁছালেন দারতাঁয়ার আগেই। ফোকেকে আরামিস যে ভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই ফোকে রাজাকে বলতে শুরু করলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার জন্যে একটা সওগাত এনেছি। এটা আপনাকে নিতেই হবে।'

একটু বাঁকা হাসি হেসে রাজা লুই বললেন, 'এ পর্যন্ত যত

লোকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই শুধু নিতে চেয়েছে, অবশ্য মহামন্ত্রী কার্ডিনাল ছাড়া। তিনি তো উল্টে আমাকে চল্লিশ মিলিয়ন দিতে চেয়েছিলেন। এখন দেখছি আপনিও আমাকে কিছু দিতে এসেছেন। সওগাতটা যে কি সেটা শোনার আগেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ফোকে বুঝলেন রাজা তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে একটা লম্বা-চওড়া কাগজ টেবিলে মেলে বললেন, 'মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কিসের নকশা। এটা একটা দুর্গের নকশা। আপনার জন্যেই তৈরি করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ হতে এখনও অল্প বাকি। সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আপনি একবার সেখানে পদার্পণ করবেন এটা আমার অনুরোধ। মনে মনে ভাবলাম সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার আগেই আপনাকে জানানো দরকার, তাই আর কি জানালাম।'

মহারাজ বললেন, 'দুর্গ? কিসের দুর্গ? আমার দুর্গ কিন্তু এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে এর মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর এর খরচই বা কে দিচ্ছে? কার্ডিনাল কি আপনাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন?' ক্রমশ রাজার কথা তিক্ত হয়ে উঠছে।

ফোকে বললেন, 'মহারাজ, সারা ফ্রান্সই তো আপনার। এমন কি দুর্গটিও। আপনার অনুমতিতেই তো আমরা সব ভোগ করি। আমার নিয়ন্ত্রণেই বেল আইল আছে, এটা ঠিক। কিন্তু এর মালিক যে আপনি, মহারাজ।'

মহারাজ বললেন, 'ওঃ, তাই বলুন, বেল আইল।' সঙ্গে সঙ্গে লুইয়ের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। ফোকের প্রতি লুইয়ের যে অবিশ্বাস আর রাগ আছে, সেটা ওই বেল আইল বলার সময় প্রকাশ পেল।

ফোকে বললেন, 'হ্যাঁ, বেল আইল, মহারাজ। সামরিক দিক দিয়ে জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কখনও ইংল্যান্ড আক্রান্ত হয়, তাহলে এই দ্বীপটা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু ওটা এক সময় অরক্ষিত ছিল। এতদিন তো আপনি কিছুই দেখেননি, তাই আমি আমার নিজের খরচে ও দায়িত্বে ওখানে একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। এমনকি আমি এ কথা কার্ডিনালকেও জানাইনি। কারণ তাঁকে জানালে তিনি নানা রকম সমস্যা দেখিয়ে বাধা দিতেন। বাধা দেবার মত ক্ষমতা যে তাঁর আছে সেটা বোঝানোর জন্যে হলেও তা তিনি করতেন। তাই তাঁকে না জানিয়ে মহারাজের জন্যে এ কাজ আমি করেছি। এখন আপনার জিনিস আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই আমার শান্তি।'

তারিফ করতে হয় আরামিসের শিক্ষা। ফোকে এমন নিখুঁত ভাবে কথাগুলো বললেন যে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা বা সততা নেই; লুই সেটা বুঝলেন ঠিকই কিন্তু কিছুই বললেন না ফোকেকে। বরং তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন এবং বললেন লিওডোট আর এমেরিসকে গ্রেফতার করে বিশেষ আদালতে বিচারের জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হোক। এই দু'জনই হচ্ছে ফোকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একজন ডান হাত, অপরজন বাঁ

হাত।

সারা শরীরে ধুলো নিয়ে দারতায়াঁ ল্যুভরেতে ঢুকলেন। একমাত্র দারতায়াঁই সাহস পান এই অবস্থায় রাজার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা লুই দারতায়াঁকে দেখে ফোকের নকশাটা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'নতুন করে তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমি এখানে বসেই সব পেয়েছি।'

দারতায়াঁর সারা শরীর রাগে জ্বলছে। তিনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আপনি কি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেননি? মনে হয় তাই, তা না হলে আপনি কেনই বা আরেকজনকে বেল আইলে পাঠিয়েছেন। এরকম হবে জানলে এত কষ্ট আমি করতাম না।'

লুই এমন ভাব করলেন যেন তাঁর কানে কোন কথাই যাচ্ছে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি নকশাটা দেখছেন।

এটা দেখে দারতায়াঁ আরও রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমার ভাগ্য যে ইংল্যান্ড থেকে আমি কিছু এনেছিলাম, খাওয়ার কোন সমস্যা আমার হবে না। এবার মহারাজ আপনি আমাকে বিদায় নেয়ার জন্যে অনুমতি দিন।'

লুই বললেন, 'ইংল্যান্ড থেকে যদি এক টাকাও না আনতে তাহলেও তোমার খাওয়ার কোন সমস্যা হত না। ক্যাপ্টেন পদে বছরে বিশ হাজার লাইভর বেতন তো আর কম নয়।'

দারতায়াঁ বললেন, 'মহারাজ, আমি কি এ চাকরি পাব? যে

কাজ আপনি আমাকে করতে দিয়েছিলেন সে কাজ তো অন্য আরেকজন আমার আগেই করে ফেলেছে।'

লুই বললেন, 'এ কথা তোমাকে কে বলল, ক্যাপ্টেন? কোন কিছু তলিয়ে দেখার আগেই ভুল বুঝে বসে থাকো। আসলে গাসকনদের এটাই সবচেয়ে বড় দোষ। আমার দাদা চতুর্থ হেনরিও গাসকন ছিলেন। তাঁরও ওই একই সমস্যা ছিল, সবকিছু ভালভাবে না বুঝে রেগে বসে থাকতেন। আরে, ক্যাপ্টেন, তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছি বলেই তো ফোকে ভয়ে আমাকে বেল আইলের দ্বীপটা দান করে গেলেন।'

দারতায়াঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'তা ফোকে কখন এসেছিলেন?'

'তুমি আসার একটু আগে,' উত্তর দিলেন রাজা লুই।

এবার দারতায়াঁ ঠাণ্ডা হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে মহারাজ আপনি আর কাউকে...'

'আরে ধুৎ! কি যে বলো! ফোকের গুহায় ঢুকে তাঁর দাড়ি ছিঁড়ে আনার মত সাহস ফ্রান্সে একজনেরই আছে। এবারে যাও, নিয়োগপত্রটা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে গোসল করো।'

'মহারাজ, আপনি যে পদ আমাকে দিয়েছেন সেটা নিজের হাতেই তুলে দিন।'

তারপর লুই দারতায়াঁকে তুলে দিলেন নিয়োগপত্রের কাগজটা। আজ থেকে দারতায়াঁ ফ্রান্সের মার্শালদের চেয়েও গুণী ব্যক্তি। যে পদ তিনি পেয়েছেন সেটা পাবার জন্যে ফ্রান্সের অভিজাতসম্প্রদায়ও লালায়িত।

এরপর লুই দারতায়াঁকে বললেন, 'কাল বিকালে তুমি একবার প্লেস দ্য গ্রীভে যাবে। দেখবে সেখানে আমার আদেশ ঠিকমত মানা হচ্ছে কি না।'

আদেশটা যে কি সেটা দারতায়াঁ রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন না। ল্যুভরে প্রাসাদ থেকে প্লাঁসেতের বাড়িতে যেতে যেতে দারতায়াঁর মনে পড়ল, তাঁর জন্যে দু'দিন আগে প্লাঁসেত যে বাড়িটা কিনেছে সেটা তো ওই প্লেস দ্য গ্রীভ অঞ্চলেই। কিন্তু সেখানে থাকা যাবে না। কারণ ওই বাড়ির সামনেই একটা বেশ জমজমাট হোটেল আছে। তবে নগদ বাড়ি ভাড়া মাসে মাসে পাওয়া যাবে। সেটাই বা কম কিসের। শুধু বাড়ি ভাড়াই যে আয় তা নয়, অন্যভাবে আরও আয় আছে। সেটা হলো গ্রীভ পার্কের দিকে দুটো জানালা আছে, যখন গ্রীভে কারও ফাঁসি হয় তখন সেটা দেখার জন্যে বেশ মোটা টাকা দিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া নেয়।

মনে মনে দারতায়াঁ ভাবলেন, এক সঙ্গে দুটো কাজ করতে পারব। প্লেস দ্য গ্রীভে গেলে রাজার কাজ করা হবে আর আমার বাড়িটাও দেখা হবে। তাছাড়া, হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে আলাপও করা যাবে।

দারতায়াঁ ফিরেছেন কিনা সে খবর নেবার জন্যে রাউল প্রতিদিনই আসে। পরদিন দুপুরে প্লাঁসেতের বাড়িতে এসে দারতায়াঁকে দেখে রাউল খুব খুশি হলো। দারতায়াঁর অনুরোধে সেও খেতে বসল।

খাওয়া শেষে রাউলকে দারতায়াঁ বললেন, 'চলো তো রাউল, একবার প্লেস দ্য গ্রীভে যাওয়া যাক। সেখানে নাকি প্লাঁসেত আমার জন্যে একটা বাড়ি কিনেছে। সেটা দেখে আসব। আরও কিছু কাজ আছে সেখানে। রাজার কাজ।'

রাজার কাজ? কিন্তু কাজটা যে কি সেটা দারতায়াঁকে জিজ্ঞেস করল না রাউল। কারণ, যদি গোপনীয় হয় তাহলে তো তিনি কিছুতেই বলবেন না। তাছাড়া, রাউল নিজেই সেখানে যাচ্ছে, কাজটা যে কি সেটা তো সে দেখতেই পাবে।

প্লেস দ্য গ্রীভে গিয়ে দারতায়াঁ আর রাউল যা দেখলেন তাতে দু'জনের চোখই ছানাবড়া হয়ে গেল। প্লেস দ্য গ্রীভের খোলা মাঠে দুটো বেশ উঁচু ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়েছে, যেটাকে মানুষ পার্ক বলে! পুরো মাঠে এত লোকের ভিড় যে দারতায়াঁ আর রাউল যদি সামরিক পোশাক না পরে থাকতেন তাহলে ওই লক্ষ মানুষের পিছনেই পড়ে থাকতে হত তাঁদেরকে।

তারপর কিভাবে যেন তারা সামনে পৌঁছে গেলেন।

বছর বছর ধরে মাঠ পাহারা দেবার জন্যে তীরন্দাজ নিযুক্ত করা আছে। এ কাজে বিশ-পঁচিশজনই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। কিন্তু আজ এই ফাঁসির মঞ্চ পাহারা দেয়ার জন্যে একশো তীরন্দাজকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সংখ্যায় এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারা কেমন জানি ভয় পাচ্ছে। এটা লক্ষ করে দারতায়াঁ অবাক। তিনি ভাবলেন, ওদের ভয়টা কিসের?

দু'মিনিটের মধ্যেই দারতায়াঁ ধরে ফেললেন ভয়ের কারণটা।

ব্যাপারটা হচ্ছে, আজ কেউই ফাঁসি দেখতে আসেনি, এসেছে পণ্ড করতে। তাদেব কথাবার্তা শুনে সেটাই বোঝা যাচ্ছে। অনেকেই রাজার সামলোচনা করছে, প্রশংসা করছে ফোকের। রাজা দারতায়াঁকে এখানে কেন আসতে বলেছেন সেটা এতক্ষণে বুঝলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার আদেশ ঠিকমত পালন হচ্ছে কিনা সেটাই দেখে আসবে।'

যে আশঙ্কা রাজা করেছিলেন ঘটল ঠিক তাই। সত্যিই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করার জন্যে বিশাল জনতা উঠে পড়ে লেগেছে। এটা অবশ্যই ফোকের প্ররোচনাতেই ঘটছে।

ফোকে যে এ কাজ কেন করবেন সেটা দারতায়াঁ ভেবে পেলেন না। তাঁকে রাউলই সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল। সে বলল, 'আপনি কি আসামী দুটোর নাম শুনতে পাচ্ছেন না? ওরা হলো লিওডোট আর এমেরিস। অর্থমন্ত্রী ফোকের কর্মচারী। যত অন্যায় কাজ ফোকে করেছেন তার সবগুলোতে সাহায্য করেছে এই দুই কর্মচারী। কাঠুরে যখন কোন বড় গাছ কাটতে যায় তখন সে ডালপালাই আগে কাটে। তাই করেছেন রাজা। সরাসরি ফোকেকে আক্রমণ না করে তার কর্মচারীদের আগে শেষ করছেন।'

তারপর একটা গাড়ি এসে থামল। আসামীরা তাতেই আছে। জনতা খেপে আগুন হয়ে আছে। তারা গাড়ির দরজা খুলে আসামীদের টেনে বের করে একটা বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। তীরন্দাজ প্রহরীরা অসহায়। জনতার এই ভিড়ের মধ্যে কেমন

করে যে তীর চালাবে সেটা তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

প্লাঁসেতের কাছে আগেই দারতায়াঁ তাঁর বাড়ির বর্ণনা শুনেছেন। তিনি লক্ষ করলেন, আসামীদের তাঁর বাড়িতেই ঢোকানো হয়েছে। বাড়িটার পিছনে আর একটা দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে যদি ফোকের লোকেরা আসামীদের নিয়ে পালায় তাহলে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত ঘিঞ্জি ও হতশ্রী বস্তি আছে সেখানে, ছোট ছোট গলি আর ভাঙা বাড়ি আছে বেশ অনেকগুলো। তাদের লুকাবার জায়গার অভাব হবে না।

না, আর দেরি করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে দারতায়াঁ রাউলকে নিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেলেন। দরজার দু'পাশে দু'জন দাঁড়ালেন।

প্রচণ্ড গোলমাল হচ্ছে বাইরে। একদল শুধু ফোকেরই জয়ধ্বনি করছে। তারা বলছে, 'এই অবিচার আমরা সহ্য করব না। স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না, চলবে না।' যারা নাকি নিরপেক্ষ বা লুইয়ের ভক্ত তাদের দৃষ্টি ওই কোলাহলকারীদের ওপরেই রয়েছে। তবে আসল নাটক হচ্ছে দারতায়াঁর বাড়ির পেছন দরজায়। অবশ্যই সেটা তাদের চোখের আড়ালে। এমেরিস আর লিওডোটকে নিয়ে চক্রান্তকারীরা সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু দু'খানি তরবারির চমকপ্রদ খেলায় তাদের সেই চেষ্টা বিফল হতে চলেছে। রাউল আর দারতায়াঁকে অতিক্রম করে তারা এক পাও নড়তে পারছে না।

চক্রান্তকারীদের নেতা হচ্ছে মেনভিল। তাকে দেখেই

দারতায়াঁ চিনে ফেললেন। এই মেনভিল হচ্ছে দারতায়াঁর সেই দশজন নাবিকদের মধ্যে একজন। ফোকের দ্বারা আয়োজিত খুদে বিদ্রোহের নেতৃত্ব পেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে সে। তবে দারাতায়াঁকে দেখে একেবারেই মুষড়ে পড়ল।

দারতায়াঁ চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি না মেনভিল?' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তরবারি মেনভিলের বুক ভেদ করল।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, 'না, আর সম্ভাবনা নেই।' দারতায়াঁর সঙ্গে বিরোধিতা করে কেউ সাফল্য লাভ করতে পারবে, এরকম বিশ্বাস তাঁর কখনও ছিল না।

নেতার এই উক্তি শুনে অনুগামীরা একে একে সব সরে গেল। রাউল আর দারতায়াঁর সামনে মৃতদেহগুলো যেন ঢিবি গজিয়ে উঠেছে।

আবারও বন্দি হলো লিওডোট আর এমেরিস। ততক্ষণে দল বেঁধে সব তীরন্দাজরা এসে পড়ল। দারতায়াঁ বন্দিদের উৎসর্গ করলেন তাদের হাতে।

সন্ধ্যায় দারতায়াঁ রাজাকে সব খুলে বললেন। শুনে রাজা লুই রাউলকে দেখতে চাইলেন। ল্যুভরে প্রাসাদেই ছিল রাউল, সে সেনাপতি কন্ডির সঙ্গী হয়ে এখানে এসেছিল। তাকে ডেকে রাজার সামনে এনে দাঁড় করালেন দারতায়াঁ।

তুমি না ক্যাপ্টেন দারতায়াঁর বন্ধু অ্যাথসের পুত্র? দেখতেই

তো পাচ্ছ, দারতায়াঁর দিনে দিনে বয়স বাড়ছে। আমার আশা যথাকালে তুমিই দারতায়াঁর স্থান দখল করতে পারবে, ভাইকাউন্ট ব্র্যাগেলোঁ।'

রাজা লুইয়ের কথা শুনে আড়ালে যে নিষ্ঠুর নিয়তি ব্যঙ্গ হাসি হাসছে সেটা রাউল বুঝল না। বুঝল না রাজা নিজেও। লুইয়ের সঙ্গে রাউলের সম্পর্ক প্রীতির হবে না, সেটা বিধাতা আগেই লিখে রেখেছেন দু'জনের কপালে। কিন্তু সে এক অন্য কাহিনী।

***

কিশোর ক্লাসিক

আলেকজান্দার দ্যুমা-র

ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ

রূপান্তর: শেখ আপালা হাকিম

তিন মাস্কেটিয়ারের সেই দারতায়াঁ, অ্যাথস, পর্থোস, আরামিস বা ম্যাজারিনের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? এই কাহিনীটিও ওদেরকে নিয়েই লেখা, তবে মূল চরিত্র ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস। যিনি সিংহাসন হারিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে এসেছেন, ইচ্ছা, মামাতো ভাই চতুর্দশ লুইয়ের সাহায্য নিয়ে আবার সিংহাসন ফিরে পাবেন।

কিন্তু মহামন্ত্রী ম্যাজারিনের ষড়যন্ত্রে তাঁর সে আশা পূরণ হলো না। ওদিকে সেনাপতি মংক জানিয়ে দিয়েছেন, রাজা চার্লসের মধ্যে যদি কোন মহৎ গুণের প্রকাশ দেখতে পান তবেই তাঁকে সিংহাসন ফিরে পেতে সাহায্য করবেন। এরপরই দারতায়াঁর ভূমিকা ও কৌশল জাদুর মত কাজ করল। রাজা চার্লস তাঁর সিংহাসন ফিরে পেলেন। কিন্তু কিভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০